পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 345 Sunday, 9 November, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৪৫ সংখ্যা ❋ ২২ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার, ৯ নভেম্বর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ইডেনে সোনার মেয়ে রিচার মহোৎসব, বঙ্গভূষণে ভূষিত বিশ্বজয়ী তারকা

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ ইডেনের মাঠ রাতারাতি যেন উসবের ময়দানে রূপ নিল, আর সেই উসবের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বাংলার বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের আয়োজনে, আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে, রাজ্যের গর্ব রিচাকে দেওয়া হল রাজকীয় সংবর্ধনা। নন্দন কাননে দেবীবরণের মতোই তারকাখচিত জমায়েতে সিএবি শুধু সম্মানই নয়, একঝাঁক চমকে ভরিয়ে দিলেন বাংলার সোনার মেয়েকে। ইডেন গার্ডেন্সের সবুজ গ্যালারি এদিন যেন হয়ে উঠেছিল রিচাকে বরণ করার রঙিন আঙিনা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, সিএবি সভাপতি ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী-সহ একাধিক কিংবদন্তি ক্রিকেটার এবং সিএবির কর্মকর্তারা এদিন একসঙ্গে মঞ্চে হাজির। এমন মুখ কখনও একসঙ্গে দেখা যায় না, আর এদিন সকলের উপস্থিতির কেন্দ্র ছিল একটি নামই-রিচা ঘোষ। সম্বর্ধনার শুরুতেই সিএবির তরফে রিচার হাতে তুলে দেওয়া হল উত্তরীয়, তারপর ফুল আর মিষ্টি। তারপর এল সেই বিশেষ মুহূর্ত, যখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতে তুলে দিলেন সোনার ব্যাট ও বল। পুরো ইডেন তখন করতালির ঢেউয়ে সোচ্চার। রিচার সাফল্য যে শুধু ক্রিকেট মাঠে নয়, মানুষের হৃদয়েও জায়গা করে নিয়েছে, তারই সাক্ষী এই দৃশ্য। এরপরই এল সেই আসল সারপ্রাইজ, যা রিচাসহ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে দিল। রাজ্যের তরফে বরণীয় নাগরিক সম্মান বঙ্গভূষণে ভূষিত করা হল রিচা ঘোষকে। মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে তাঁকে পরিয়ে দিলেন উত্তরীয় ও সোনার চেন। বাংলার ক্রীড়াঙ্গনে এই সম্মান যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, তা অনুভব করে চোখে জল আসতে দেখা গেল বহু দর্শকের। রিচাকে সম্মান জানাতে আরও এক ধাপ এগিয়ে রাজ্য ঘোষণা করল, তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাম্মানিক ডিএসপি পদে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু এদিনের চমকের ঝুলি এখানেই শেষ নয়। কিছুক্ষণ আগে সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত থেকে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন ফ্রিডম ট্রফির রেপ্লিকা। সবার অজান্তে সেই রেপ্লিকাটিও রিচার হাতে উপহার হিসেবে তুলে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানালেন, রিচার এই সাফল্য বাংলা তথা ভারতের গর্ব। বাংলায় এমন প্রতিভা জন্মায়, এটাই রাজ্যের সবচেয়ে বড় অহঙ্কার। রিচার মতো মেয়ে পুরো প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে বলে তাঁর বিশ্বাস। সিএবির তরফে এদিন রিচাকে আরও দেওয়া হল ৩৪ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার এবং সোনার ব্যাট। স্পটলাইটে দাঁড়িয়ে রিচা নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে রাখলেও তাঁর চোখ-মুখের হাসি বলে দিচ্ছিল এই স্বীকৃতি তাঁর কাছে কতটা মূল্যবান। ২০২৫ সালে ভারতের মহিলা দলের বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। তাঁর ব্যাটিংয়ের আগ্রাসন ও দৃঢ়তায় ভারত পেয়েছিল সেই বহুল প্রতীক্ষিত ট্রফি। আর সেই সাফল্যেই আজ বাংলা তাঁর দিকে গর্বের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ইডেনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে রিচা বললেন, বাংলার মানুষের ভালোবাসা তাঁর আসল শক্তি। তিনি মনে করিয়ে দিলেন যে এই যাত্রা তাঁর একার নয়, পরিবারের সমর্থন, কোচিং স্টাফ এবং ক্রিকেটীয় পরিকাঠামোই তাঁকে আজকের জায়গায় এনেছে। আর এই সম্বর্ধনা তাঁকে আরও বড় দায়িত্ব দিয়েছে দেশ ও রাজ্যের হয়ে আরও উজ্জ্বল পারফরম্যান্স উপহার দেওয়ার। ইডেনের উৎসব, আলোর ঝলক, জনতার করতালি আর তারার সমাবেশ-সব মিলিয়ে এই সন্ধ্যা যেন চিরস্মরণীয়। বাংলার সোনার মেয়ে রিচা ঘোষের সম্মাননা শুধু এক ব্যক্তির সাফল্যের গল্প নয়, বরং বাংলা ক্রিকেটের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। ২০২২। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সদ্য বিসিসিআই সভাপতি পদ ছেড়েছেন। সব ঠিক থাকলে সে বছর আইসিসির প্রেসিডেন্ট পদে বসতে পারতেন তিনি। কিন্তু কোনও এক অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে সেটা হয়নি। বিসিসিআইয়ের সম্মতি না মেলায় আইসিসি-র চেয়ারম্যান পদে লড়তেই পারেননি বাংলার মহারাজ। পরিবর্তে তারপর বিশ্ব ক্রিকেট সংস্থার চেয়ারম্যান হন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ। যা নিয়ে আজও আক্ষেপ যায়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেবছর সৌরভ বিসিসিআই সভাপতি পদ ছাড়ার পর থেকেই তাঁর আইসিসি প্রধান হওয়া নিয়ে জল্পনা ছিল। শোনা যাচ্ছিল, যদি বিসিসিআই আইসিসির নির্বাচনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সৌরভই প্রার্থী হবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও কেন্দ্র সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন, যাতে সৌরভকে আইসিসিতে পাঠানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেবার আইসিসির নির্বাচনে অংশ নেয়নি বিসিসিআই।

এস আই আর উদ্বেগে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা অভিষেকের

বিশেষ কমিটি গঠন

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ এস আই আর উদ্বেগে রাজ্য জুড়ে একের পর এক প্রাণহানির অভিযোগ সামনে এসেছে। তার প্রতিবাদে ইতিমধ্যে পথে নেমে মিছিল করেন মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার একটি বিশেষ কমিটি গঠন করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ওই কমিটির সদস্যরা এসআইআর ' মৃতদের পরিবারের কাছে যাবেন। আর্থিক সাহায্যেরও বন্দোবস্ত করা হবে। শনিবার মোট পাঁচটি স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন তৃণমূল নেতানেত্রীরা। গত ২৮ অক্টোবর, আগরপাড়ায় নিজের বাড়ি থেকে প্রদীপ কর নামে এক প্রৌঢ়ের দেহ উদ্ধার হয়। সুইসাইড নোটও পাওয়া যায়। ওই নোটেই উল্লেখ ছিল এসআইআর 'আতঙ্কে'র কথা। তাঁর মৃত্যুর পর 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর' স্লোগান উঠেছে আগেই। এদিন তাঁর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করার কথা সামিরুল ইসলাম এবং পার্থ ভৌমিকের। টিটাগড়ে মৃত কাকলি সরকারের পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করার কথা শশী পাঁজা এবং তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। এদিন বিকেল চারটে নাগাদ স্বজনহারা পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তাঁরা।গত ৩ নভেম্বর ডানকুনি পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নজরুলপল্লির বাসিন্দা হাসিনা বেগমের মৃত্যু হয়। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় আতঙ্কে ভুগছিলেন ষাটোর্ধ্ব ওই মহিলা। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করার কথা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সুদীপ রাহার। এস আই আর ' হুগলির শেওড়াফুলিতে মৃত মহিলার পরিবারের সঙ্গে এদিন দেখা করবেন জয়া দত্ত-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। এছাড়া উলুবেড়িয়ার খলিসানির বাসিন্দা তিরিশের যুবক নিহত জাহির মালের পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে যাবে

তৃণমূল প্রতিনিধি দল। অরূপ চক্রবর্তী-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব স্বজনহারাদের সঙ্গে দেখা করবেন। বলে রাখা ভালো, বারবার তৃণমূলের তরফে এস আই আর-কে হাতিয়ার করে বাংলায় ভয়ের পরিবেশ তৈরির চেষ্টার অভিযোগ তোলা হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের দপ্তর ঘেরাওয়ের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রাণহানি যেন লেগেই রয়েছে বলে দাবি শাসক শিবিরের। এসআইআর ' রাজ্যে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। তা নিয়ে রাজনৈতিক তরজাও কম হচ্ছে না। শাসকদলের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে বহু ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে বিজেপি নেতাদের ' ভাষণই এসব মৃত্যুর কারণ। আর বিজেপির পালটা অভিযোগ, তৃণমূল ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে। তবে এসব রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে শনিবার স্বজনহারা পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে বিশেষ কমিটি গড়ে দিয়েছেন দলনেতাদের নিয়ে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আর নির্দেশ পাওয়ামাত্রই কাজে নেমে পড়েছে তাঁর টিম। টিটাগড়ে মৃত কাকলি সরকারের বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা, বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, সাংসদ পার্থ ভৌমিকরা। পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল অর্থ।

পাকিস্তানের পরমাণু ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিতে চাননি ইন্দিরা! বিস্ফোরক প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ গত শতকের আটের দশক। পাকিস্তানের কাহুতা পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা করতে পারত ভারত ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী। বোমার আঘাতে যদি সেদিন পাক পরমাণু ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়া যেত বহু সমস্যার সমস্যার হতে পারত। কিন্তু হয়নি ইন্দিরা গান্ধীর অনুমতি না মেলায়। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ প্রাক্তন সিআইএ আধিকারিক রিচার্ড বার্লোর। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া এক সাক্ষাকারে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সরকারের বাইরে ছিলাম। মনে হয. এটা হযতো আমি সরকারের বাইরে থাকাকালীনই ঘটেছিল। আমি এটার কথা কোনও এক সময় শুনেছিলাম। ব্যাপারটা লজ্জার, কেননা ইন্দিরা গান্ধী এতে সম্মতি দেননি। দিলে বহু সমস্যার সমাধান হতে পারত। রিপোর্ট অনুসারে, ভারত ও ইজরায়েল পাকিস্তানের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যাতে কোনওভাবেই পাকিস্তান পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত গবেষণায় এগোতে না পারে। কিন্তু

তকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সবুজ সংকেত না দেওয়ায় বিষয়টা আর এগোয়নি। তবে কেবল তিনিই নয়, তকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগনও ছিলেন এই ধরনের হামলার বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে রিচার্ড বলছেন, আমার মনে হয় এমন কিছু করলে রেগান মেনাখেম বেগিনের হাত কেটে নিতেন। তাঁর কথা থেকে স্পষ্ট, সেই সময় আমেরিকা দক্ষিণ এশিয়ায় কোনও ধরনের সামরিক উত্তেজনার বিরুদ্ধে ছিল। অন্যদিকে সেই সময় চলছে ঠান্ডা যুদ্ধ। আফগানিস্তানে রুশ ঘাঁটিতে হামলা চালাতে পাকিস্তানকে দরকারও ছিল আমেরিকার। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন কিছু করার বিরুদ্ধে থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। রিচার্ডের এহেন মন্তব্যে নতুন করে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনৈতিক পরিমণ্ডে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন মন্তব্যে নতুন করে প্রমাণ হল দক্ষিণ এশীয় রাজনীতিতে আমেরিকা ও পশ্চিমি বিশ্বের প্রভাব কতটা! যদিও নয়াদিল্লি এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি এখনও পর্যন্ত। নীরব ইজরায়েলও।

এসএসসি নিয়োগ মামলায় পার্থদের বিরুদ্ধে এবার রাজসাক্ষী এক আধিকারিক?

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে এবার আরেক অভিযুক্ত এসএসসির এক আধিকারিককে রাজসাক্ষী করার কথা ভাবছে সিবিআই। আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার বিচারপর্বেও এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, এর আগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছেন তাঁরই জামাই। এবার সিবিআইয়ের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এক অভিযুক্তকেও সিবিআই রাজসাক্ষী করার কথা ভাবছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন বিচারক সিবিআইকে প্রশ্ন করেন, সমরজিৎ আচার্যকে কি রাজসাক্ষী করবেন? সিবিআইয়ের আদালতের বিশেষ আইনজীবী জবাব দেন, দেখছি। সূত্রের খবর, এসএসসি-র আধিকারিক সমরজি আচার্য এই মামলায় অভিযুক্তদের একজন। তবু মামলার স্বার্থে তাঁকে রাজসাক্ষী করার কথা ভাবছে সিবিআই। এদিন বিচারপর্বে সাক্ষ্যদান করেন অষ্টম সাক্ষী। সোমবার পর্যন্ত এই সাক্ষ্যদান চলবে। এর পর আদালতের নির্দেশে জেল থেকে মুক্তি পেতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ এখন একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে সূত্রের খবর, পার্থ মুক্তি পাওয়ার পর বাড়িতেই যেতে চান। এদিন আদালতে সাক্ষ্যদান করেন এসএসসির এক আধিকারিক, যিনি কম্পিউটার অপারেটরদের সুপারভাইজার ছিলেন। সাক্ষ্যদানে ওই ব্যক্তি জানান, তিনি এজেন্ট প্রদীপ সিংকে চিনতেন ছোট্টু নামে। উল্লেখ্য, প্রসন্ন রায়ের ঘনিষ্ঠ ছিল প্রদীপ। প্রদীপ তথা ছোটুই সমরজিৎ আচার্যকে প্রার্থীদের তালিকা মেল করে পাঠাতেন। ওই তালিকা সমরজিৎ ওই সাক্ষীকে ফের পাঠান। ওই তালিকাটি আদালতে সাক্ষীকে দেখানোও হয়। এ ছাড়াও যেদিন বোর্ড থেকে নিয়োগপত্র এসএসসির দফতরে প্রার্থীদের বিলি করতে পাঠানো হয়, সেদিন এসএসসির প্রাক্তন কর্তা শান্তিপ্রসাদ সিংহ সাক্ষীদের প্রদীপ সিংয়ের নম্বর দেন। চাকরিপ্রার্থীদের তরফ থেকে কোনও গোলমাল বা সমস্যা যদি হয়, সঙ্গে সঙ্গে যাতে প্রদীপ বা ছোটুকে ফোন করা হয়, এমনই নির্দেশ দেন শান্তিপ্রসাদ।

লালুর ভয় দেখিয়ে জিততে চান মোদি'! বিস্ফোরক প্রশান্ত কিশোর

নয়াদিল্লি, ৮৮ নভেম্বর ঃ প্রথম দফার নির্বাচন শেষ বিহারে। বিহারে প্রথম দফায় ভোট পড়েছে ৬৪.৬ শতাংশ! রাজনৈতিক দলগুলি অঙ্ক কষতে ব্যস্ত। এরমাঝেই ফের মুখ খুলেছেন প্রাক্তন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর। তাঁর দাবি, লালু প্রসাদ যাদবের ভয় মানুষের মনে ঢুকিয়ে জিততে চাইছেন নরেন্দ্র মোদি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এই কথা বলেছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করে প্রশান্ত কিশোর বলেন, বিহারের ভোটারদের মধ্যে লালু প্রসাদ যাদবের ভয় ঢোকানোর চেষ্টা করছে বিজেপি। এর মাধ্যমেই বিহারের ভোট বৈতরণী পার করার চেষ্টা করছেন মোদি। কিশোরের দাবি, বিহারের মানুষ এবার নতুন বিকল্প খুঁজছেন। সেই বিকল্প জন সুরজ। কিশোর বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আরজেডির ভয় দেখিয়ে ভোট পেতে চাইছেন কারণ তাঁর আর কিছু বলার নেই। গত কয়েক দশক ধরে, এনডিএ, বিজেপি এবং নীতিশ কুমারের ভোট পাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হল লালুর ভয় দেখানো যাতে মানুষ বলতে পারে যে, কাজ শেষ হোক বা না হোক, অন্তত ' ফিরে আসেনি। তাঁর দাবি, কিন্তু এবার পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। যদি আপনি বলেন জঙ্গলরাজ ফিরে আসা উচিত নয়, তাহলে আপনি (এনডিএ) কেন?

ফলপ্রকাশ এসএসসির, নতুন ওয়েবসাইট কমিশনের

নিজস্ব সংবাদাতা, কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ ক্র্যাশ করেছে সার্ভার। ফলাফল দেখতে পারছেন না চাকরিপ্রার্থীরা। সেই সমস্যা মেটাতে আসরে নামল স্কুল সার্ভিস কমিশন। চাকরিপ্রার্থীদের সুবিধার্থে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। wbsschelpdesk.com-এই নতুন ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পারবেন তাঁরা। পদ্ধতি একই থাকছে বলে জানা গিয়েছে। পরীক্ষার আড়াই মাসের মধ্যে শুক্রবার রাতে একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। যদিও রাতেই সার্ভার ক্র্যাশ করায় পরীক্ষার্থীরা ফল দেখতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। অল্প সময়ের জন্য ওয়েবসাইটি খুলছে বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। গোটা ঘটনায় দুশ্চিতায় পড়েন তাঁরা। এরপরই তাঁদের জন্য নতুন ওয়েবসাইট খুলল কমিশন। এবার একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগে মোট ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি। আবেদন করেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। মোট ৬০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। ফলপ্রকাশ হয়েছে। এবার মেধাতালিকার ভিত্তিতে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে চাকরিপ্রার্থীদের।এসএসসির এক আধিকারিক জানান, একাদশ-দ্বাদশের ৩৬টি বিষয়ের উত্তরপত্র আপলোড করা হবে ওয়েবসাইটে। এসএসসির প্রধান কার্যালয়ে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এসএসসির আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার পর সুপারিশপত্র পাঠানো হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হলে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হতে পারে। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলভুক্ত ২৫,৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। নতুন শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে হবে ও সেই পরীক্ষায় একমাত্র যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বসতে পারবেন বলে দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল। আদালতের নির্দেশ মেনে চলতি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের নির্বিঘ্নে পরীক্ষা নেয় এসএসসি। সেই পরীক্ষার একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশিত হবে।

বিজেপি সভাপতি নির্বাচন নিয়ে জল্পনায় পূর্ণচ্ছেদ, বিহার ভোটের পরই ঘোষণা হবে নতুন নেতৃত্ব

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে যে জল্পা তুঙ্গে উঠেছিল, তাতে কার্যত জল ঢেলে দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। বেশ কয়েকদিন ধরেই আলোচনা চলছিল যে আরএসএসের সঙ্গে মতভেদের কারণে বিলম্ব হচ্ছে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন। কিন্তু শুক্রবার সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রাজনাথ সিং স্পষ্ট জানান, সংঘাতের কোনও প্রশ্নই নেই, আর নির্বাচন নির্ধারিত সময়মতোই হবে। তাঁর কথায়, বিহার বিধানসভা নির্বাচন শেষ হতেই বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের ঘোষণা করে দেওয়া হবে। গত কয়েক সপ্তাহে বিজেপির ঘরোয়া রাজনীতিতে নানা গুঞ্জন দানা বাঁধছিল। এমনও দাবি উঠেছিল যে আরএসএস নাকি বিজেপির নতুন সভাপতি নিয়ে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সেই মতামতকে বিজেপি নেতৃত্ব গুরুত্ব দিচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে শোরগোল আরও বেড়ে যায় যখন শোনা যেতে থাকে যে আরএসএসের সঙ্গে মতাদর্শগত অমিল তৈরি হওয়ায় সভাপতি নির্বাচন আটকে গেছে। তবে রাজনাথ সিংয়ের বক্তব্য পরিস্থিতিকে একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তিনি জানান, বিজেপির সভাপতি নির্বাচন নিয়ে আরএসএসের কোনও ভূমিকাই নেই। তারা কখনও রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। আর এই জল্পনা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। বিজেপির সংবিধান অনুযায়ী সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচনের জন্য ৩৭টি সাংগঠনিক রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে ১৯টির কমিটি নির্বাচিত হওয়া বাধ্যতামূলক। এ বছর সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। তবুও কেন চূড়ান্ত ঘোষণা বিলম্বিত হচ্ছে, তা নিয়েই সন্দেহ ঘনীভূত হয়েছিল বিরোধী মহলে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছিলেন, দলের ভিতরেই কি মতবিরোধ তীব্র হয়েছে। কিন্তু প্রতিরক্ষামন্ত্রীর মন্তব্যে বোঝা গেল বিষয়টি পুরোপুরি সংগঠনের সময়সূচির উপর নির্ভর করছে। তিনি আরও জানান, অযথা এই বিষয়ে জলঘোলা করার কোনও প্রয়োজন নেই। বিহার ভোট শেষ হলেই সভাপতি নির্বাচন সম্পন্ন হবে। বর্তমানে দলের সভাপতি পদে রয়েছেন জেপি নাড্ডা। তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনার শেষ নেই। বিজেপির ভেতরেও নানা নামে আলেড়ন রয়েছে। সূত্রের দাবি, এবারে দল নেতৃত্বে এক বড় পরিবর্তনের পথে হাঁটতে পারে। বিজেপি নাকি ভাবছে একজন মহিলাকে সর্বভারতীয় সভাপতি করা যায় কি না। আরএসএসও নাকি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। তবে কেবলমাত্র মহিলা হলেই হবে না, আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হবে সম্ভাব্য প্রার্থীর। প্রথমত, তাঁকে দক্ষিণ ভারতের হতে হবে। কারণ বিজেপি উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করলেও দক্ষিণে এখনও লড়াই কঠিন। দাক্ষিণাত্যে সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর ভূমিকা নেবে বলে মনে করছে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য সভাপতির হিন্দি ভাষায় দখল থাকা বাধ্যতামূলক। উত্তর ভারতের রাজনীতিতে হিন্দি একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের ভাষা, এবং দলের কেন্দ্রীয় প্রচার ব্যবস্থাতেও হিঃদির ভূমিকা অপরিসীম। এই সমস্ত শর্ত মিলিয়ে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এখন এগিয়ে রয়েছেন তিনজন প্রভাবশালী বিজেপি নেত্রী। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর দৃ। উপস্থিতি এবং আর্থিক নীতির দায়িত্ব সামলানোর অভিজ্ঞতা তাঁকে অন্যতম শক্তিশালী প্রার্থী করে তুলেছে। দ্বিতীয় নামটি হল অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি এবং বর্তমান সাংসদ ডি পূর্ণেশ্বরী। দলীয় সংগঠন ও দক্ষিণ রাজনীতিতে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা তাঁকে দৌড়ের অন্যতম মুখ করে তুলেছে। তালিকার তৃতীয় নামটি তামিলনাড়ুর নেত্রী ভনথি শ্রীনিবাসন। তিনি বিজেপির মহিলা মোর্চার প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি এবং বর্তমানে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য। দক্ষিণ ভারত জুড়ে তাঁর প্রভাব এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠন গড়ে তোলার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই দৌড়ের অন্যতম যোগ্য দাবিদার করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বিজেপির এই সভাপতি নির্বাচন শুধু দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা পদবদলের বিষয় নয়, বরং দলের ভবিষ্য কৌশল নির্ধারণের অন্যতম ব। পদক্ষেপ। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে নিজের শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা বিজেপির দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই মহিলা নেতৃত্ব ও দক্ষিণী মুখকে সামনে আনার চেষ্টা হতে পারে।জল্পনার পর্দা নামানোর দায়িত্ব রাজনাথ সিংই নিলেন। তাঁর স্পষ্ট মন্তব্যের পর এখন নজর বিহার বিধানসভা

জি ২০ সম্মেলনে যাচ্ছেন না ট্রাম্প! 'স্বঘোষিত বিশ্বগুরু এবার নিশ্চয়ই যাবেন', মোদিকে খোঁচা কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ আগামী ২২ ও ২৩ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বসবে জি২০ সম্মেলনের আসর। আর তাতে যোগ দেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে খোঁচা কংগ্রেসের। হাত শিবিরের দাবি, 'স্বঘোষিত বিশ্বগুরু' এবার তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেখানে যাবেন। আসলে গত অক্টোবরে কুয়ালালামপুরে আসিয়ান বৈঠকে সরাসরি যোগ দেননি মোদি। ভার্চুয়ালি অংশ নিয়েছিলেন। মনে করা হয়, ট্রাম্পের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই অরাজি ছিলেন তিনি। এদিন সেই প্রসঙ্গেই কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করে দিয়েছেন আগামী ২২-২৩ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় হতে চলা জি২০ সম্মেলনে তিনি থাকছেন না, আমরা নিশ্চিত স্বঘোষিত বিশ্বগুরু সশরীরে ওখানে পৌঁছবেন।' এরপর তিনি লেখেন, 'কখনও না কখনও, কোথাও না কোথাও' অর্থাৎ কখনও না কখনও ট্রাম্পের সঙ্গে মোদিকে সাক্ষাৎ করতেই হবে বলে কটাক্ষ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে যতগুলি জি২০ সম্মেলন হয়েছে, ব্রিসবেন, হামবুগ্র, বালি, রোম, নয়াদিল্লি-সহ সবগুলিতেই অংশ নিয়েছেন মোদি। এবার তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাচ্ছেন বলেই সূত্রের দাবি। এমতাবস্থায় কংগ্রেসের খোঁচা তাঁকে।

কিন্তু ট্রাম্প কেন যাচ্ছেন না? মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়ে দিয়েছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ কৃষকদের উপরে হওয়া 'মানবাধিকার বিরোধী নিগ্রহে'ক প্রতিবাদেই তিনি সেখানে যাচ্ছেন না। এর আগে আসিয়ান বৈঠকে অবশ্য তিনি যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সম্মেলনে যাননি মোদি। যোগ দিয়েছিলেন অনলাইনে। জানিয়েছিলেন, দেশে চলতে থাকা দিওয়ালির উসবের কারণেই তিনি সশরীরে বৈঠকে যোগ দেননি। অক্টোবরে হওয়া আসিয়ান বৈঠকের মাঝেই থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়ার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরেই পাক-আফগান যুদ্ধ দ্রুত থামানোর প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। পাশপাশি দরাজ সার্টিফিকেট দেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনা প্রধান আসিম মুনিরকে। দু'জনকেই ' মানুষ' বলেন ট্রাম্প। রত-পাক দ্বন্দ্ব সমাধানের কৃতিত্বও নেন। এদিকে

নির্বাচন কমিশনের প্রত্যক্ষ মদতে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ঢুকিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটে জিতেছে গেরুয়া শিবির। লোকসভা ভোট ছাড়াও হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র বিধানসভার ভোটে ভুয়ো ভোটারের সাহায্যেই রাজ্য দখল করেছে বিজেপি। বারবার এমনই অভিযোগ করে আসছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। সম্প্রতি হরিয়ানায় ভুয়ো ভোটারের প্রমাণ দিতে গিয়ে ব্রাজিলীয় এক মডেলের উদাহরণ টেনে আনেন তিনি। হরিয়ানার বাইশটি বুথে ওই ব্রাজিলীয় মডেলের ভোট রয়েছে বলে অভিযোগ করেন। বিজেপি যে ভুয়ো ভোটারের সাহায্যেই ভোটে জিতছে তা তরুণ প্রজন্ম অর্থাৎ জেন জি-কে জানাতে চান বলেও জানান রাহুল। অন্যদিকে যে ব্রাজিলীয় তারকার উদাহরণ দেন রাহুল, তিনি কখনওই ভারতে ভোট দিতে আসেননি। যে ভোটারের বদলে ওই ব্রাজিলীয় মডেলের ছবি দেওয়া হয়েছিল তিনি তিন বছর আগেই মারা গিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ভুয়ো ভোটার এবং নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তুলে বিগত কয়েক মাসে একাধিকবার সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, কর্নাটক, হরিয়ানায় লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটারের ভোটে জিতেছে বিজেপি। এবার রাহুল আরও এক ধাপ এগোলেন। সরাসরি নিশানায় নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। ' চুরি করেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি'- এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন তিনি। রাহুলের দাবি, গত বছর হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ব্যাপক ভোট কারচুপি করেছে। সেই অভিযোগকে তিনি তুলনা করেছেন ' বোমা'র মতো বিস্ফোরক বলে! একই সঙ্গে রাহুল বলেন, আমরা দেশের তরুণ প্রজন্মকে অর্থাৎ জেন জি-কে দেখাব, কীভাবে বিজেপি 'ভোট চুরি'-র মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন চুরি করা ভোটে। রাহুলের দাবি, হরিয়ানার মোট ২ কোটি ভোটারের মধ্যে প্রায় ২৫ লক্ষ ভোটই ভুয়া।

জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা দেবেন গাভাস্কার

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ ১৩ নভেম্বর কলকাতায় জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা দেবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছেন অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হবেন গাভাস্কার।ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি আইকনিক ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ করে তুলতে, সিএবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ২০১৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কিছু ক্রিকেট তারকাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাতে বিসিসিআইয়ের আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০১৫ সালে প্রয়াত সিএবি, বিসিসিআই এবং আইসিসির প্রাক্তন প্রধান ডালমিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।উল্লেখ্য,এর আগে জল্পনা ছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রশাসক ডঃ আলী বাচার বক্তৃতার শিরোনাম হতে পারেন, তবে, অভিজ্ঞ প্রশাসকের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তিনি আসতে পারছেন না।

দিল্লির বাতাসের গুণগতমান খুবই খারাপ, একিউআই পৌঁছল ৩২২-এ

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ কমছেই না, উল্টে বেড়েই চলেছে। শনিবার সকালে দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান পৌঁছল ৩২২-এ। যা অত্যন্ত অস্বস্তিকর পর্যায়ের মধ্যেই পড়ে। এদিন সকালে দিল্লির পালাম এলাকাকে রীতিমতো গ্রাস করে বিষাক্ত ধোঁয়া। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অনুসারে, এদিন এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩২০, যা 'অত্যন্ত খারাপ' পর্যায়ে ছিল।এদিন সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট এলাকায় এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩২২। চারিদিক ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। বায়ুদূষণের জেরে দিল্লিতে অসুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে। এখনও শীত সেভাবে পড়েনি, তার আগে এই দূষণে নাজেহাল অবস্থা রাজধানীতে।

তামিলনাড়ুর ৭ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি, ৪ জেলায় জারি হলুদ সতর্কতা

চেন্নাই, ৮ নভেম্বর ঃ দক্ষিণ ভারতে নিম্নচাপের কারণে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও কারাইকালের ৭ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত ৮-১৩ নভেম্বর পর্যন্ত হতে পারে।শনিবার আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে , কন্যাকুমারী, তিরুনেলভেলি, তেনকাসি ও থুথুকুড়ি-র জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়াও রামনাথপুরম, তিরুভাল্লুর ও চেন্নাইসহ মোট ৭ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বিকেল ও রাতে উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ অঞ্চলে কিছু স্থানে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তিরুনেলভেলি ও কন্যাকুমারিতে রবিবারও বৃষ্টি হতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোৎসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে দেশ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিত্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহণ করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দুরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারের ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজে কলমে ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দুর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেন্টকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কপোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারী বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে দেশের সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ রয়েছে যারা কাজ শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিডের কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের এই পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ ।

প্রতিটি ভারতীয় বন্দে ভারত ট্রেনের প্রতি গর্বিত ঃপ্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ৮ নভেম্বর ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার সকালে উত্তর প্রদেশের বারাণসী স্টেশন থেকে ৪টি নতুন বন্দে ভারত ট্রেনের যাত্রার শুভ সূচনা করেছেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এখন বন্দে ভারত, নমো ভারত ও অমৃত ভারতের মতো ট্রেনগুলি ভারতীয় রেলের পরবর্তী প্রজন্মের ভিত্তি স্থাপন করছে। এটি ভারতীয় রেলপথকে রূপান্তরিত করার একটি সম্পূর্ণ অভিযান। বন্দে ভারত ভারতীয়দের জন্য, ভারতীয়দের দ্বারা এবং ভারতীয়দের জন্য তৈরি একটি ট্রেন। প্রতিটি ভারতীয় এতে গর্বিত।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বিকশিত ভারতের জন্য ভারত যেভাবে নিজস্ব সম্পদ উন্নত করার অভিযান শুরু করেছে, তাতে এই ট্রেনগুলি একটি মাইলফলক হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে পরিকাঠামো কাজ করেছে। যেসব দেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাদের অগ্রগতির পেছনে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন একটি প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, এখন ভারতও এই পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এই লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন বন্দে ভারত ট্রেন চালু করা হচ্ছে।

কেরন সেক্টরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, দুই জঙ্গি নিহত

শ্রীনগর, ৮ নভেম্বর ঃফের সন্ত্রাসবাদীদের ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল সুরক্ষা বাহিনী। অনুপ্রবেশ বানচাল করে দেওয়ার পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারার কেরান সেক্টরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কুপওয়ারার কেরন সেক্টরে তল্লাশি অভিযানে যায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন পিম্পল। কেরন সেক্টরে পৌঁছে যৌথ বাহিনী জঙ্গিদের উপস্থিতি টের পায়। তখনই তাদের রুখতে পদক্ষেপ নেয় নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ।গুলি করে নিকেশ করা হয় দুই জঙ্গিকে। যদিও কেরন সেক্টরে তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশ্তওয়ারের ছত্রু দুর্গম এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলে নিরাপত্তা বাহিনীর। এদিন নিকেশ হওয়া দুই জঙ্গির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশদে জানায়নি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।

লালকৃষ্ণ আডবাণীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

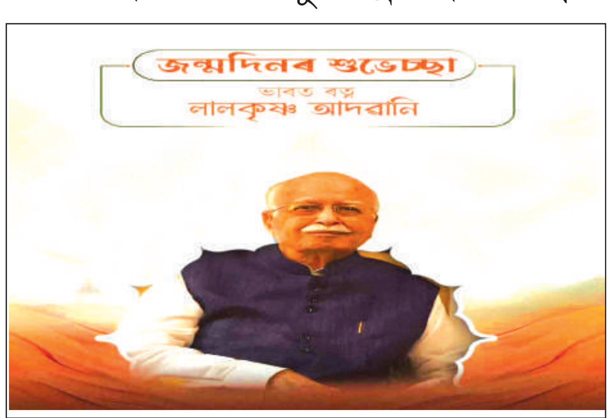

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর ঃ ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রথমসারির ব্যক্তিত্ব তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা ভারতরত্ন লালকৃষ্ণ আডবাণীকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।নিজের অফিসিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে বিজেপির প্রবীণ নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা লিখেছেন, ' আমাদের সকলের পথপ্রদর্শক এবং প্রেরণা। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উৎকৃষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে নতুন শিখরে নিয়ে গেছেন। তিনি সর্বদা দলীয় কার্যকর্তাদের অনুপ্রাণিত করে আসছেন।'ড. শর্মা লিখেছেন, 'আডবাণী-জির অবদান, দলের প্রতিষ্ঠা থেকে জনসেবার মাধ্যমে সংগঠন গঠন পর্যন্ত অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয়। আডবাণী-জির দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য মা কামাখ্যা এবং মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।'

১ ডিসেম্বর থেকে শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন, চলবে ১৯ তারিখ পর্যন্ত

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর ঃ আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। শনিবার সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১ ডিসেম্বর থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আহ্বানের সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন।সংসদের আসন্ন শীতকালীন অধিবেশন প্রসঙ্গে কিরেন রিজিজু আরও জানান, আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এমন একটি গঠনমূলক ও অর্থবহ অধিবেশনের প্রত্যাশা করছি।

হাঙ্গেরিকে রাশিয়ান তেলের নিষেধাজ্ঞা থেকে বিশেষ ছাড়ের ইঙ্গিতে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর ঃ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাঙ্গেরিকে রাশিয়ান তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থেকে এক বছরের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুক্রবার (ভারতীয় সময় অনুসারে শনিবার) হাঙ্গেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের হোয়াইট হাউস সফরের সময় এই ঘোষণা করেন।ট্রাম্প বলেছেন, হাঙ্গেরি সমুদ্রবিহীন দেশ হওয়ায় বিকল্প তেল খুঁজে পাওয়া কঠিন। হোয়াইট হাউস পরে নিশ্চিত করেছে, ছাড়টি সীমিত সময়ের জন্য প্রযোজ্য। অরবান দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি এটিকে রাজনৈতিক নয়, বরং বাস্তব সমস্যা হিসেবে দেখছেন। এদিন ট্রাম্প ও ভিক্টর ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেছেন, যেখানে ট্রাম্প মনে করেন, হাঙ্গেরি-পুতিনের সম্পর্ক শান্তি আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ জ্বালানি নিরাপত্তা, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে জটিল ভারসাম্য প্রতিফলিত করছে।

শিলচরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কড়া পদক্ষেপ প্রশাসনের, অবৈধ পার্কিঙের বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযানঃপুর কমিশনার

শিলচর (অসম), ৮ নভেম্বর ঃ শিলচর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় অবৈধ পার্কিং রুখতে যৌথ অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছেন পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। রাঙ্গিরখাড়ি পয়েন্ট থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ রোড পর্যন্ত রাস্তাজুড়ে নির্বিচারে গাড়ি দাঁড় করানোর অভিযোগে পুরনিগম এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় অবিন্যস্তভাবে পার্ক করা যানবাহনগুলির দরুন রোগী, সহযাত্রী এবং জরুরি পরিষেবার যানবাহন বেজায় অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও জানিয়েছে, এ ধরনের বেপরোয়া পার্কিংয়ের দরুন অ্যাম্বুলেন্স চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং পিক-আওয়ারে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে।সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে জেলা পরিবহণ বিভাগ (ডিটিও), পুলিশ এবং শিলচর পুর নিগমের আধিকারিকদের সমন্বয়ে এক যৌথ অভিযান চালানো হবে। নিষিদ্ধ এলাকায় বা হাসপাতাল সংলগ্ন সড়কে পার্ক করা গাড়ি-মালিকদের বিরুদ্ধে জরিমানা বা অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।অবৈধ পার্কিং প্রসঙ্গে পুরনিগমের কমিশনার সৃষ্টি সিং গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ' প্রবেশপথে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সামনে অবৈধ পার্কিং কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। কারণ এটি সরাসরি জরুরি পরিষেবাকে প্রভাবিত করে। আমরা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করব এবং প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক জরিমানা আরোপ করা হবে।'তিনি আরও বলেন, ' প্রধান প্রধান হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তাগুলি যেন কোনও বাধা ছাড়াই খোলা থাকে, সেটিই আমাদের লক্ষ্য। এটি শুধুমাত্র শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নয়, নাগরিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এক প্রচেষ্টা। প্রত্যেক নাগরিকেরই বোঝা উচিত, তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য অন্যের জরুরি অবস্থাকে বিঘ্নিত করা অন্যায়।' পুর কমিশনার নাগরিক মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেস ব্যবহার করে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলেন।বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় শিলচর থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

হারাঙ্গাজাওয়ের জলপ্রপাতে নেমে সন্ধানহীন শিলচর এনআইটির দুই ছাত্রী ও এক ছাত্র

হাফলং (অসম), ৮ নভেম্বর ঃ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত হারাঙ্গাজাওয়ের বেড়াতে এসে জলে ডুবে সন্ধানহীন হয়ে গিয়েছেন শিলচর এনআইটির দুই ছাত্রী এবং এক ছাত্র।ডিমা হাসাও জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, শনিবার শিলচর এনআইটির প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রী ও এক ছাত্র হারাঙ্গাজাওয়ে বেড়াতে এসেছিলেন। হারাঙ্গাজাওয়ে এসে তাঁরা পার্শ্ববর্তী বাহরুক জলপ্রপাতে যান। সেখানেই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তবে জলপ্রপাতে পড়ে সন্ধানহীন দুই ছাত্রী ও এক ছাত্রের নাম এখনও জানা যায়নি, জানান এএসপি।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, তিন ছাত্রছাত্রীর জলে ডুবে সন্ধানহীন হওয়ার খবর পেয়ে হারাঙ্গাজাও থানার ওসি লক্ষ্মীন্দ্র শইকিয়ার নেতৃত্বে পুলিশ এবং এসডিআরএফ-এর এক দল ঘটনাস্থলে যায়। তাঁরা জলপ্রপাতে সন্ধানহীন শিলচর এনআইটির দুই ছাত্রী ও এক ছাত্রকে উদ্ধার করতে অভিযান শুরু করেছেন।এদিকে জানা গেছে, এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শিলচর এনআইটি থেকে একটি দল হারাঙ্গাজাওয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে।

টাকা নিন, কিন্তু ভোট দেবেন না, বিহারের জনগণকে পরামর্শ প্রিয়াঙ্কার

ভাগলপুর, ৮ নভেম্বর ঃ বিহারের জনগণকে অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি বলেন, বিজেপির লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিন, কিন্তু ভোট দেবেন না।শনিবার ভাগলপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী মনে করেন, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ১০,০০০ টাকা দিয়ে আপনাদের ভোট পেতে পারেন। বিহারে গত ২০ বছর ধরে তাঁদের সরকার আছে, এবং তারা মহিলাদের জন্য কিছুই করেনি। তারা নিরাপত্তাও দিতে পারেনি। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ তিনগুণ বেড়েছে। তারা আপনাদের ১০,০০০ টাকা দিয়ে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করছে। টাকা নাও, কিন্তু তাদের ভোট দিও না।এদিনই বিহারের কাটিহারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, জনগণ পরিবর্তন চায়। আমি সব সভায় লক্ষ্য করেছি এবং জনগণ আমার চেয়ে বেশি কথা বলছে। জনগণ পরিবর্তন চায় তারা ক্লান্ত এবং হতাশ। মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর মতো কিছুই কাজ করছে না। জনগণ সকল দলকে তাদের ভবিষ্য এবং অগ্রগতি নিয়ে কথা বলতে বলছে।

অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল ও তাঁর কোম্পানি, তোপ অমিত শাহের

রোহতাস, ৮ নভেম্বর ঃ ভোটব্যাঙ্কের জন্য দেশের তরুণদের পরিবর্তে, অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে রাহুল গান্ধী ও তাঁর কোম্পানি। এমনটাই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের রোহতাসে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, তাঁরা (কংগ্রেস) প্রতিবারই মিথ্যা গল্প ছড়িয়েছে। রাহুল গান্ধী যাত্রা চালিয়েছিলেন, তাঁর যাত্রার বিষয় ভোট চুরি ছিল না। ভালো শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ছিল না। যাত্রার বিষয় ছিল বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানো।অমিত শাহ আরও বলেছেন, এটা ছিল রাহুল গান্ধীর 'অনুপ্রবেশকারী বাঁচাও যাত্রা'। অনুপ্রবেশকারীদের কি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত, তাদের কি বিনামূল্যে রেশন দেওয়া উচিত? অনুপ্রবেশকারীদের কি ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা, ঘর, চিকিৎসা পাওয়া উচিত? আমাদের যুবকদের পরিবর্তে, এই রাহুল বাবা এবং তাদের কোম্পানি ভোট ব্যাঙ্কের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের চাকরি দিচ্ছে। আমাদের দায়িত্ব প্রতিটি ঘরে গিয়ে তাদের বলা, যদি ভুল করেও তাদের সরকার গঠিত হয়, তাহলে বিহারের প্রতিটি জেলায় কেবল অনুপ্রবেশকারী থাকবে।

রাশিফল

মেষঃজীবনসঙ্গীকে একটি রোম্যান্টিক ডেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে অসাধারণ দিন। তবে আপনাকে নিজের আক্রমণাত্মক মেজাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে নাহলে এটি আপনার সম্পর্ক নষ্ট করে দিতে পারে। শুভদিন।

বৃষঃ আপনার প্রিয়জনের সমর্থনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন, তাই আবেগজনিত ব্যাপারে একটু হঠকারী হবেন। তবে আপনার সঙ্গীর সহায়তায় সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবে। আর্থিকভাবে, কোনও বড় সমস্যা নেই কারণ কোনও অর্থের বিনিময়েরদাবি দেখা যায় না।

মিথুনঃআপনার স্টাইল এবং রুচিবোধে সবাই মুগ্ধ হয়ে যাবে। আপনার আশেপাশের লোকজন মন্তব্য না করলেও, অবশ্যই আপনাকে লক্ষ্য করবেন। আজকের দিনটি খুবই মসৃণভাবে কাটবে।

কর্কট রাশিঃআপনার প্রেম জীবনের জন্যে আজকে একটি অসাধারণ দিন। আপনার আনন্দ হয়তো কিছু লোককে ঈর্ষান্বিত করে তুলবে, কিন্তু তারা আপনার সম্পর্কের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কাজেই তাদের পাত্তা দেবেন না। কিন্তু, আপনার সুনাম সুরক্ষিত করা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। বিবাহের যোগ

সিংহঃ আজকে আপনি স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দেবেন। শরীরচর্চার একটি রুটিন তৈরি করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে এবং সেটি মেনে চলার জন্য শৃংখলাবদ্ধ জীবন যাপন করুন। কাজের সুযোগ হবে

কন্যাঃআজকে আপনি গুরুতর আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

তুলাঃ ভাগ্যলক্ষ্মী আজকে আপনাকে একটি মিশ্র দিন এনে দেবেন, কাজেই প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত সব কিছুই ঘটতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আজকে আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসাধারণ কাজ করবে। আপনার সহজাত বাঁধের উপর ভরসা রাখুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন। কাজের চাপ যখন প্রবল বেড়ে যাবে তখন বিরতি নিন এবং হালকা গানের সাহায্যে চাপমুক্ত হোন।

ধনুঃ আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আজকে এত ভাগ্যবান হবেন যে প্রেমে পড়বেন, আবার অন্যদিকে কেউ কেউ ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে এমন তর্কে জড়িয়ে পড়বেন, যা এড়িয়ে যাওয়াই উচিত

মকরঃ যদিও তার মানে এই নয় যে আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন। আপনার যদি এখনও অজানা কোনও ভয় থাকে, তাহলে সেগুলি আপনাকে কোনও গুরুতর সমস্যার ফেলার আগেই তার সমাধান করে

কুম্ভঃআজকে আপনার মনে হবে, আপনি একজনের জায়গায় দুজন ব্যক্তি হলে ভালো হত! শেষ না হওয়া কাজের ভারে আপনি চাপা পড়ে আছেন এবং দ্বিগুণ প্রচেষ্টাও যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না।

মীনঃ সম্ভবত আপনি স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করছেন, আজকে পোশাক গায়ে আঁট হওয়ায় তা আপনি বুঝতে পারবেন। চিকিৎসার থেকে রোগপ্রতিরোধ ভালো, এই

আবহাওয়া

উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়া ধীরে ধীরে বইতে শুরু করেছে। এর প্রভাবে শীতের আমেজ ক্রমশ বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে। স্বাভাবিকের ওপরে যে তাপমাত্রা ছিল তা স্বাভাবিকের কাছাকাছি আসবে এবং বেশ কিছু জায়গায় স্বাভাবিকের নিচে নামতে পারে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী তিন-চার দিনে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রার পতন হতে পারে। আগামী সপ্তাহে কুড়ির নিচে নামতে পারে পারদ। আপাতত রৌদ্রজ্জ্বল শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সকালে হালকা কুয়াশা হতে পারে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। পার্বত্য এলাকায় কুয়াশার পরিমাণ বাড়তে পারে। আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমতে পারে।আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গেও বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই। খুব সকালে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে উপকূল ও সংলগ্ন জেলা গুলিতে। দু'দিন পর থেকে তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। আগামী ৩ থেকে ৪ দিনে অন্তত ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমার ইঙ্গিত। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৮-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে নামতে পারে তাপমাত্রা।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ১১মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ০৩।৫০মনিট। সূর্যোদয়ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০১মিনিটে হতে পারে।

সময়সীমা বয়ে যাচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন থমকে টোটোর রাশ টানতে হিমশিম হুগলি

হুগলি,৮নভেম্বরঃহুগলির রাস্তাঘাট ক্রমেই ভরে উঠছে বেআইনি টোটো আর ই রিকশার দাপটে। দুর্গাপুজোর পর পরিবহণ দপ্তর যেভাবে নিয়ন্ত্রণে লাগাম টানতে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল, তার বাস্তব প্রয়োগ এখন কার্যত ঢিমেতালে চলছে। ৯ অক্টোবর রাজ্যের নির্দেশিকা অনুযায়ী নভেম্বর মাসজুড়ে টোটো ও ই রিকশার রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে করার যে সুবিধা চালু হয়েছে, তা নিয়ে চালকদের মনোভাব আশানুরূপ নয় বলেই মনে করছেন পরিবহণ মহলের অনেকে। পরিবহণ দপ্তরের উদ্দেশ্য ছিল উসবের ভি। পেরিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে এবং টোটো ই রিকশার চলাচলে শৃঙ্খলা আনতে শহর থেকে গ্রাম-সব জায়গাতেই রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা। কিন্তু চালকদের একাংশ সরকারি নিয়ম নিয়ে এখনও যথেষ্ট নিশ্চিত নন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রেজিস্ট্রেশন ফি দেওয়ার অনিচ্ছা। ফলে, সরকারি উদ্যোগ ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। চার মহকুমা জু।ে টোটো ই রিকশার সংখ্যা লাফিয়ে বা।ছে। কিন্তু জেলা পরিবহণ দপ্তরের পর্যাপ্ত প্রচারের অভাবে বেশিরভাগ চালকই জানেন না কীভাবে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। যাঁরা জানেন, তাঁদের অনেকেই ভয় পাচ্ছেন। কারণ রেজিস্ট্রেশনের পর কোন রাস্তায় চলতে পারবেন, সেটা নিয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। চালকদের কথায়, ১৭৪০ টাকা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করলেও পরে যদি রুট সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে রুটিরুজি বিপন্ন হবে। শ্রীরামপুরের টোটো ই রিকশা শ্রমিক সংগঠনের নেতা সৌমেন দাস বলেন, রাজ্য সরকার টোটো চালকদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সংগঠনের তরফে সচেতনতার কাজও চলছে। অন্যদিকে চুঁচুড়ার টোটো চালক সংগঠনের নেতা বিনোদ হরিজন জানান, জেলা সদর এলাকায় আ।ই হাজার টোটো থাকার পরও রেজিস্ট্রেশনের গতি মন্থর। অনেক চালকই ফি দিতে পারছেন না, তাই আবেদনও করছেন না। তবে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের দাবি, অবস্থা ধীরে ধীরে পাল্টাচ্ছে। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী বলেন, বিভিন্ন ব্লক ও শহরে চালকদের সঙ্গে বৈঠক করে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। অনেকেই সাড়া দিচ্ছেন। পরিবহণ দপ্তর একটু বেশি উদ্যোগ নিলেই রেজিস্ট্রেশনে গতি আসবে। জেলা পরিবহণ দপ্তরের আরটিও শুভাশিস ঘোষ জানান, ই রিকশা ও টোটো-দুইয়ের চরিত্র আলাদা, তাই প্রচারও চলছে দুই দফায়। প্রতিদিন দু'বেলা প্রচারের ট্যাবলো রাস্তায় নামছে। ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন হাজার ই রিকশা এবং প্রায় ৯৫০টি টোটোর রেজিস্ট্রেশন আবেদন জমা পা।ছে। এখনও সময় আছে, তাই আবেদন আরও বা।বে বলেই মনে করছেন তিনি। তবে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। এই অচলাবস্থায় রাস্তায় শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ যে কতটা সফল হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। হুগলির সাধারণ মানুষের মনে এখন একটাই প্রত্যাশা, নিয়মকানুন ঠিকমতো কার্যকর হলে তবেই টোটো ও ই রিকশার বেহাল নিয়ন্ত্রণে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরবে।

চার মাসের মধ্যে জয়ন্ত সিংহের বাড়ি ভাঙার নির্দেশ হাই কোর্টের, কামারহাটি পুরসভাকে কড়া বার্তা

কামারহাটিঃকামারহাটির বিতর্কিত নির্মাণ ঘিরে নতুন মোড়। হাই কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর জয়ন্ত সিংহের বাড়ি যে অংশগুলি বেআইনি বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি চার মাসের মধ্যে ভেঙে ফেলতে হবে। দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কামারহাটি পুরসভাকে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন, এবং বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বা পরিচয় কোনও ঢাল হতে পারে না। গত কয়েক মাস ধরে জয়ন্ত সিংহের বহুতল বাড়ি নিয়ে অভিযোগ উঠছিল এলাকায়। অভিযোগ ছিল, পুরসভার অনুমতি ছাড়াই বাড়ির একাধিক তলা বিস্তৃত হয়েছে, জায়গার পরিমাণ অনুযায়ী নির্মাণসীমা অতিক্রম করা হয়েছে এবং আশপাশের বাসিন্দাদের স্বাভাবিক বসবাসে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে মামলাটি হাই কোর্টে ওঠে। আদালতের নির্দেশে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যে রিপোর্ট জমা দেয়, তাতে একাধিক নিয়মভঙ্গের উল্লেখ ছিল। চ্যালেঞ্জ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও বাধা ছাড়াই কাজ সম্পূর্ণ করা।

রাতেই ক্র্যাশ করল সার্ভার, বিপাকে পরীক্ষার্থীরা নতুন ওয়েবসাইট খুলে রেজাল্ট দেখার পথ খুলল এসএসসি

কলকাতা,৮নভেম্বরঃএকাদশ দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের বহু প্রতীক্ষিত ফলাফল প্রকাশের পর রাতারাতি তৈরি হল চরম অস্বস্তির পরিবেশ। শুক্রবার গভীর রাতে একপ্রকার দমবন্ধ হয়ে যায় সার্ভারের। চাকরিপ্রার্থীরা কেউই ঠিকমতো লগইন করতে পারছিলেন না, প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য, আবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সাইট অচল হয়ে যেত। বহু পরীক্ষা-উত্তীর্ণ প্রার্থী ক্ষোভ, দুশ্চিন্তা আর উকণ্ঠায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও নিজের প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পারেননি। সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় উত্তাপ, অভিযোগের ঝড় ওঠে প্রযুক্তিগত গলদকে কেন্দ্র করে। এই অচলাবস্থার মধ্যেই দ্রুত ব্যবস্থা নেয় স্কুল সার্ভিস কমিশন। পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে তারা রাতারাতি চালু করে দিল একেবারে নতুন ওয়েবসাইট wbsschelpdesk.com। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, পুরনো সাইটে যা পদ্ধতি ছিল ঠিক সেই নিয়মেই নতুন সাইটে লগইন করলেই দেখা যাবে মোট প্রাপ্ত নম্বর। সার্ভারের চাপ কমানো এবং পরীক্ষার্থীদের দ্রুত ফল দেখার সুযোগ করে দিতেই এই বিকল্প পথ তৈরি করেছে এসএসসি। কমিশনের এক আধিকারিক জানান, পরিস্থিতি যাতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক থাকে এবং কেউ যাতে আর ভোগান্তিতে না পানে, সেদিকে নজর রেখেই এই সিদ্ধান্ত। এবারের একাদশ দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগে শুরু থেকেই ছিল ব্যাপক আগ্রহ। মোট ১২ হাজার ৫১৪টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল কমিশন। সেই পদে আবেদন করেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন চাকরিপ্রার্থী। সম্পূর্ণ ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হয় এবং পরীক্ষার আ।াই মাস পর শুক্রবার রাতে প্রকাশ করা হয় ফলাফল। স্বাভাবিকভাবেই এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর একযোগে লগইনের চাপ সামলাতে পারেনি পুরনো ওয়েব সার্ভার। যদিও কমিশনের দাবি, খুব অল্প সময়ের ভিতরই সমস্যা কাটিয়ে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, একাদশ দ্বাদশ স্তরের মোট ৩৬টি বিষয়ের উত্তরপত্রও নতুন ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে ধাপে ধাপে। পরীক্ষার্থীরা নিজের উত্তরপত্রের সঙ্গে নম্বর মিলিয়ে দেখতে পারবেন, যাতে মূল্যায়ন নিয়ে কোনও প্রশ্ন না থাকে। কমিশন জানিয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে এসএসসির প্রধান কার্যালয়ে। এরপর শুরু হবে ইন্টারভিউ পর্ব, যা নেওয়া হবে আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ইন্টারভিউ শেষ হওয়ার পর যোগ্য প্রার্থীদের সুপারিশপত্র পাঠানো হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কাছে। এই পুরো প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে কমিশন। রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও আইনসঙ্গত রাখতে সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক নির্দেশের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন কমিশনের আধিকারিকরা। উল্লেখ্য, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলভুক্ত ২৫ হাজার ৭৫২ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়েছিল। আদালত স্পষ্ট করে জানিয়েছিল, নতুন করে পরীক্ষা নিয়ে তবেই যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে হবে। আদালতের সেই নির্দেশ মেনে চলতি বছরের ৭ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে আয়োজন করেছিল এসএসসি। এই পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর সামনে এগোবে নিয়োগের অন্যান্য পর্যায়। কমিশন সূত্রের খবর, একাদশ দ্বাদশ স্তরের নিয়োগ সম্পূর্ণ হলেই নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থা পরীক্ষার্থীদের অপেক্ষার পালা ক্রমশই শেষের দিকে এগোচ্ছে। তবে শুক্রবার রাতের সার্ভার বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা অনেক পরীক্ষার্থীকেই হতাশ ও আতঙ্কিত করেছে। সামাজিক মাধ্যমে বহু প্রার্থী লেখেন, রাতভর চেষ্টা করেও সাইটে ঢোকা সম্ভব হয়নি। কেউ কেউ আবার জানিয়েছেন, সাইট খুললেও কয়েক মুহূর্ত পরে তা আবার অচল হয়ে যাচ্ছিল। এই অবস্থায় নতুন ওয়েবসাইট খুলে কমিশন কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়েছে ঠিকই, তবে প্রার্থীদের একাংশ এখনও উদ্বেগ কাটাতে পারছেন না।ডিজিটাল পরিকাঠামোর বিপুল চাপ সামলাতে সরকারি ও বেসরকারি ওয়েব সার্ভার যে আরও দক্ষ হতে হবে, সে কথাও উঠে এসেছে এই ঘটনায়। যদিও কমিশনের দাবি, পরিস্থিতি দ্রুত সামলে নিয়েছে তারা, এবং পরবর্তী ধাপগুলি যাতে কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যায় না পড়ে সেদিকেও তীক্ষ্ন নজর রাখা হবে।

এসআইআরের প্রতিবাদে ঠাকুরবাড়িতে অনশন চতুর্থ দিনে, অসুস্থ তিন অনশনকারীও মঞ্চ ছাড়তে অনড়

কলকাতা,৮নভেম্বরঃ এসআইআর কার্যক্রম ঘিরে মতুয়া মহলে যে উত্তেজনা, অসন্তোষ ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তারই জেরে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে চলতে থাকা অনশন কর্মসূচি শনিবার চতুর্থ দিনে পড়ল। তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের ডাকে শুরু হওয়া এই অনশনে মঞ্চে বসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিন কর্মী। ডিহাইড্রেশন ও নিম্ন রক্তচাপের সমস্যায় তাঁরা অচিরেই অস্বাভাবিক দুর্বল হয়ে পড়েন। মঞ্চেই উপস্থিত মেডিক্যাল টিম তাঁদের স্যালাইন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু চিকিৎসকদের অনুরোধ সত্ত্বেও অসুস্থ অনশনকারীরা মঞ্চ ছেড়ে চিকিৎসার জন্য যেতে রাজি হননি। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তেই তাঁরা অনড় থাকেন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ২১ জন অনশন চালাচ্ছিলেন। প্রথম দিন ২৪ জন মতুয়া কর্মী অনশন শুরু করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই শারীরিক অসুস্থতার জেরে তিনজন মঞ্চ ছাড়েন। তার পরের দিন, শুক্রবার আরও তিনজনের শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে। চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁদের শরীরে স্যালাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হলেও তাঁরা অনশন ভাঙতে বা আন্দোলন থামাতে চাননি। অসুস্থদের মধ্যে রয়েছেন নগেন মণ্ডল, নারায়ণ বারুই এবং ত্রিনাথ ঘরামি। ডাক্তারদের মতে, ত্রিনাথ ঘরামির অবস্থা তুলনামূলক গুরুতর, তাঁর উঠে দাঁড়ানোরও শক্তি নেই। অন্য দু'জনের শরীরেও জলের পরিমাণ দ্রুত কমছে। তবে প্রত্যেকেই তাঁদের অবস্থান থেকে কার্যত এক ইঞ্চিও সরতে চাইছেন না। অনশন মঞ্চটি স্থাপন করা হয়েছে ঠাকুরবাড়ির মাতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব বড়মা বীণাপানি দেবীর ঘরের সামনে। ফলে কর্মসূচি প্রতীকী গুরুত্বও বহন করছে। প্রতিদিনই মতুয়া সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত হচ্ছেন। শনিবার সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক নরোত্তম বিশ্বাস মঞ্চে এসে অসুস্থ কর্মীদের খোঁজ নেন। তিনি জানান, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে অনশন করছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ভোটার। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। এই মানুষগুলো নিজেদের জন্য নয়, সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই এই কঠোর পথ বেছে নিয়েছেন। এসআইআর বা স্পেশাল ইনডেন্টিফিকেশন রিপোর্ট এবং হিন্দু শংসাপত্র ইস্যু নিয়ে মতুয়া সমাজে ক্ষোভ বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে তীব্র আকার ধারণ করেছে। বহু মানুষ অভিযোগ করছেন, হিন্দু পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বাড়তি খরচ করে শংসাপত্র নিতে হচ্ছে। তাঁদের কথায়, পারিবারিক দ্বন্দ্বে জর্জরিত ঠাকুরবাড়ির অন্দরের দ্বন্দ্বের প্রভাব সমাজজীবনে এসে পড়ছে। অনেকে তো সরাসরি বলেছেন, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ১০০ টাকা খরচ করে কারও কাছ থেকে ' শংসাপত্র' নিতে চাই না। এই বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আন্দোলনের ভিত যে শুধুই রাজনৈতিক নয়, তার গভীরে রয়েছে পরিচয়, আত্মসম্মান এবং দীর্ঘদিনের অভিমান। এসআইআর ইস্যুতে ঠাকুরবাড়ির অন্দরেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়েছে। বহু মতুয়া কর্মী এবং সাধারণ বিশ্বাসীরা ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর ও বিধায়ক সুব্রত ঠাকুরের বিরুদ্ধে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা সমস্যাগুলি সমাধানের চেয়ে বিভ্রান্তি বাড়াচ্ছেন। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি অভিযোগ করেন, নিরীহ মতুয়াদের বিপাকে ফেলে নিজেদের রাজনৈতিক লাভ তোলার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে, অনশনকারীদের দাবি, এসআইআর কার্যক্রমে এক ধরনের অন্যায় চাপ তৈরি হয়েছে। বহু মানুষের কাছে যাবতীয় নথি থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত পরিচয়পত্র চাওয়া হচ্ছে। তাঁদের মতে, বহু মতুয়া পরিবার যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথিপত্রের দিক থেকে চাপে রয়েছেন, তাঁদের জন্য এই শংসাপত্রের প্রক্রিয়া আরও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছে হেনস্তা এবং অনিয়মের। এই পরিস্থিতিতে মতুয়া মহাসংঘের অনশন কর্মসূচি এসআইআর-এর বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিরোধ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। ঠাকুরবাড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি মতুয়া সমাজের রাজনৈতিক প্রভাব রাজ্যে যথেষ্ট। ফলে এই আন্দোলন নিছক এক গোষ্ঠীর ক্ষোভ নয়, তার বিস্তৃত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, তাঁদের দাবি না মিটলে অনশন কর্মসূচি আরও জোরদার করা হবে। যদিও চিকিৎসকদের মতে, চতুর্থ দিনে এসেই বহু অনশনকারীর শারীরিক অবস্থা ইতিমধ্যেই নাজুক। দীর্ঘস্থায়ী অনশনে আরও বড় বিপদের আশঙ্কা তাঁরা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। মতুয়া মহলের অনেকে মনে করছেন, আন্দোলন এখন আর শুধু এসআইআর বিরোধী নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে পরিচয়, সম্মান ও পুরনো ক্ষত। ঠাকুরবাড়ির সামনে বসা অনশনমঞ্চ যেন সেই প্রতীকী লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু। অসুস্থদের শরীরে স্যালাইন ঝুলে থাকলেও তাঁদের চোখে অন। সংকল্প, আর চারপাশে জমে থাকা ক্ষোভই জানিয়ে দিচ্ছে, আন্দোলন সহজে থামার নয়।

অত্যাধুনিক অঙ্কুরহাটি মার্কেট ফাঁকাই রয়ে গেল, মঙ্গলহাট ছাড়তে নারাজ ব্যবসায়ীরা

হাওড়াঃহাওড়ার যানজটের স্থায়ী মাথাব্যথা মঙ্গলহাট। বছরের পর বছর ধরে শহরের শ্বাসরোধ করা এই বাজারকে সরাতে প্রশাসন থেকে আদালত-সবাই উদ্যোগী হয়েছে। আর সেই ভাবনার বাস্তব রূপ দিতে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ডোমজুড়ের অঙ্কুরহাটি এলাকায় ১৬ নম্বর জাতীয় সা।কের ধারে তৈরি হয়েছে বিশাল ও আধুনিক হাট কমপ্লেক্স। ঝকঝকে পরিকাঠামো, নিরাপত্তা ও বাণিজ্যের সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় সাজানো সেই হাটের ভরসা ছিল, মঙ্গলহাটের বেহাল অবস্থার পরিবর্তে নতুন বাজারে সরবে ব্যবসা। কিন্তু বহু মাস কেটে গেলেও এখনও ফাঁকা পড়ে আছে স্টলগুলির বড় অংশ। ব্যবসায়ীরা অন। নিজেদের পুরনো জায়গাতেই। অঙ্কুরহাটি হাট কমপ্লেক্সটি যে কোনও আধুনিক পাইকারি বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে নির্দ্বিধায়। ছোট-বড় ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা আলাদা মাপের স্টল, পোশাক প্রস্তুতকারীদের জন্য পৃথক ইউনিট, বাইরের ব্যবসায়ীদের বিশ্রামের জায়গা, এয়ার কন্ডিশন্ড ঘর, ডরমিটরি, উন্নত শৌচালয়, ক্যান্টিন, পানীয় জলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ-সবই রয়েছে এখানে। নজরদারির জন্য সিসিটিভি, জলনিকাশি ব্যবস্থার জন্য উন্নতমানের ড্রেনেজ সিস্টেম, অগ্নিনির্বাপণ পরিকাঠামো-কোনও কিছুরই ঘাটতি নেই। কাছাকাছি একাধিক ব্যাঙ্ক শাখা ও এটিএম কাউঃটারও রয়েছে। অথচ এমন অবকাঠামো থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা মুখ ফেরাচ্ছেন এখান থেকে। অঙ্কুরহাটি থেকে জঙ্গলপাড়া পর্যন্ত সড়কের ধারে যে সব বহুতল মার্কেট তৈরি হয়েছে, সেগুলোও একই সমস্যায় ভুগছে। জঙ্গলপাড়ায় ২৪ একর জমির উপর পাঁচতলা বিপুল বাজার ভবন তৈরি হয়েছে, চার লক্ষ বর্গফুটের কমপ্লেক্সে কয়েক হাজার স্টল। ছোট-বড় বিভিন্ন পোশাক ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পাইকারি বিক্রেতাদের প্রয়োজন মতো জায়গা রেখেই নকশা হয়েছিল পুরো প্রকল্পের। বড় ব্যবসায়ীদের জন্য রয়েছে একতলা ও দোতলার প্রায় এক হাজার বড় দোকান। পোশাক উৎপাদনের কারখানার জন্যও আলাদা জোন বরাদ্দ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ জায়গাই পড়ে আছে খালি। অন্যদিকে মঙ্গলহাটের অবস্থা দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠছে। সপ্তাহে তিন দিন এই বাজার বসায় হাওড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঞ্চলগুলিতে নাভিশ্বাস ওঠে সাধারণ মানুষের। রবিবার থেকেই হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে শহরের রাস্তাঘাট ভরে যায়। ড্রেনেজ থেকে শুরু করে রাস্তার উপরেই ফেলে দেওয়া বর্জ্য, মলমূত্র-সব মিলিয়ে তৈরি হয় ভয়াবহ দূষণ। হাওড়া আদালত, নিউ কালেক্টরেট, ওল্ড কালেক্টরেট, জেলা শাসকের বাংলো-সবই কার্যত ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যায়। যান চলাচল প্রায় অচল। আদালত বহুবার সরানোর নির্দেশ দিলেও বাস্তব পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তাহলে কেন ব্যবসায়ীরা অঙ্কুরহাটিতে যেতে চাইছেন না? হাওড়া হাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাহা জানিয়েছেন, মঙ্গলহাটে বহু বছর ধরে ব্যবসা করছেন হকার ও পাইকাররা।

নথি ঠিক থাকলে জন্মশংসাপত্র মিলবে সবাইকে, বিতর্ক নিয়ে কটাক্ষ মেয়র ফিরহাদের

কলকাতা,৮নভেম্বরঃ কলকাতা নাগরিক পরিষেবার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নথি জন্মশংসাপত্র ঘিরে সম্প্রতি যে জল্পনা, বিতর্ক ও রাজনৈতিক আলো।ন তৈরি হয়েছে, সেই জট শুক্রবার অনেকটাই কাটালেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে নাগরিকদের সঙ্গে ফোনে আলাপরত অবস্থায় এক প্রশ্নের উত্তরে পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নথি সঠিক থাকলে কলকাতা পুর এলাকার যাঁদের জন্ম হয়েছে, তাঁদের প্রত্যেকেই জন্মের শংসাপত্র পাবেন। বিষয়টিকে ঘিরে যে ধোঁয়াশা বা বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, তা অহেতুক এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। মেয়র স্পষ্টভাবে বলেন, কলকাতা পুরসভার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেই সমস্ত তথ্য খোলাখুলিভাবে রয়েছে। কোন সাল পর্যন্ত পুরসভা জন্মশংসাপত্র দিতে পারছে, কোন সময় কতগুলি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, সবটাই সেখানে উল্লেখ থাকে। তাই কোনও প্রশ্ন উঠলে বা সংশয় তৈরি হলে মাত্র একবার কম্পিউটার খুলে পুরসভার ওয়েবসাইট দেখলেই সব পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁর কথায়, পুরসভার নিজস্ব ওয়েবসাইটেই সব দেখা যাচ্ছে। কোথায়? কখন? কতজনকে বার্থ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সব তথ্য প্রকাশ্যে রয়েছে। বিষয়টিকে ঘোলাটে করার চেষ্টা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতও মনে হচ্ছে। এই বক্তব্যের পেছনে রয়েছে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক টানাপড়েন। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্প্রতি জন্মশংসাপত্র সংক্রান্ত তথ্য জানতে একটি আরটিআই দাখিল করেছিলেন। তিনি অভিযোগ তোলেন, দীর্ঘ কয়েক দশক আগের জন্মনথি পুরসভা দিতে পারছে কি না, সে বিষয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। এই প্রশ্নের জবাবে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ইতিমধ্যেই পালটা যুক্তি এবং তথ্য তুলে ধরে জানিয়ে দেন, পুরসভার রেকর্ড সিস্টেম স্বচ্ছ এবং জনসাধারণের জন্য আগে থেকেই উন্মুক্ত। তবে শুক্রবারের অনুষ্ঠানে মেয়র হাকিম আরও একধাপ এগিয়ে সরাসরি কটাক্ষ করেন। তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক সুর স্পষ্ট। তিনি বলেন, ওয়েবসাইটে সবই দেওয়া আছে। একটু দেখা হলেই তো বোঝা যায়। এর জন্য এত হইচই কেন? প্রশাসনিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিও। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন, যা বর্তমানে কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোকে বেশ প্রভাবিত করছে। মেয়র জানান, এসআইআর বা সিস্টেমিক ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রাম সংক্রান্ত কাজে পুরসভার প্রায় ২৫০ জন কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। এর জেরে পুরসভার নানা বিভাগে স্বাভাবিক পরিষেবার উপর চাপ তৈরি হয়েছে। অনেক বিভাগে কর্মীর সংখ্যা কমে যাওয়ায় একজনের কাঁধে তিনজনের কাজ এসে পড়ছে। এমন অবস্থায় কর্মীদের অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে পরিষেবা সচল রাখতে হচ্ছে। পুরসভা সূত্রেও স্বীকার করা হয়েছে যে কর্মীসংকটের ফলে কয়েকটি বিভাগে আপাতত কাজের গতি কিছুটা কমে গিয়েছে। নথি যাচাই থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরিষেবার সময়সীমা খানিক বেড়েছে। তবে কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিস্থিতি সাময়িক, এবং প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে পুরসভার কর্মীরা অতিরিক্ত দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করছেন। শহরের নানা ওয়ার্ডে জন্মশংসাপত্র, মৃত্যু শংসাপত্র, ট্রেড লাইসেন্স ও নথিভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা কখনও কখনও ধীরগতির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠলেও মেয়র জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তিনি আশ্বস্ত করেন, যাঁদের নথি সঠিক, তাঁরা কেউই বঞ্চিত হবেন না। জন্মশংসাপত্র তাঁদের হাতেই পৌঁছবে। নিয়ম মেনে সবই করা হচ্ছে। কোনও অস্বচ্ছতার অবকাশ নেই। রাজনৈতিক চাপানউতোরের মাঝেও মেয়রের এই সাফ বক্তব্য কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। জন্মশংসাপত্রের মতো প্রাথমিক নথি নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল, তা তিনি এক কথায় ধামাচাপা দেন। তাঁর মন্তব্য স্পষ্ট করে দিল, পুরসভা তার রেকর্ড ও পরিষেবা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী, এবং কোনও নাগরিক সঠিক নথি জমা দিলে তাঁর শংসাপত্র পাওয়ায় কোনও বাধা থাকবে না। এই ঘটনায় ফের সামনে এসে দাঁড়াল ডিজিটাল রেকর্ড সংরক্ষণ ও অতীতের নথি হালনাগাদকরণের প্রশ্নও। পুরসভার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ তথ্য কতটা আধুনিকীকৃত ও কতটা নির্ভরযোগ্য, সেই প্রসঙ্গও আলোচনায় এসেছে। মেয়রের বক্তব্যে বোঝা গেল, পুরসভা তাদের ডিজিটাল আর্কাইভ নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী এবং সিস্টেমে কোনও ধরনের লোপাট বা অস্পষ্টতা নেই। শহরে জন্মশংসাপত্রের মতো নথির জটিলতা বরাবরই রাজনীতির একটা বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মেয়রের বক্তব্যকে রাজনৈতিক বার্তাও বলা যেতে পারে। প্রশাসন ও রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে তথ্য-প্রদর্শন নিয়ে যে টানাপড়েন, তা হয়ত এখানে শেষ হবে না, তবে নাগরিক পরিষেবার দৃষ্টিতে মেয়রের এই আশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ।

অধীরকে প্রশংসায় শুভেন্দু, নির্বাচনের মুখে রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের গুঞ্জন

কলকাতা,৮নভেম্বরঃ আগামী বছরে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শাসক-বিরোধী দুই শিবিরেই এখন জোর প্রস্তুতি চলছে। প্রচারের রোডম্যাপ তৈরি হয়ে গেছে, সংগঠন চাঙ্গা করার উদ্যোগও শুরু। আর ঠিক এই মুহূর্তে বাংলার রাজনীতিতে কি তবে উঠছে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত? শনিবার সকালে এক মন্তব্যে সেই আলোচনাই উসকে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরীকে তিনি শক্তিশালী নেতা বলে যে প্রশংসা করলেন, তাতেই প্রশ্ন বাড়ছে-কংগ্রেসে প্রায় অন্তরালে থাকা অধীর কি তবে আগামী দিনে পদ্ম শিবিরে আত্মপ্রকাশের ইঙ্গিত দিচ্ছেন? এদিন সকালে প্রেস কনফারেন্সে SIR ইস্যুতে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করেন শুভেন্দু। কিন্তু বৈঠকের শেষে কংগ্রেস প্রসঙ্গ উঠতেই তীক্ষ্ণ সমালোচনার সঙ্গেই হঠাই সুর নরম হয় তাঁর। তিনি সরাসরি বলেন, কংগ্রেস ঘোষিত মমতার বন্ধু। যেদিন অধীরকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরাল, সেদিনই বোঝা গিয়েছিল যে রাহুল, সোনিয়া, খাড়গেরা মমতার সঙ্গে লড়বে না। কারণ মমতার বিরুদ্ধে লড়াই করলে এই বাংলায় অধীরই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী কংগ্রেসি মুখ। তাঁর দাবি, যদি সত্যিই তৃণমূলের বিরুদ্ধে দৃঢ় লড়াইয়ের ইচ্ছা থাকত, তাহলে অধীরকে সরানো হতো না। রাজনৈতিক মহলে এই মন্তব্য পড়ে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কারণ, অধীররঞ্জন দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন বাংলার কংগ্রেসের সবচেয়ে তৃণমূল-বিরোধী মুখ। তাঁর নেতৃত্বেই কংগ্রেস-তৃণমূল দ্বন্দ্ব নানা সময়ে প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু দিল্লির কংগ্রেস নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরুত্ব বুঝে বঙ্গে হৃদ্যতা বজায় রাখার দিকেই বেশি ঝুঁকেছে। ফলে অধীরকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় তুলনামূলক নরমপন্থী শুভঙ্কর সরকারকে। কংগ্রেসের অন্দরের সূত্র বলছে, শুভঙ্করের সঙ্গে অধীরের সুসম্পর্ক নেই। তাই কার্যত রাজনৈতিক অন্ধকারেই রয়েছেন বহুভোট পাওয়া সাংসদ।এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দুর হঠাৎ এমন প্রশংসা যথেষ্ট তাপর্যপূর্ণ। যদিও এটি নিছক রাজনৈতিক কৌশল নাকি তার মধ্যে রয়েছে বৃহত্তর কোনও সমীকরণের ইঙ্গিত, তার উত্তর দেবে সময়ই। অধীর নিজে এখনো পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি। একই সঙ্গে স্পষ্ট উঠেছে আরেকটি দিক-এসআইআর নিয়ে বিজেপির ভিতরে সংকট। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এসআইআরের তালিকা থেকে বহু মতুয়া এবং রাজবংশীর নাম বাদ পড়তে পারে, যা বিজেপির ভোটব্যাঙ্কে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। সেই ক্ষতি ঠেকাতে শুভেন্দু লাগাতার দাবি করছেন, তালিকা থেকে বাদ পড়লেও সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। এমনকি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে যারা বর্তমানে রানাঘাট ও রায়গঞ্জের

হেমন্তেই শিরশিরানি, দক্ষিণবঙ্গে এক ধাক্কায় পারদ নামবে চার ডিগ্রি

কলকাতা,৮নভেম্বরঃ হেমন্তের সকালেই যে ঠান্ডার ছোঁয়া অনুভূত হচ্ছে, তা গত কয়েকদিন ধরেই বোঝা যাচ্ছিল। শীত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নামেনি, উত্তুরে হাওয়াও পুরোপুরি ঢোকেনি। তবু কলকাতাসহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোরের দিকে যে হালকা শীতের আমেজ তৈরি হয়েছে, তা এবার আরও গা। হতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দুদিনে এক ধাক্কায় তিন থেকে চার ডিগ্রি কমে যেতে পারে তাপমাত্রা। একই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে জারি হয়েছে কুয়াশার সতর্কতা। দু'প্রান্তের আবহাওয়া আপাতত কিন্তু বেশ স্পষ্ট। দক্ষিণবঙ্গের আকাশ থাকবে শুকনো, কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে টানা কয়েকদিনের সকালবেলার শীতল হাওয়া এবার পারদ নামানোর ক্ষেত্রে ব। ভূমিকা নেবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। দফতর জানিয়েছে, পারদ পতনের পরবর্তী তিন দিন তাপমাত্রা স্থির থাকবে। অর্থা এই মুহূর্তে শীতের প্রাথমিক চেহারা দক্ষিণে স্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খানিক আলাদা। শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা কমে ৯৯৯ মিটার থেকে নেমে ২০০ মিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যা যানবাহন চলাচলে কিছুটা অসুবিধা তৈরি করতে পারে। যদিও অন্য জেলাগুলিতে আপাতত কোনও সতর্কতা নেই। এখানেও আগামী দুদিনে তিন থেকে চার ডিগ্রি তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস, যার পরবর্তী তিন দিন তাপমাত্রা খুব একটা বদলাবে না। কলকাতায় শীতের আগমন নিয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। শহরের পারদ স্বাভাবিকের নীচে নামেনি বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ০.৪ ডিগ্রি বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি কম। কিন্তু হঠাৎ চার ডিগ্রি তাপমাত্রা নেমে গেলে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যেই কলকাতার রাত অনেকটাই ঠান্ডা মনে হবে, এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিগত কয়েক বছর ধরে শীতের আনাগোনা দেরিতে হলেও এবার হেমন্তের মধ্যেই সেই উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। সকাল ও রাতের দিকে হালকা শিরশিরানি, গায়ে অল্প চাদরের প্রয়োজন, আর মাঝেমধ্যে ঠান্ডা বাতাসের অস্বস্তি-সব মিলিয়ে শহরবাসী ইতিমধ্যেই শীতের আগাম বার্তা পেয়ে গিয়েছেন। যদিও উত্তুরে হাওয়া ঢোকেনি বলে শীত এখনও পুরোপুরি নামেনি, তবুও আগামী কয়েকদিনের তাপমাত্রা পতন যে শীতের আনুষ্ঠানিক সূচনার পথ তৈরি করবে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, আপাতত কোনও ঠান্ডা প্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা শুষ্ক হাওয়া দক্ষিণবঙ্গের আকাশ পরিষ্কার রাখছে, যা তাপমাত্রা পতনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। রাতের দিকে মাটির তাপ দ্রুত কমে যাওয়া এবং সকালের দিকে শুষ্ক বায়ুস্তরের প্রভাবই এ সময় সবচেয়ে ব। ভূমিকা নেয়।

শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক

সন্দেশখালি, ৮ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যের উপর মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের তির স্থানীয় হাই স্কুলের শিক্ষক বিষ্ণুপদ প্রামাণিকের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত মহিলা দোলন দাস, সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ টাকি থেকে শ্বশুরবাড়ি ফেরার পথে রাস্তার ধারে ওই শিক্ষক তার পথ আটকায়, মারধর করে, জামাকাপড় ছিঁড়ে দেয় এবং মাথায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে ওই শিক্ষক গৃহবধূর অশ্লীল ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩৪৫, সংখ্যা, রবিবার ২২ কার্তিক ১৪৩২

শিল্পী সুবিনয় রায়

রবীন্দ্রসংগীতের প্রথিতযশা শিল্পী সুবিনয় রায়ের জীবনে রেডিও অডিশন পর্ব চমকপ্রদ নয় বেশ আশ্চর্যজনক। গান শিখেছেন অনেকের কাছেই। কলকাতায় গিরিজাশঙ্করের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। তিনি বলতেন রোজ একটি করে রবীন্দ্রনাথের গান শোনালে তিনিও একটি গান শেখাবেন। সুবিনয় যতক্ষণ গাইতেন তিনি চোখ বুজে শুনতেন। অপর আর এক গুরু সুরেশ চক্রবর্তী, অনেক দুষ্প্রাপ্য ধ্রুপদ তাঁর কাছে শিখেছেন। তিনি সুবিনয় রায় কে রেডিওতে অডিশন দিতে বললেন এবং সুবিনয় যথারীতি ফেল করলেন। পরের বার তিনি বললেন হাল্কা ধরনের রবীন্দ্রসংগীত ' আধুনিক ' বলে গাও, রবীন্দ্রসংগীত বলার দরকার নেই। সুবিনয় অবাক হয়ে বললেন সে কি! এমন হয় নাকি! গুরুর কথা - যা বলছি করে দেখনা। সম্ভবত এই ঘটনা ১৯৪৩ সালের। সুবিনয় গাইলেন 'শীতের হাওয়ায়'। রবীন্দ্রনাথের গানের গলা কেমন ছিল? সুবিনয় বলেছেনউঁচু সুরের গলা, টপ্পার দানা,মীড় সব মিলিয়ে অপূর্বক্ষ্ম। উত্তরায়ণে রিহার্সাল হত,গান শেখাতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শৈলজানন্দ মজুমদার এস্রাজ বাজাতেন। সেখানে প্রথম ' পঞ্চদশী' গানটি কুমারে শিখেছিলেন কনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেশ্বরী দত্ত নীলিমা সেনের সঙ্গে। সবাই মিলে কোরাসে আরও শিখেছিলেন ' নিবিড় মেঘের ছায়া' ও ' এসোগো জ্বেলে দিয়ে যাও' । একসময় বি এস সি পড়ার জন্য সুবিনয় রায় কে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। মন খুব খারাপ। প্রিয় শৈলজদা বললেন তুমি পাশ করে আবার শান্তিনিকেতনে এসো। কলকাতায় সুবিনয় রায়ের জন্ম ১৯২১ সালের ৮ নভেম্বর এক ব্রাহ্ম পরিবারে। আদতে এই বসুরায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের মালুচি গ্রামে। বাবা বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ছিলেন একাধারে রসায়নবিদ ও সাহিত্যিক। সে কালের বিখ্যাত আমেরিকান বহুজাতিক সংস্থা 'বার্ড কোম্পানি'র কলকাতার অফিসের চিফ কেমিস্ট। সুবিনয়ের ছেলেবেলা কেটেছিল ব্রাহ্ম জীবনচর্যা, মূল্যবোধ, ব্রাহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে। তাঁর মা-মাসিরা গান শিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গুণীজনের কাছে। মা ছিলেন সুবিনয়ের প্রাথমিক অনুপ্রেরণা। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সুবিনয় সিটি কলেজে ভর্তি হন আইএসসি পড়তে। কিন্তু গানের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আগ্রহের কারণে অভিভাবকেরা তাঁকে শান্তিনিকেতনের 'শিক্ষাভবনে'-এ পাঠান আইএসসি পড়তে। বি এস সি পাশ করার পরে বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর চিঠি সমরেশ বাবু অধ্যাপকের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ওই দায়িত্ব সুবিনয়কে নিতে হবে। খুব খুশি হয়েছিলেন। নিজের সাধনার পীঠস্থানে গেলেন অধ্যাপনা করতে। জীবন হয় উঠল স্বর্গলোক। কিন্তু ওই সুখ স্থায়ী হল কোথায়! কলকাতা থেকে আবার পিতৃদেবের ডাক। চাকরি করতে হবে। ওই সময় সংগীত ভবনের ফাইলে ইন্দিরা দেবী কনফেডেন্সিয়াল নোটে লিখেছেন প্রথম রেকর্ড করেছেন কলম্বিয়া লেবেলে। পঙ্কজ মল্লিক সুবিনয় রায়কে অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করতেন।

অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত

অভিনেত্রী সুলক্ষণা পণ্ডিত তাঁর আরও দুই বোন সন্ধ্যা পণ্ডিত এবং বিজয়েতা পণ্ডিত। এঁদের পিতা ছিলেন পণ্ডিত প্রতাপ নারায়ণ। এঁদের মধ্যে সুলক্ষণা পণ্ডিত নিজে ছিলেন বলিউডের প্লে ব্যাক সিঙ্গার এবং অভিনেত্রী হিন্দি, বাংলা, মরাঠি, ওড়িয়া এবং গুজরাতি ইত্যাদি বহু ভাষায় গান গেয়েছিলেন তিনি। কিশোর কুমার, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর, মহম্মদ রফি এবং উদিত নারায়ণের সঙ্গেও গান করেছেন সুলক্ষণা। ১৯৭৬ সালে 'সঙ্কল্প' ছবির গান 'তু হি সাগর তু হি কিনারা'-র জন্য পেয়েছিলেন ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড। এছাড়াও সুলক্ষণা ছিলেন রুপোলি পর্দার সুন্দরী অভিনেত্রী, নায়িকা। 'হেরা ফেরি', 'আপনাপন', 'খানদান', 'ওয়াক্ত কি দেওয়ার','উলঝন'; একের পর এক ছবিতে রাজেশ খান্না, জিতেন্দ্র, শশী কাপুর, বিনোদ খান্না, শত্রুঘ্ন সিনহা, সঞ্জীব কুমারের মতো তারকাদের বিপরীতে অনায়াস অভিনয়ে নজর কাড়েন। ১৯৭৮ সালে মহানায়ক উত্তমকুমারের বিপরীতে 'বন্দী'-তে অভিনয় করেছিলেন তিনি। সুলক্ষণা পণ্ডিতের ছোটবোন বিজয়েতা পণ্ডিত ছিলেন সুন্দরী অভিনেত্রী -নায়িকা। আমাদের বাংলার নায়ক প্রসেনজিতের সাথে বিজয়েতার সুপারহিট ছবি ছিল অমর সঙ্গী। বলিউডে রাজেন্দ্র কুমারের ছেলে অভিনেতা কুমার গৌরবের সাথে তাঁর অভিনীত ছবি লভ স্টোরি ছিল সুপার ডুপার হিট। বিজয়েতা মিউজিক ডিরেক্টর আদেশ শ্রীবাস্তবকে বিয়ে করেছিলেন। সুলক্ষণার আরেক বোন সন্ধ্যা পণ্ডিত সিং- এর ছিলো সুখের বিবাহিত জীবন। যদিও পরবর্তীতে এমন কিছু সত্য সামনে আসে যা এই ধারণাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলতে বাধ্য করে। সুলক্ষণা পণ্ডিত অত্যন্ত স্নেহ করতেন বোন সন্ধ্যাকে। ততোদিনে তিনি বহুদিন ধরেই (সুলক্ষণা পণ্ডিত) মানসিক এবং শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে বোন বিজয়েতা পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে থাকেন। ইতিমধ্যে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেলো তাদের পরিবারে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে নিরুদ্দেশ হন আচমকাই ছোট বোন সন্ধ্যা। বোন বিজয়েতা,ভাইয়েরা-যতীন,ললিত সবাই মিলে খোঁজ করেও কোনও হদিস পান না তাঁদের বোনের। অবশেষে প্রায় একবছর পর তাঁর দেহের টুকরো টুকরো কঙ্কাল পাওয়া যায় নভী মুম্বাইয়ে যেখানে তিনি থাকতেন তার আশপাশের এলাকায়। ভয়াবহ শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন পণ্ডিত পরিবারের সবাই। জানতে দেওয়া হয় না তাঁর বোনের মর্মান্তিক খুনের খবরটি সুলক্ষণাকে। কারণ ততোদিনে তিনি মানসিক অবসাদগ্রস্ত, অসুস্থ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

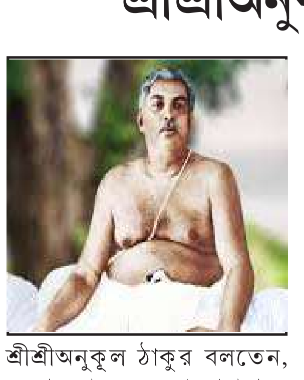

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না।

সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো।

নিবেদিতা দর্শন

নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন। মনের শক্তি। শারীরিক শক্তি। মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর শক্তির কথা তিনি বলতেন। তিনি বলতেন, প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ না করতে পারলে কোনও সময়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো যাবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নিজের শক্তি বৃদ্ধি করলেই চলবে না। সবার শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে শক্তিশালী তরুণরা অংশ গ্রহণ করুক সেটা চাইতেন। তিনি পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। তরুণরা শরীর চর্চা করুক সেটা তিনি চাইতেন মনেপ্রাণে। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিতেন। তিনি ভারত মাতার মুক্তি কামনা করতেন। সেই কারণে তিনি বারবার শিক্ষার ওপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষা যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তার গতি রোধ করা একেবারে অসম্ভব।

ভারতীয় চলচ্চিত্রের পথ প্রদর্শক হীরালাল সেন মুভি ব্যবহার করেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিখ্যাত মনীষীদের নাম স্মরণ করে দুইদিন ধরে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। একটি হচ্ছে তাঁর জন্মদিন এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর প্রয়াণ দিবস। জন্মদিবস এবং প্রয়াণ দিবস নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকে ভারতীয়রা। শুধু ভারতীয় কেন বিশ্বের সমস্ত স্তরের মানুষেরা মহান মনীষীদের জন্মদিবস এবং প্রয়াণ দিবস পালন করে থাকে। সেই

সূত্র ধরে ভারতের মুভি চলচ্চিত্র জগতের জনক হীরালাল সেন এর এই বছর হচ্ছে তাঁর প্রয়াণ দিবসের শতবর্ষ। হীরালাল সেনকে স্মরণ করে তাঁর চলচ্চিত্রে অবদান নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে। ভারতের চলচ্চিত্র জগত শতবর্ষ অতিক্রান্ত। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র এগিয়ে চলেছে। এখন ভারতীয় চলচ্চিত্র ডিজিটাল জগতে প্রবেশ করে গিয়েছে। টেকনিক্যালের দিক দিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র আমেরিকার হলিউডের সঙ্গে টেক্কা দিতে সক্ষম। কিন্তু এই যুগের প্রারম্ভে যিনি ছিলেন তিনি একজন বাঙালী। তাঁর নাম হীরালাল সেন। ভারতের মুভি জগতের জনক হিসাবে তাঁকে গণ্য করা যেতে পারে। কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সৃষ্টিশীল পরিকল্পনাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ভারতীয় চলচ্চিত্রে মুভির প্রবেশ ঘটান। দাদা সাহেব ফলকে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রের দক্ষ পরিচালক সে কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আবার তিনি ভারতে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। কিন্তু হীরালাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রকে উন্নত করার জন্য যে মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে ছিলেন তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিকের প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এখন সারা ভারত জুড়ে দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে হীরালাল সেনই ছিলেন ভারতীয় সিনেমার জনক। তাকে সেই স্বীকৃতি দিতে হবে সরকারকে। ১৯১৩ সালে দাদা সাহেব ফলকে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। তিনি 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবি ভরতীয় ভাষায় নির্মাণ করে স্বদেশি চলচ্চিত্রের মাইলস্টোন প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু দাদা সাহেবের চলচ্চিত্র দেখে মন ভরেনি হীরালাল সেনের। তিনি দাদা সাহেব ফলকের ছবি দেখে খুব একটা আনন্দ প্রকাশ করেন নি। নির্বাক নট নড়ন চড়ন ছবি দেখে সেখানে মুভি ছবির প্রবেশ ঘটানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করেন। দাদা সাহেবের ছবি দেখেই তাঁর মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকে কীভাবে স্বদেশি চলচ্চিত্রে মুভির প্রবেশ ঘটানো যায়। ছবির নায়ক নায়িকারা যদি মানুষের মতো নড়াচড়া না করতে পারে তাহলে ছবি মনোগ্রাহী হবে না এবং ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করবে না। স্বদেশি চলচ্চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য মুভি দরকার। নাহলে একেবারে সাদা মাটা ছবিতে পরিণত হবে। ছবিকে জীবন্ত করে তোলার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন হীরালাল সেন। হীরালাল সেনের পিতা চন্দ্রলাল সেন ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী। পুত্রের ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি টাকা দিয়েছিলেন। হীরালাল সেন ইংল্যাণ্ড থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সিনেমাটোগ্রাফ মেসিন ক্রয় করলেন। ব্রিটেন থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের বহু যন্ত্রাংশ ক্রয় করলেন। ভাই মতিলাল সেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি সিনেমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন ' রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। এটি ১৮১৮ সালের ঘটনা। এটাই ছিল ভারতের প্রথম মুভি সিনেমা কোম্পানি। মুভি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেই হীরালাল সেন চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে যাননি। তিনি ধনী ব্যক্তিদের বিবাহ অনুষ্ঠান এবং তাদের বিভিন্ন পার্টির ছবি তুলতে শুরু করলেন। আগেই বলেছি প্রকৃত মুভি চলচ্চিত্র নির্মাণ করার আগেই বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন তাঁর বিলেত থেকে সদ্য কিনে নিয়ে আসা মুভি যন্ত্রপাতি নিয়ে। মুভি ক্যামেরা কিনলেই তো হবে না। তাকে আয়ত্ত করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কলকাতার তৎকালীন ধনী রাজা রাজেন্দ্র প্রসাদ মল্লিকের বিবাহ অনুষ্ঠানের ছবি নিজস্ব তদারকিতে তুলেছিলেন হীরালাল সেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক তাঁর বিবাহের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে হীরালালকে বহু অর্থ দেন। এই সব ঘটনা দাদা সাহেব ফলকে এর ছবি নির্মাণ করার আগেকার ঘটনা। তখন দাদা সাহেব ফলকে তৈরি হননি। তার আগে থেকেই সিনেমা করতে শুরু করেছিলেন হীরালাল সেন। পরিচালক হীরালাল সেনের মূল লক্ষ্য ছিল একেবারে বিলেতি ধাঁচের চেয়ে উন্নতমানের মুভি চলচ্চিত্র স্বদেশের মাটিতে নির্মাণ করা। তার জন্য তিনি যেমন একদিকে ক্যামেরা নিয়ে হাতকে প্রস্তুত করছিলেন পাশাপাশি তিনি সঠিক মুভি সিনেমা বলতে যা বোঝায় তা নির্মাণ করতে বহু পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বিলেতি সিনেমা যা করতে পারেনি তা স্বদেশের মাটিতে প্রস্তুত করে ইংরেজদের তাক লাগিয়ে দেওয়া। তার জন্য তাঁকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল।

১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই মুম্বইয়ের ওয়াটসন হোটেলে বিশিষ্ট কয়েকজনকে নিয়ে লুমেয়ার্স ব্রাদাসের ছবি দেখানো হচ্ছে। অ্যাবাস্টিন এবং লুইসে ইতিমধ্যে তাঁরা চলচ্চিত্র জগতে বিপ্লব ঘুটিয়ে বসেছেন ফ্রান্সের রাজধানি খোদ প্যারিসে। তাঁরা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সিনেমাটোগ্রাফ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্যামেরা এবং প্রজেক্টর ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ফলে স্টিল ফোটোগ্রাফি আর থাকলো না। সেখানে মুভির প্রবেশ ঘটে গেল সকলের অজান্তে। এই ঢেউ ভারতে বোম্বাই শহরে প্রবেশ করলো অতি সহজেই। এদিন ছয়টি ছবি দেখানো হয়েছিল লুমেয়ার্স ফিল্মের। কয়েকজন দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং হীরালাল সেন। তিনি লুমেয়াস এর ছবি দেখে উদ্বুদ্ধ হলেন এবং তার চেয়ে উন্নত মানের ছবি করার জন্য চিন্তাভাবনা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিলেন।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় চলচ্চিত্র নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৩ সালে '' আলিবাবা অ্যাণ্ড ফোরটি থিবস' পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তুললেন হীরালাল সেন। এহ ছবিটি তৈরি হয়েছিল দাদা সাহেব ফলকের (ধুনধীরাজ গোবিন্দ ফলকে) 'রাজা হরিশচন্দ্র' ছবিটি নির্মিত হওয়ার দশ বছর আগে। চলচ্চিত্রে তথ্যচিত্র শব্দটি প্রবেশ করেছে বহু কাল অতিবাহিত হওয়ার পর। হীরালাল সেন ফিল্মকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যবহার করেছিলেন। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিয়ে ছবি তৈরি করেছিলেন হীরালাল সেন। 'জবা কুসুম হেয়ার ওয়েল' এবং এডওয়ার্ডের 'ম্যালেরিয়ার ওষুধ' এই দুটি পণ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে ছবি নির্মাণ করেছিলেন। মুভির মাধ্যমে পণ্য প্রচারের যে বিজ্ঞাপন নির্ভর ব্যবসায়িক চিত্র করা যেতে পারে তার পথটা দেখিয়েছিলেন হীরালাল সেন। বলা যেতে পারে ভারতের চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি ছবি করে গিয়েছেন যা আজ বহু চিত্র পরিচালককে পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নিয়ে লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভ সমাবেশের ছবি তুলেছিলেন হীরালাল সেন। তিনি এই ছবি তুলতে গিয়ে ক্যামেরাটিকে বসিয়েছিলেন কলকাতার ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের মাথার ওপরে। সেখান থেকে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশের ছবি তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন অধ্যাপক সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ করার ক্ষেত্রে এক অসাধ্য সাধন করেছিলেন হীরালাল সেন। দাদা সাহেব ফলকে ছবি নির্মাণ করার আগেই হীরালাল সেন মুভি ক্যামেরা ব্যবহার করে ছবি তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতের রাজা পঞ্চম জর্জ এর ভারত সফরের দৃশ্য গ্রহণ করেছিলেন হীরালাল সেন। এই দৃশ্য গ্রহণ করার ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁর উচ্ছস্বিত প্রশংসা করে। ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে হীরালাল সেনের স্থান ছিল সবার ওপরে। এ বছর তাঁর প্রয়াণ দিবসের শতবর্ষ। সেই কারণে তাঁর কর্মকাণ্ডের পুন পর্যালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। সবাই এক মত হতে পেরেছেন দাদা সাহেব ফলকের গুণকে অস্বীকার না করে হীরালাল সেনকে ভারতীয় চলচ্চিত্রে মুভির জনক বলা যেতে পারে। হীরালাল সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবিভক্ত বাংলার বাজগুড়িতে। মানিকগঞ্জের বাজগুড়ি গ্রামটি ছিল ঢাকার কাছাকাছি। ১৮৬৬ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার প্রতি প্রবল ছিল ঝোঁক। সেই সময়ে তিনি ফটোগ্রাফির সাদা কালো প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়েন। কলকাতায় এসে ছবি তুলতে শুরু করলেন।

কার্মটাড়ের আদিবাসীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর ভগবান

নারায়ণ বিশ্বাস

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন মোটেই সুখে কাটেনি। জ্যেষ্ঠ সন্তান, এক মাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে তাঁকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। কিছু দিন পরেই মারা যান স্ত্রী দীনময়ী দেবী। নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর একটু নির্জনতার সান্নিধ্যের জন্য বড়ই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। নানা বিরূপ অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে নাগরিক জীবনের পরিসরে বীতশ্রদ্ধ বিদ্যাসাগর গ্রামের গার্হস্থ্য দৈন ন্দিনেও অনেক অশান্তিতে আহত হন।

পারিবারিক জীবন ও চারপাশের পৃথিবীটা যখন ভীষণ ভাবে তাঁর কাছে প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল, তখন তিনি অনেক দূরে শান্তির খোঁজে বর্তমান ঝাড়খণ্ডের কার্মাটাঁড়ে স্টেশনের কাছে পাঁচশো টাকায় স্থানীয় এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে আমবাগান সমেত প্রায় ১৪ বিঘা জায়গা কেনেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই জমি তিনি বিদ্যা সাগরকে বিক্রি করে চলে যান। এখানেই একটি ছোট বাড়ি তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। নাম দেন নন্দনকানন। রাতের স্কুল চালানোর জন্য মাঝখানে একটি হলঘর, একপাশে শোবার ঘর, অন্যপাশে পড়ার ঘর। বাড়িতে ঢোকার ডান দিকে নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন একটি কিষাণভোগ আমগাছও। বাগানের দেখভালের জন্য কালী মণ্ডল নামে এক মালিও ছিল তাঁর। কালীকে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে লাগিয়েছিলেন একটি ভাগলপুরি ল্যাংড়া আমগাছ। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি 'সীতার বনবাস', 'বর্ণ পরিচয়'-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় পাই; ''বাঙালি উচ্চারণে কর্মাটা। আসল নাম কর্মাটাঁড়। অর্থাৎ কর্মা নামে এক সাঁওতাল মাঝির টাঁড়, মানে উঁচু জায়গা যা বন্যাতে কখনও ডোবে না।'' কার্মাটাঁড় জায়গাটি ছিল সাঁওতাল প্রধান। তাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করে ছিলেন। তা অবশ্য হয়নি। মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় আসতে হয়েছে। মৃত্যুও হয় কলকাতা শহরে।

সহজ সরল আদিবাসী মানুষের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলে দলে সাঁওতাল বিদ্যাসাগরের কাছে আসতেন ভুট্টা বিক্রি করতে। আর বিদ্যাসাগর সেই ভুট্টা কিনে ঘরে রাখতেন। কাজ শেষে সাঁওতালেরা বিকেলে ঘরে ফেরার পথে খেতে চাইতেন বিদ্যাসাগরের কাছে। ওঁদের থেকে সকালে কিনে রাখা ভুট্টা খেতে দিতেন বিদ্যাসাগর। সাঁওতালদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরও সেই ভুট্টা পুড়িয়ে খেতেন। এলাকার আদিবাসীদের হোমিও প্যাথি চিকিৎসা করে তাঁদের কাছে জীবনদাতা ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেখানে মেথর পল্লিতে উপস্থিত থেকে তিনি নিজের হাতে কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করেছেন। বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন তাঁদের সহজ, সরল জীবনযাত্রা। যেখানে ছিল না কোনও দ্বিচারিতা বা কপটতা। প্রতি বছর পুজোর সময়ে তিনি তাঁদের জন্য জামাকাপড় কিনতেন। শীতে কার্মাটাঁড়ে হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা। তখন মোটা চাদর কিনে গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন। কখনও কলকাতা গেলে তাঁদের জন্য বিভিন্ন রকম ফল নিয়ে আসতেন।

ভাই শম্ভুচন্দ্র স্মৃতিচারণ করেছেন, ''তিনি (বিদ্যাসাগর) প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিও প্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজে প্রদান করিতেন। অপরাহ্নে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণকুটিরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটিরে যাইলে তাহারা সমাদরপূর্বক বলিত, 'তুই এসেছিস!' তাহাদের কথা অগ্রজের বড় ভালো লাগিত।''

শম্ভুনাথকে বিদ্যাসাগর বলেন, ''বড়লোকের বাটিতে খাওয়া অপেক্ষা এ সকল লোকের কুটিরে খাইতে আমার ভালো লাগে, ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনো মিথ্যা কথা বলে না। ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালো বাসি।'' এই সাঁওতালদের মধ্যেই তাঁর শেষ দিনগুলির একটা বড় অংশ কাটান। সভ্যতার প্রান্তশায়ী আরণ্যক সাঁওতালদের সারল্য তাঁকে ভীষণ ভাবে মুগ্ধ করেছিল। যেমন করেছিল বিভূতিভূষণকে। কার্মাটাঁড়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্ক ছিল প্রায় ১৭ বছরের। শরীর-স্বাস্থ্যের ভগ্নদশার কারণে ১৮৯০-এর গোড়া থেকে আর কার্মাটাঁড়ে বাস করেননি বিদ্যা সাগর। কার্মাটাঁড় স্টেশনের সঙ্গেও তাঁর নানান স্মৃতি জড়িত। এক দিন এক যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে কুলি, কুলি বলে চেঁচাচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগর কুলি সেজে সেই যাত্রীর মালপত্র বহন করেছিলেন। পরে সেই যাত্রী বিদ্যাসাগরের পরিচয় পেয়ে খুবই লজ্জিত হয়েছিলেন।

এখন কার্মাটাঁড়ের নাম বিদ্যাসাগর। রেল স্টেশনটির নামও বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি ও পরিচয় স্টেশনটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। হালে বিদ্যাসাগর স্টেশন ভরে উঠেছে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের নানা পর্যায়ের রঙিন চিত্রে। প্ল্যাটফর্মের প্রাচীরের গায়ে একের পর এক ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে তাঁকে। কোথাও তিনি ছেলেবেলার ঈশ্বর, কোথাও কার্মাটাঁড়ে আদিবাসীদের বন্ধু। রেলের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সকলে।

রমেশ সিপ্পির বক্তব্যে সত্যজিৎ প্রায় অনুপস্থিত

নিজস্ব প্রতিনিধি

সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন শোলের পরিচালক রমেশ সিপ্পি। তিনি সত্যজিৎ রায় স্মারকণ মঞ্চকে শোলের ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন এবং জানালেন যে শোলে ছবি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। কল কাতা চলচ্চিত্র উৎসবকে শোলের বিচার বিশ্লেষণের মঞ্চ হিসাবে গ্রহণ করে রমেশ সিপ্পি শোলে সম্পর্কে

বক্তব্য রাখলেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছিলেন যে সত্যজিৎ রায় ভারতীয় সিনেমার ব্যবসার দিকটাকে এখন থেকেই বেশি নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সিনেমা যে আর্থিক দুর্বল দিকটা রয়েছে তার অভাব কিছুটা ঘুচবে। 'শোলে' তৈরির নেপথ্যে নানা গল্প এবং ভারতীয় সিনেমা নিয়ে কথা বলে দর্শককে সমৃদ্ধ করলেন রমেশ। শোলে ছবি ভারতীয় সিনেমার জগতে একটি সাড়া জাগানো ইতিহাস তৈরি করে দিয়েছে। সেই ইতিহাস নিয়ে এখনও চর্চা হচ্ছে সর্বত্র। ১৯৭৫ সালের, ১৫ অগস্ট মুক্তি পায় শোলে। ১৫ অগস্ট যেমন ভারতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল, তেমনই অগস্টের ১৫ তারিখ মুক্তি পাওয়া এই সিনেমার হাত ধরে ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক নতুন পর্বের শুরু হয়েছিল। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'শোলে' শুধু সিনেমা নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটা মিথ।

মহারথীদের নিয়ে তৈরি এই ছবিকে আল্টিমেট ক্লাসিক ফিল্ম অফ বলিউড বলা যেতেই পারে। রমেশ জানালেন, তবে দু-তিন লাইনের আইডিয়া থেকেই শোলে তৈরির ভাবনার শুরু। তিনি আসলে ঠিক চেয়েছিলেন, সেটা প্রথম থেকে খুব পরিস্কার ছিল তাঁর কাছে। পুরোটাই ছকে নিয়েছিলেন। তাই শুটিং সেটেও কখনও মাথা গরম করেননি তিনি। ৫০ বছর আগের স্মৃতির পাতা ঘেঁটে পরিচালক বলেন, 'সাইড কার বাইক নিয়ে অমিতাভ বচ্চনের শটটার কথা নিশ্চয় আপনাদে মনে আছে? একটা শটেই ওকে করেছিলেন বচ্চনজি।' রমেশ শোনালেন, অনেকেই তাঁকে প্রশ্ন করেন কেন আর একটা শোলে তিনি বানালেন না? মজা করে পরিচালক জানান, 'শোলের জনপ্রিয়তা ছাপিয়ে যেতে পারে, এমন কিছু বানানো আর সম্ভব নয়। তার চেয়ে অন্য কিছু তৈরি করার চেষ্টা করি। সেটা বরং ভালো হবে। কারণ ৫০ বছর পরেও একটা ছবি নিয়ে চর্চা হচ্ছে, এমন ইতিহাস লেখা সব সময় সম্ভব নয়।'

সেলিম খান এবং জাভেদ আখতার 'শোলে'র চিত্রনাট্যকার। 'শোলে' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বার বার এই দুজনের নাম করেছেন রমেশ। 'শোলে' তৈরিতে তাঁদের অবদান যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও বুঝিয়েছেন। আলাদা করে ছবির নায়িকা হেমামালিনীর কথা উল্লেখ করেছেন। 'শোলে'র আগে রমেশের 'আন্দাজ' এবং 'সীতা ঔর গীতা' ছবিতে হেমামালিনী নায়িকা হয়েছেন। রমেশ বলেন, 'হেমামালিনী অনবদ্য কাজ করেছেন শোলে-তে। এই ছবির জন্য অনেক অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন তিনি। বাসন্তীর সংলাপ এত বছর পরেও ঠোঁটস্থ দর্শকের।'

এ দিনের অনুষ্ঠানে শোলে নিয়ে আরও টুকরো টুকরো নানা কথা উঠে এসেছে রমেশের মুখে। 'শোলে'র এডিটর এম. এস শিন্ডে, সিনেমা টোগ্রাফার দ্বারকা দিবেচার কৃতিত্বও আলাদা করে উল্লেখ করেছেন। বক্তব্য শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে 'শোলে'র পাশাপাশি দর্শকের তরফে সত্যজিৎকে নিয়েও কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল, রমেশ স্পষ্ট কোনও জবাব দেননি। তবে কলকাতায় পরিচালনা এবং প্রযোজনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ফেস্টিভালের উদ্বোধনে মমতাজির সঙ্গে আমার এই বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে। মুম্বই এবং কলকাতার যৌথ প্রযোজনায় যদি কিছু করা যায়। তবে তার জন্য ভালো সাবজেক্ট, চিত্রনাট্য প্রয়োজন।' কয়েক হাত দূরত্বে বসে ছবির পরিচালকের মুখে 'শোলে' নির্মাণের গল্প শোনার মতো এমন সুযোগ জীবনে বেশি বার হয়তো আসে না। তবু দিন শেষে বাঙালি তো, তাই সত্যজিৎ নিয়ে একটা কথা না হওয়ায় দর্শকের মনে বোধহয় হতাশা রয়েই গেল।

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসে সত্যজিৎ রায়ের কথা না বলে বলিউড পরিচালক রমেশ সিপ্পি গত শুক্রবার শিশির মঞ্চে আয়োজিত 'সত্যজিৎ স্মারক বক্তৃতা'য় রমেশের মুখে একবারের জন্যেও উচ্চারিত হল না সত্যজিতের নাম। সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে কোনও কথা শোনা গেল না। সত্যজিৎ রায় কী রকম ছবি করতেন তেন তিনি দার্শনিক ছবি নির্মাণ করতেন তা নিয়ে কোনও কথা বললেন না রমেশ সিপ্পি। সঞ্চালক কিংবা দর্শকের প্রশ্নের প্রসঙ্গে হাতে গোনা কয়েকটা কথা বললেও তা ছিল ভীষণভাবে দায়সারা। বরং পুরো আলোচনা চক্রটাই আল্টিমেট ক্লাসিক ফিল্ম অফ বলিউড 'শোলে' নিয়ে চলল। প্রায় সাতাশ মিনিটের দীর্ঘ বক্তৃতায় শোলে ছবি ব্যস্ত থাকলেন রমেশ।

শুধু বাংলা বা বাঙালি নয়, ভারতীয় সিনেমা থেকে শুরু করে বিশ্বের সিনেমার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নাম সত্যজিৎ রায়। লাইট -ক্যামেরা- অ্যাকশনের জগতে বাস্তব থেকে সৃজনশীল ভাবনাকে যিনি পর্দায় তুলে আনতে পেরেছিলেন তিনি বাঙালির প্রিয় মানিকবাবু। তাকে ঘিরে রমেশ সিপ্পির মতো বর্ষীয়ান পরিচালকের কথা শোনার আগ্রহে শিশির মঞ্চ ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। যেখানে আলোচনা চক্র, তার অদূরেই বিশপ লেফ্রয় রোড। সত্যজিতের বাস ভবন। কিংবদন্তি পরিচালককে নিয়ে বলিউড নির্মাতার কথা শুনতে সব বয়সীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এ কী, সঞ্চালক গৌতম ঘোষের সামনেই 'শোলে'র স্মৃতিচারণায় মেতে উঠলেন রমেশ।

ছবি ঃ সৌরভ দত্ত

দুইবার নোবেল পেলেও মনে ছিল না কোনও শান্তি

শঙ্করলাল কর্মকার

দ্বিতীয়বার যখন নোবেল পেলেন নোবেল কমিটি তাঁকে বলেছিল আপনি পুরস্কার না নিতে এলেই মঙ্গল! যিনি না এলে খুশি হবে নোবেল কমিটি, তিনি এক মহিলা। বিজ্ঞানী। বিখ্যাত। মাত্র আট বছর আগে, ১৯০৩ সালে, তিনি পেয়ে ছিলেন সে প্রাইজ। সে বার ফিজিক্সে। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে গবেষণার জন্য। এ বার মনোনীত হয়েছেন কেমিস্ট্রি প্রাইজের জন্য। পোলোনিয়াম ও রেডিয়াম আবি স্কারের জন্য। অর্থাৎ, মাত্র আট বছরের ব্যবধানে দু'-দু'বার দুই আলাদা বিষয়ে নোবেল। এ হেন বিজয়িনীর তো মহাসমারোহে অভ্যর্থনা পাওয়ার কথা। তাঁকে কিনা চিঠি লিখে জানানো হল, আপনি পুরস্কার নিতে না এলে ভাল হয়! কিন্তু কেন এমন বলা হল? কারণ মানুষের কুৎসা আর তাঁর অবৈধ প্রেমকাহিনি নিয়ে বিভিন্ন মিথ্যা প্রচার। কেউ তাঁকে বলত 'ডাইনি', কেউ বলত 'ঘর- ভাঙানি'। তথাকথিত প্রগতিশীল দেশ ফ্রান্সের মানুষের বিষনজর ছিল তাঁর উপর উ তবুও শেষমেশ তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে গিয়েছিলেন।

কলেজে পড়ার সময় থাকতেন একটি ঘুপচি ঘরে। ঠান্ডায় সেই ঘর হয়ে যেত হিমঘর। পেট চালাতে ল্যাবরেটরিতে কাচের পাত্র ধোয়ামোছার কাজও করেছেন। শুকনো ফল,পাউরুটি খেয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। কষ্টের সেই দিনগুলো সম্পর্কে পরে স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'এ জীবন, কোনও কোনও দৃষ্টিকোণে বেদনাদায়ক হলেও, আমার কাছে প্রকৃত আনন্দের। আমি পেলাম মুক্তি আর স্বাধীনতার স্বাদ, যা দারুণ মূল্যবান। প্যারিসে আমি অজানা-অচেনা, হারিয়ে গেলাম বিশাল শহরে। কিন্তু সেখানে একা থাকার, অন্যের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকার, অনুভূতি মোটেই হতোদ্যম করল না আমাকে, বরং এক প্রশান্তি আর তৃপ্তি ছেয়ে রাখল মন।' ফিজিক্সের ডিগ্রিতে প্রথম হয়ে ছিলেন। সেইসময় আলাপ হয়ে ছিল বিশেষ এক জনের সঙ্গে। পিয়ের কুরি। অধ্যাপক। গবেষণা করেন চাপের প্রভাবে ক্রিস্টালের তড়িৎ উৎপাদন এবং চুম্বকত্বের ওপর উষ্ণতার প্রভাব নিয়ে। দুজনে প্রেমে পড়লেন। বিয়েও করলেন। দু'বছর পর জন্মাল প্রথম মেয়ে। আইরিন। সাত বছর পর দ্বিতীয় মেয়ে ইভ। পদার্থবিজ্ঞানে চলেছে ধুন্ধুমার কাণ্ড। জার্মান বিজ্ঞানী উইলহেল্‌ম রন্টজেন আবিষ্কার করেছেন এক বিচিত্র আলো, যা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ভেদ করে যায় অনেক কিছু । রন্টজেন নাম দিয়েছেন 'এক্স-রে'। সে আবিষ্কারের কয়েক মাসের মধ্যে ফরাসি বিজ্ঞানী আঁরি বেকারেল পেয়েছেন আর এক খোঁজ। ইউরেনিয়াম মৌল আভা বা আলো ছড়ায়। আপনা আপনি। কেন? জানা নেই। কী সেই আলো ? ১৬ ডিসেম্বর, ১৮৯৭। রহস্যভেদে নামলেন দম্পতি। ইউরেনিয়ামের আলো বিকিরণের নাম দিলেন ওঁরা রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটি। আলো কেন? তারা বুঝলেন, ওটা পরমাণুর ভেতরের খেলা। শুধু ইউরেনিয়ামই কি আলো ছড়ায়? না কি তেমন মৌল আছে আরও? এটা-সেটা নিয়ে পরীক্ষা। শেষে এক পদার্থ। পিচ ব্লেন্ডি। যা থেকে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করা হয়। দম্পতি দেখলেন, পিচব্লেন্ডি-র রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি ইউরেনি য়ামের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, ওই জিনিসে লুকিয়ে আছে ইউরেনিয়াম ছাড়া অন্য কোনও মৌল, যা ছড়ায় রেডিয়োঅ্যাক্টিভিটি।

বাড়ি প্রকল্পে কাজ শেষ না হওয়ায় কারণ দেখার নির্দেশ

কলকাতা, ৮ নভেম্বর ঃ প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও গত এক বছরে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে নির্দিষ্ট মাপকাঠি মেনে অনেক বাড়ির কাজ শেষ না হওয়ায় তার কারণ খুঁজে দেখার জন্যে রাজ্য সরকার জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছে। দুই চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ ও কোচবিহার জেলায় এই প্রকল্পে অনেক বাড়ির কাজ বাকি থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট পাঠানোর জন্যে জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৭০ শতাংশ উপভোক্তা এই প্রকল্পে বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করলেও মাপকাঠি মেনে রাজ্যজুড়ে প্রায় তিন লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

জামাকাপড়ের মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, আতঙ্ক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৮ নভেম্বর ঃ বাঁকড়া বাদামতলায় জামাকাপড়ের মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক, দমকলের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা। শনিবার সকালে ওই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। মার্কেটের একতলার একটি দোকান থেকেই প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। দোকানের ভিতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। এই ঘটনায় ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি দমকলে খবর দেওয়া হলে আলমপুর থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ৩টি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই দোকানের মধ্যে জামাকাপড়ের কম্পিউটার ডিজাইনিং এর কাজ হত। ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকেই খুব সম্ভবত কম্পিউটারে আগুন ধরে এই বিপত্তি বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলেও দমকলের তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পুড়ে যাওয়া দোকানটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। বাঁকড়া নতুনপাড়ার বাসিন্দা মফিজুল ইসলাম বলেন, এদিন সকালে আমরা দেখি ওই বহুতল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে পুলিশ এবং দমকলে ফোন করা হয়। খবর দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই দমকল এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। দোকানের ভিতরেও জামাকাপড় ছিল। সেখান থেকেই আগুন দ্রুত ধরে যায়। দমকলের স্টেশন অফিসার, হাওড়া অরিজিৎ দাস জানান, তাঁদের কাছে সকাল সাড়টা নাগাদ খবর আসে একটি বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে আলমপুর থেকে তিনটে ইঞ্জিন আসে। প্রায় এক ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও জানা যায়নি।

মুর্শিদাবাদে চালু 'সীমান্ত কন্যা সুরক্ষা মিশন'

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ নভেম্বর ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় বেড়েই চলেছে নারী পাচার। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রত্যন্ত এলাকায় নারী সুরক্ষা আজও সেই মতো নেই। আর সেই কারণেই নিজেদের সুরক্ষায় মেয়েরা নিজেরাই হয়ে উঠুক সাবলম্বী। তাই মেয়েদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণে ছাত্রীদের নিয়ে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করলেন রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত কৌশভ সান্যাল। নাম দিয়েছেন 'সীমান্ত কন্যা সুরক্ষা মিশন'। মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ব্লক সুতি। আর সুতির সীমান্তবর্তী এলাকার গোঠা এ রহমান হাইস্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়। প্রত্যেক ছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেছে। ছাত্রীদের সুরক্ষায় কৌশভবাবুর এই উদ্যোগে খুশি স্কুল শিক্ষকরা। নারীদের আত্মরক্ষায় এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কৌশভবাবু। যে কেউ এসে তার কাছে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন বলে জানান কৌশভ সান্যাল। মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ নেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন ছেলেদের মানসিক চিন্তায় বদল আনা। সে ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন জরুরি। প্রশিক্ষক তার কথায়, মেয়েদের জন্য মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের জন্য জুডো, তায়কোয়ান্দো, কারাতে, উইং চুন এবং মুয়ে থাই জনপ্রিয় বিকল্প, যা শারীরিক সক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মরক্ষা বাড়াতে সাহায্য করে।

অবহেলায় রয়ে গেল 'বন্দে মাতরম' গানের সূতিকাগার

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৮ নভেম্বর ঃ ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতকে স্বাধীন করার জন্য যে শব্দকে বিপ্লবীরা 'রণধ্বনি' করেছিলেন তা হল বন্দে মাতরম। এর অর্থ 'মা তোমাকে বন্দনা করি'। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দে মাতরম' প্রথমে গান হিসেবে লেখা হলেও ১৮৮২ সালে তা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত এই গান বহু যুগ ধরে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীকে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। শুক্রবার যা গোটা দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে জাতীয় গান 'বন্দে মাতরম'-এর সার্ধশতক বর্ষ। শুক্রবার 'বন্দে মাতরম'-এর দেড়শ বছর পূর্তিতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 'বন্দে মাতরম' সার্ধ শতবর্ষ স্মরণ করে সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে। তবে এই সবকিছুর মধ্যেও 'বন্দে মাতরম' গানের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত লালগোলা অন্ধকারেই রয়ে গেছে। 'বন্দে মাতরম' গানটি সঠিক কত তারিখে কোথায় লেখা হয়েছিল এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও মুর্শিদাবাদে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকার সময় বঙ্কিমচন্দ্র লালগোলা রাজবাড়ির পট ভূমিকায় এই গান রাজার অতিথি নিবাসে বসে লিখেছিলেন বলেই বেশিরভাগ লোক মনে করেন। ইতিহাসের পাতা ঘাটলে জানা যায়, ১৮৭৩ সালে বহরমপুর শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মরত থাকার সময় একদিন পালকি করে বহরমপুর ব্যারাক স্কোয়ার মাঠ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন এক ব্রিটিশ কর্নেল সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিলেন। ওই মাঠ দিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কর্নেল এবং তাঁর বন্ধুদের বিবাদ হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সেই সময় ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এরপর ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ওই কর্নেলের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৭৪ সালের ১৫ জানুয়ারি কোর্টের রায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জয় হয় এবং ওই কর্নেলকে প্রকাশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে বলা হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম ও আনন্দমঠের উৎসমুখী লালগোলা' গ্রন্থের লেখক সুমন কুমার মিত্র বলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের হয়ে ওই মামলায় প্রধান সাক্ষী হয়েছিলেন লালগোলার মহারাজ রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়। মামলার রায় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে যাওয়ার পর ব্রিটিশদের কাছে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারে এই আশঙ্কা করে মহারাজা বঙ্কিমচন্দ্রকে লালগোলার রাজবাড়িতে অতিথি হিসেবে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানান।' তিনি বলেন, 'এই ঘটনার কিছুদিন আগে থেকেই ম্যালেরিয়ার কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল। তাই তিনি সরকারের কাছে ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও লালগোলার মহারাজার আমন্ত্রণের সাড়া দিয়ে জানুয়ারি মাসেই লালগোলায় চলে আসেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই লালগোলা রাজবাড়ি এবং কলকলি নদীর প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম' গানের 'বন্দে মাতরম্ সুজলাং সুফলাং থেকে রিপুদলবারিণীং মাতরম্' পর্যন্ত অংশটি লিখেছিলেন।' বঙ্কিমচন্দ্র কোন পরিপ্রেক্ষিতে লালগোলার মাটিতে এই গান লিখেছিলেন তা বোঝাতে গিয়ে সুমনবাবু বলেন, '১৮৭৪ সালে জানুয়ারি মাসের শেষ দিন এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিন মাঘী পূর্ণিমা ছিল। লালগোলার মহারাজদের মূল নিবাস উত্তরপ্রদেশে হওয়ায় তাঁদের পরিবারে বড় করে এই দিনটি পালন করা হতো। সে সময় উত্তরপ্রদেশ এবং অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর সন্ন্যাসী রাজ পরিবারের আমন্ত্রণে লালগোলায় আসতেন। লালগোলায় এসে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র দেখতে পেয়েছিলেন রাজ পরিবারের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর, মন্দিরে শৃঙ্খলিত কালী মায়ের মূর্তি এবং রাজগুরু পরিবারের দুর্গা মূর্তি। লালগোলা রাজ পরিবারে মায়ের তিন ধরনের যে মূর্তি তিনি দেখেছিলেন তাঁর সেই বর্ণনা আমরা 'আনন্দমঠে' লেখায় দেখতে পাই। সেখানে তিনি মুক্ত জগদ্ধাত্রী ঠাকুরকে 'ভারত মা' হিসেবে দেখে লিখেছিলেন 'মা যা ছিলেন', শৃঙ্খলিত কালীমূর্তিকে পরাধীন ভারতের সঙ্গে তুলনা করে লিখেছিলেন 'মা যা হয়েছেন' এবং রাজগুরু পরিবারের দুর্গা মূর্তির সঙ্গে তিনি স্বাধীন ভারতের তুলনা করে লিখেছিলেন 'মা যা হইবেন'। এই ধরনের মন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও নেই যা দেখে বঙ্কিমচন্দ্র এই গান অন্য কোথাও লিখে থাকতে পারেন।' বিখ্যাত এই গানের বিভিন্ন কথা উদ্ধৃত করে সুমনবাবু বলেন, 'এই গানের একটি লাইনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে'। ১৮৭১ সালের প্রথম জনগণনার 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি প্রভিন্স'- এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬ কোটি ৯৫ লক্ষ। যা ১৮৭৪ সালে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে সাত কোটিতে। এই হিসাব ইঙ্গিত করে ১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র লালগোলায় থাকাকালীন এই গান লিখেছিলেন। ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'আমার দুর্গোৎসব প্রবন্ধে' এক জায়গায় তিনি লিখছেন, 'মা তোমায় ছয় কোটি সন্তান'। কারণ ১৮৭৪ সালের ৮ এপ্রিল 'প্রথম বঙ্গভঙ্গ' হয়। সেই সরকারি নির্দেশে কাছাড়, গোয়ালপাড়া এবং সিলেট এই তিন প্রদেশ ভাগ হয়ে আসামের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং বাংলা থেকে প্রায় ১ কোটি জনসংখ্যা বাদ হয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে দু'টি পৃথক লেখায় দু'টি পৃথক জনসংখ্যার উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন এই গান তিনি লালগোলাতেই লিখেছিলেন। বহু ঐতিহাসিক বলেন, লালগোলা রাজবাড়িতে থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র কালীবাড়িতে ঢুকতে ডান দিকের দোতলার একটি ছোট ঘরে বসে লেখালিখি করতেন। বর্তমানে ওই ঘরের ভেতরের অংশ ভেঙে পড়েছে। সিঁড়িও ভেঙে পড়েছে। ১৮৬৮ সালে রাজবাড়ির তরফ থেকে যে অতিথি নিবাস তৈরি করা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেই দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। পরবর্তীকালে সেটি লালগোলা রাজবাড়ির বিডিও অফিস ছিল। তবে সংস্কারের অভাবে সেই ভবন এখন জীর্ণ। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র তরফ থেকে দু'বার 'সার্ভে' করা হলেও ভবন সংস্কারের জন্য কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অনেকের অভিযোগ। লালগোলার সাধারণ মানুষ দাবি করেন, যে প্রেক্ষাপটে বসে এই বিখ্যাত কালজয়ী গান রচনা করা হয়েছিল তার প্রায় সবই মুছে যেতে বসেছে। লালগোলাবাসীর অভিযোগ, যেখানে বসে এই গান রচনা করা হয়েছিল আজ পর্যন্ত সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মূর্তিও নেই। কেবল রাজবাড়ির দেওয়ালে সাহিত্য সম্রাটের একটি ছবি আঁকা রয়েছে। যেখানে প্রদীপ- মোমবাতি জ্বালিয়ে সম্মান জানান তাঁর গুনগ্রাহীরা। মুর্শিদাবাদ জেলা ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রের সম্পাদক অরিন্দম রায় বলেন, 'বন্দে মাতরামের সূতিকাগার রক্ষা করার জন্য এখনও তেমন কোনও উদ্যোগ আমার চোখে পড়েনি। 'বন্দে মাতরমে'র ১৫০ বছর দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে। কিন্তু যে প্রেক্ষাপটে এবং যেখানে বসে এই গান রচনা করা হয়েছিল সেখানে কোনও স্মারক চিহ্ন তৈরি করা হয়নি বা সেই এলাকাকে প্রচারের আলোয় আনার জন্য কোনও ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি।' তিনি জানান, 'বঙ্কিমচন্দ্র লালগোলায় থাকার কিছু স্মৃতি চিহ্ন এখনও রয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করা যেতে পারত। লালগোলায় যেখানে বসে বঙ্কিমচন্দ্র এই গান রচনা করেছিলেন সেখানে তার একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরি করা হলে সাধারণ মানুষ ওই ঐতিহাসিক জায়গার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।'

কোকরাঝাড় বিস্ফোরণের সময় অনুকরণীয় সতর্কতার জন্য ফ্রন্টলাইন রেল কর্মীদের অভিনন্দন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৮ নভেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, তিনজন ফ্রন্টলাইন রেল কর্মীকে তাদের অনুকরণীয় সতর্কতা, পেশাদারিত্ব এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের জন্য সম্মানিত করেন যা সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে সাহায্য করেছিল। জিতেন্দ্র কুমার (লোকো পাইলট - গুডস / আলিপুরদুয়ার জং.), শৈলেন্দ্র কুমার কেশরী (সিনিয়র এএলপি / আলিপুরদুয়ার জং.) এবং ভোলারাম দাস (ট্রেন ম্যানেজার - গুডস / আলিপুরদুয়ার জং.)-কে কর্তব্যরত অবস্থায় সতর্কতা এবং নিষ্ঠার জন্য গতকাল নগদ পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট দ্বারা সম্মানিত করা হয়। ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রায় ০০.৫৭ ঘন্টায়, 'চিনি' বহনকারী পণ্যবাহী ট্রেনটি বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অঞ্চলের কোকরাঝাড় এবং সালাকাটি স্টেশনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় কর্মীরা হঠাৎ একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেন থামায়, নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে এবং ওএইচই মাস্ট নং. ২২৮১-এর কাছে একটি সন্দেহজনক বিস্ফোরণের ফলে রেলওয়ে ট্র্যাকের ক্ষতি দেখতে পায়। তাদের দ্রুত এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের ফলে আরও ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে, সময়মতো ট্রেন চলাচল পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়েছে এবং রেলের সম্পত্তি এবং জীবন উভয়ই সুরক্ষিত হয়েছে। ফ্রন্টলাইন কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার এবং সুরক্ষা কর্মীদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ক্ষতিটি দ্রুত মেরামত করা হয়। তাদের নিষ্ঠা এবং টিম ওয়ার্কের ফলে ধ্বংসাবশেষ দ্রুত অপসারণ, ক্ষতিগ্রস্ত স্লিপার এবং রেলওয়ে ট্র্যাক প্রতিস্থাপন এবং স্থানটির পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়, যার ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ট্রেন চলাচল নিরাপদে পুনঃরায় শুরু করা সম্ভব হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সকল ফ্রন্ট-লাইন কর্মী এবং কর্মীদের নিষ্ঠা, তৎপরতা এবং টিম ওয়ার্কের স্বীকৃতি প্রদান করে, যারা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও অপারেশনাল সুরক্ষার প্রতি অটল প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছেন। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেওয়ার এবং সম্পদ একগোট করার জন্য তাদের প্রস্তুতির ফলে রেল নেটওয়ার্ক ন্যূনতম ব্যাঘাতের সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

রিষড়া থানা কর্তৃক বাৎসরিক পূজার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পুলক চক্রবর্তী, রিষড়া, ৮ নভেম্বর ঃ রিষড়া থানা কর্তৃক আয়োজিত হলো এক বিশাল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যে অনুষ্ঠান মূলত রিষড়া এলাকার সমগ্র বছরের পূজা উৎসবকে কেন্দ্র করে আয়োজিত করা হয়েছে যেখানে রয়েছে রামনবমী, দূর্গা পূজা, ছট পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা মহরম এর মত উৎসবগুলি। এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভার আয়ত্তাধীন রিষড়া রবীন্দ্রভবনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অমিত পি জাভওহল গি (আইপিএস পুলিশ পুলিশ কমিশনার, চন্দননগর), অর্ণব বিশ্বাস আইপিএস ডেপুটি কমিশনার শ্রীরামপুর চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, জি অরবিন্দ আইপিএস অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, শুভঙ্কর বিশ্বাস এসিস্টেন্ট কমিশনার অফ পুলিশ ট্রাফিক পুলিশ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট, সি এমডি আলী রাজা চন্দননগর পুলিশ কমিশনার, প্রবীর দত্ত সি, আই রিষড়া পুলিশ, পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রা, উপ-পৌর -প্রধান জাহিদ হাসান খান, সহদত হোসেন রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, শিশির ঘোষ , রিনন্ড ফরমার ইন্ডিয়ান ফুটবলার। এবং রিষড়ার সকল ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর গন যেমন- অভিজিত দাস, ঝুম্পা সরকার, এবং নয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ঊষা দেবি সাউ প্রকাশ সাউ, শীতল ঘটক প্রমুখরা। প্রত্যেক পূজাতে এবং উৎসবে থানা অধিকারী পূজা কমিটি গুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয় সম্মান, স্মারক এবং পুরস্কার। উক্ত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রামনবমী, ছট পূজা, মহরম এর পাশাপাশি দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় আয়োজন চিন্তাভাবনা পরিবেশ শোভাযাত্রা থিম প্যান্ডেল প্রতিমা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যেখানে পুরস্কার গ্রহণ করে রিষড়া রবীন্দ্র সংঘ, বন্ধু গোষ্ঠী, লেলিন মাঠ যুবগোষ্ঠী, অঙ্কুর, রিষড়া এক নম্বর যুবকবৃন্দ ও অন্যান্যরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায় সমগ্র অনুষ্ঠানটির প্রাথমিক পর্যায়ে অতিথিবর্গকে উত্তরীয় ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। পূজা কমিটি গুলো অত্যন্ত আনন্দের সাথে এবং গর্বের সাথে পুরস্কার গ্রহণ করেন আই,পি,এস অফিসার অমিত পি জাভালওগি , পৌর প্রধানের হাত থেকে। ঐতিহ্যমন্ডিতে উৎসবের মূল কেন্দ্র রিষড়া আমাদের গর্বের শহর বলে পরিগণিত হয় পৌরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্রার বক্তব্যে। ঈশ্বর উন্নতিকরণে এবং আগামী দিনের পূজা ও উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আবারও সবার সাথে একসাথে মিলিত হয়ে রিষড়া কে সর্ব শিখর শহরে পৌঁছে দেওয়ার ব্রত ও সংকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

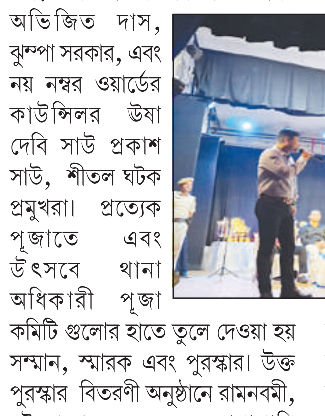

বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন না বিএলও রা, বিজেপির অভিযোগের সুরেই সিদ্দিকুল্লা - প্রশ্ন উঠছে এস আই আর প্রক্রিয়া নিয়ে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ নভেম্বর ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এস আই আর প্রক্রিয়ায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম ফিল আপ করছেন না বহু বিএলও। শনিবার বর্ধমানে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এই অভিযোগ তুলে বলেন, অনেক এলাকায় দেখা যাচ্ছে বিএলও রা মন্দির, মসজিদ, ক্লাব কিংবা রাস্তার ধারে বসে ফর্ম বিলি করছেন বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মাধ্যমেই ফর্ম পূরণ করাচ্ছেন। যা সম্পূর্ণভাবে কমিশনের নিয়মবিরুদ্ধ এবং মানুষের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে বিজেপির পক্ষ থেকেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছিল। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি ছিল, বহু বিএলও শাসক দলের নির্দেশে কাজ করছেন, ফলে প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষতা বজায় থাকছে না। এদিন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরীর বক্তব্যে বিজেপির অভিযোগেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এক রাজ্যের মন্ত্রীর মুখে এই বক্তব্য উঠে আসায় প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। মন্ত্রী জানান, এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে চার দিন হয়ে গেল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কোথাও ৪০ শতাংশ, কোথাও ৫০ শতাংশ ফর্ম ফিল আপ হয়েছে মাত্র। আবার অনেক জায়গায় পর্যাপ্ত ফর্মই পৌঁছায়নি। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে আলোড়ন তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মাঠ পর্যায়ে সঠিকভাবে কার্যকর হচ্ছে কি না। বিজেপি ও তৃণমূলের দুই প্রান্ত থেকেই যখন একই অভিযোগ উঠছে, তখন এই বিষয়টি রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এস আই আর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকেই একের পর এক অভিযোগে প্রশাসন ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক তীব্র হচ্ছে। এবার রাজ্যেরই এক মন্ত্রীর মুখে সেই অভিযোগ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠায় রাজ্য রাজনীতি জুড়ে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।

মালদায় হয়ে গেল নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার শোরুমের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৮ নভেম্বর ঃ শনিবার মালদার ইংরেজ বাজারের যদুপুর গাবগাছিতে উদ্বোধন হল একটি ইলেকট্রিক স্কুটার শোরুমের। বোসনি এন্টারপ্রাইজ নামে ওই শোরুমে বি ইউ ফোর নামে ইলেকট্রিক স্কুটার পাওয়া যাবে। এই ইলেকট্রিক স্কুটার একবার চার্জ দিলে এক ইউনিটে ১১০ কিলোমিটার চলবে। কোম্পানির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই ইলেকট্রিক স্কুটার ভারতে তৈরি এবং গুজরাতের আমেদাবাদে এর কারখানা রয়েছে। অন্যান্য ইলেকট্রিক স্কুটার এর সঙ্গে এই স্কুটারের অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই ইলেকট্রিক স্কুটার কিনলে তিন বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে কোম্পানির তরফে, যা কোনও কোম্পানির তরফের দেওয়া হয় না বলে দাবি। এদিন এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বোসনি এন্টারপ্রাইজের কর্ণধার হাজি মেরাজুল বোসনি ও সহ কর্ণধার শফিকুল আলম। পাশাপাশি ছিলেন কোম্পানির ন্যাশনাল সেল হেড সৌমিল খ্রিস্টিয়ান, ডিলার ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার সুমিত শেলার, টেরিটরি সেলস ম্যানেজার ধ্রুব পাঞ্চাল, রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার শ্রীকান্ত চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও এই ইলেকট্রিক স্কুটার কেনার ক্ষেত্রে থাকছে আকর্ষণীয় অফার এবং গিফট। তাছাড়াও খুব শীঘ্রই ইলেকট্রিক বাইক ও লঞ্চ হচ্ছে। তাই আর দেরি না করে আজই আসুন বোসনি এন্টারপ্রাইজ আমাদের ঠিকানা গাবগাছি যদুপুর এবং বাঁধা পুকুরের মাঝখানে হট বিরিয়ানির উল্টোদিকে।

বারুইপুরে শুরু হলো একমাসের জন্য রাজধানী সার্কাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ৮ নভেম্বর ঃ শীতের আগমন ঘটে গেছে। আর শীত মানেই ভরপুর খাওয়া-দাওয়া, বেড়ানো। আর শীতের এই শুরুতেই বারুইপুর রাসমাঠে শুরু হয়ে গেল প্রতি বছরের মতো এ বছর ও সার্কাস। বারুইপুরের রায়চৌধুরি জমিদারদের তিনশো বছরের প্রাচীন রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে রাস উৎসবকে সামনে রেখে একমাস ধরে মেলা শুরু হয়েছে। আর এই মেলার মূল আকর্ষণ সার্কাস। পশু পাখী, জন্তুহীন বর্তমানে সার্কাস। তবে এরজন্য সার্কাস প্রেমী মানুষের ঘাটতি নেই। সার্কাস এক ধরনের বিশেষ বিনোদন কেন্দ্র বা বিনোদন প্রক্রিয়া বিশেষ। এর মাধ্যমে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্মল আনন্দ ও চিত্তাকর্ষক বিষয়াবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত হন। সার্কাসে এক দলভূক্ত বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। তারা শারীরিক ব্যায়াম, বিশেষ কলা-কৌশল, ভাঁড়, মূকাভিনয়, রশি দিয়ে হাঁটা সহ একাধিক দক্ষতা প্রদর্শন বা উপস্থাপনা করে থাকেন। বারুইপুর রাস মাঠে রাজধানী সার্কাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানন দাস সহ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলারগন। এই সার্কাসে মনোরঞ্জনের একাধিক খেলা নিয়ে হাজির হয়েছে তারা। যা দেখে মুগ্ধ হতে হবে দর্শকদের। আগামী একমাস ধরে চলবে এই সার্কাস বলে জানালেন সার্কাসের ম্যানেজার নুর ইসলাম মন্ডল। তিনি এও বলেন, নতুন ধরনের একাধিক খেলা দেখতে পাবেন এখানে। প্রতিদিন তিনটে করে শো। এদিন এই সার্কাসের উদ্বোধন করে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ছোট বেলা থেকে সার্কাস আমার প্রিয়। তাই তো এখনো সময় পেলে সার্কাস দেখতে যাই। আর বারুইপুরের সাথে সার্কাস জড়িয়ে আছে বহু বছর ধরে। বিনোদনের এই খেলাকে হারিয়ে যেতে দিলে হবে না। সবাই আসুন সার্কাস দেখুন ও আনন্দ উপভোগ করুন।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

CORRIGENDUM NOTICE

Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/APAS/041(e)/2025-26

Date: 17/10/2025

3. Tender ID No.:

2025_MAD_927841_3 (SL-03)

The bid Submission Closing date is hereby extended up to 29.11.2025 in place of 05.11.2025. Date Corrigendum published. For Details: wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman

Uttarpara-kotrung Municipality

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল গুলসান বেগম, স্বামী মহঃ গফফার আনসারি, সাং- বানীপুর পোষ্ট- বানীপুর, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১৩০৪। মিনারা বেগম মোল্লা, স্বামী- বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা, ইমরোজ নাওয়াজ মোল্লা, পিতা-বদরুদ্দিন আহমেদ মোল্লা, সাং- একই A.D.S.R রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত 050301332/2021 সাং পোষ্ট থানা সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া এর নিযুক্ত আমমোক্তার বদরদ্দিন আহম্মোদ মোল্লা পিতা- মরহুম আব্দুল অদুত মোল্লা সাং, পোষ্ট ও থানা সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া, এর নিকট থেকে A.D.S.R রানীহাটি অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ০৫০৩০১৩৩১ /২০২১ আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা-সাঁকরাইল, মৌজা- সাঁকরাইল জলা, জে.এল. ২১ এল.আর. খতিয়ান নং ৩৬৭৫ এল.আর. দাগ নং ১৮৩১ এ অবস্থিত কমিবেশী ৩. শতক জমি ০৫০৩০৫২১২ / ২০২৫ দলিল মূলে A.D.S.R রানীহাটিতে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O সাঁকরাইল এর নিকট আপিল করিতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Pervez Nowaz Mollah, Advocate,
Howrah Judge's Court,
Enr. No.-F-2070/2138/2017

Raghunathpur Gram Panchayat
(Under Serampore- Uttarpara Dev. Block.)
Raghunathpur, Hooghly.
NIT NO:-005/RGP/2025-2026 Date:-31/10/2025
Tender ID :- 2025_ZPHD_935509_1 to 2025_ZPHD_935509_4
Bid submission end date:-19/11/2025 1:00PM
Bid opening date:-21/11/2025 1:00PM

মুখ্যমন্ত্রীকে কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৮ নভেম্বর ঃ ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্য ও বিকৃত ছবি পোস্টের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমানের এক যুবক। ধৃতের নাম সন্দীপ কুন্ডু। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কটূ ও অবমাননাকর মন্তব্য করে চলেছিলেন তিনি। পুলিশ তদন্তে নেমে সন্দীপ কুন্ডুকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ধৃতের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে আদালতে পাঠানো হয়।

HDFC BANK
We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউজ, সেনাপতি বাপেট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর অফিসের একটি হচ্ছে রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং পাবলিক নোটিশ

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের (ব্যাংক) নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা ব্যাংকের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রির বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে, যাতে সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ / ওভারড্রাফ্ট সুবিধা পাওয়া যায়।

ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা সম্মত ঋণের শর্তাবলী অনুসারে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ক্রমাগত ব্যর্থতার কারণে, নিম্নলিখিত ঋণ অ্যাকাউন্টগুলি খেলাপি অবস্থায় রয়েছে। ব্যাংক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ জারি করেছে, যার মধ্যে রয়েছে নীচে উল্লিখিত তারিখে চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশ, যেখানে ব্যাংক অঙ্গীকার আহ্বান করেছে এবং ঋণগ্রহীতাকে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টগুলিতে সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৭ দিনের সময় দিয়েছে, তা না হলে, ব্যাংক এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ জারি না করেই অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে। ঋণগ্রহীতারা অবহেলা করেছেন এবং বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই, ঋণ চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার অধিকার প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা হিসাবে **১৭ নভেম্বর ২০২৫** বা তার পরে ব্যাংকের কাছে ঋণগ্রহীতাদের পাওনা আদায়ের জন্য সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনও সময়, স্টক মার্কেটের অস্থিরতার কারণে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে যায় এবং মার্জিনের প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি তৈরি হয়, তাহলে ব্যাংক তার বিবেচনার ভিত্তিতে এক (১) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ সিকিউরিটি বিক্রি করবে, এই বিষয়ে আর কোনও নোটিশ ছাড়াই। ঋণগ্রহীতা(রা) বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ের পরে, অবশিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রম নং.	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	৬ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া অর্থের পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	XXXXXXXXXX২০২৩	বিপিন কুমার রস্তোগী	৪,৮৪,৭৬৭.২৫	০৭-১১-২০২৫
২	XXXXXXXXXX০৬৫৭	মনিময় ঘোষ	৭,১৭,৬৫৬.৯৫	০৭-১১-২০২৫
৩	XXXXXXXXXX০০৮০	নীলমণি পাল	১,৫৮,২৪২.৪৩	০৭-১১-২০২৫
৪	XXXXXXXXXX০১০৩	লালন জি পান্ডে	১,৩৯,০৪৮.২৯	০৭-১১-২০২৫
৫	XXXXXXXXXX৮৬৩২	সার্বজিত বারিক	১৮,৭৩,০২২.১০	০৭-১১-২০২৫
৬	XXXXXXXXXX০২০১	বীনা দাস	২১,৫৪২.৭৭	০৭-১১-২০২৫
৭	XXXXXXXXXX৩৭৩১	কিষান পচিসিয়া	৮৪,৫৩৬.০০	০৭-১১-২০২৫
৮	XXXXXXXXXX১৭৮০	প্রেমলতা শর্মা	১,৬৯,০০৯.৩৫	০৭-১১-২০২৫
৯	XXXXXXXXXX৮২০০	বিমলা অশোক বদলানি	৬,৩৯,৪২৬.৬৩	০৭-১১-২০২৫
১০	XXXXXXXXXX৮৭০২	কৌশিক নাগ	১৭,৫৫,৮৮৯.১৩	০৭-১১-২০২৫
১১	XXXXXXXXXX৫১৪৪	হিমাংসু কুমার অধিকারী	১২,১০৩.৬০	০৭-১১-২০২৫
১২	XXXXXXXXXX৭২৭২	মনোজ কুমার গোয়াল	৯,৯৩,৭১৮.৮০	০৭-১১-২০২৫
১৩	XXXXXXXXXX১১১২	আবিদ খান	১,৬০,৬৭২.৪৩	০৭-১১-২০২৫
১৪	XXXXXXXXXX২১৯২	শঙ্কর চন্দ্র কুইটি	৪,৩৫,২১৫.৬৮	০৭-১১-২০২৫
১৫	XXXXXXXXXX১১৯৯	চিত্র চক্রবর্তী	৮৬,৬৪০.৪০	০৩-১১-২০২৫
১৬	XXXXXXXXXX৯৭৮৮	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	৮,১২,৬০৮.৮৩	০৭-১১-২০২৫
১৭	XXXXXXXXXX০৭৪৯	সায়নেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫১,১০৮.০০	০৭-১১-২০২৫
১৮	XXXXXXXXXX৩৭৯২	অনিক সারঙ্গী	৮,৮৯,৩৫৯.০০	০৭-১১-২০২৫
১৯	XXXXXXXXXX৪৩৭০	ড. তুষার কান্তি দে	৪,৬১,৭৯৫.০৮	০৭-১১-২০২৫
২০	XXXXXXXXXX৫৩০১	স্নিগ্ধা বসু	৩,৩৯,০২২.৫৭	০৭-১১-২০২৫
২১	XXXXXXXXXX৯৩৯৯	অমিত কুমার ঝা	১,৫১,৯৩৮.১৬	০৭-১১-২০২৫
২২	XXXXXXXXXX৭৫৩৭	সুনীল কুমার ঝা	৬,৯০,৪৭৭.০৫	০৭-১১-২০২৫
২৩	XXXXXXXXXX৫৪৫২	অমিত কুমার গাঙ্গুলি	৫,৫৩,৫৪৮.৩৭	০৭-১১-২০২৫
২৪	XXXXXXXXXX৮৬৯৬	সুরত ঘোষ মজুমদার	৯,৭৬,১৬১.২১	০৭-১১-২০২৫
২৫	XXXXXXXXXX৯৯০৯	দেবাশিস ঘোষ	৫৯,২৭৭.৩২	০৭-১১-২০২৫
২৬	XXXXXXXXXX২২৬০	সিকু মাঝি	৭,৮৫,০২৪.০০	০৭-১১-২০২৫
২৭	XXXXXXXXXX৫৬১৫	সুরজিত সুর	৭১,৫৫৬.১২	০৭-১১-২০২৫
২৮	XXXXXXXXXX৭৩৬৫	অশোক কুমার চৌধুরী	২,৪৩,৩৩৩.৪২	০৭-১১-২০২৫
২৯	XXXXXXXXXX৭৭৮৬	নীলাঞ্জনা দত্ত বোস	১,৯২,১৭০.৮১	০৭-১১-২০২৫
৩০	XXXXXXXXXX৩৮৩৪	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	৬৭,১০৫.০০	০৭-১১-২০২৫
৩১	XXXXXXXXXX২৯২২	মনোজ মেশরাম	২,০০,৫২৪.৪৯	০৭-১১-২০২৫
৩২	XXXXXXXXXX৭২০৭	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	১,২০,৮৭২.০৩	০৭-১১-২০২৫
৩৩	XXXXXXXXXX৮৯০২	সঞ্জয় সাহা	১,৫৪,৮২৬.১২	০৭-১১-২০২৫
৩৪	XXXXXXXXXX৩১৭৬	পামেলী চৌধুরী	২,২২,৫৭১.০০	০৭-১১-২০২৫
৩৫	XXXXXXXXXX৫৫৩২	পিংকি দাস	১,০১,৬৩৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৩৬	XXXXXXXXXX৫৭২১	পার্বতী জয়সওয়াল	৬,৭৬,২৯৫.৮৩	০৭-১১-২০২৫
৩৭	XXXXXXXXXX৭২৭৯	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	৩,২৫,৭২৬.০০	০৭-১১-২০২৫
৩৮	XXXXXXXXXX১৫৪৯	অনির্বাণ চ্যাটার্জি	৪,৬৭,৫৭১.৬৬	০৭-১১-২০২৫
৩৯	XXXXXXXXXX১৮০৪	সঙ্গীতা ঝুনঝুনওয়ালা	৩,৬২,১৫৩.৩৬	০৭-১১-২০২৫
৪০	XXXXXXXXXX১৮১০	ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য	৬,৬৯,৭৮৪.৬৫	০৭-১১-২০২৫
৪১	XXXXXXXXXX৮৫৫৩	হরিশ কুমার সিং	৭,১৯,৬০৫.৫৬	০৭-১১-২০২৫
৪২	XXXXXXXXXX২৯২২	সামিরুল ইসলাম	৬৪,৭১৭.৭২	০৭-১১-২০২৫
৪৩	XXXXXXXXXX৯৭৯২	স্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়	১,৪২,৩৮২.০০	০৭-১১-২০২৫
৪৪	XXXXXXXXXX৮৫৬৮	সেখ শোয়েব আলী	১,৩৩,৪৩৩.৬৫	০৭-১১-২০২৫
৪৫	XXXXXXXXXX০৪৩৯	সন্দিপ পাল	১,৩৭,৭৪৬.৫৬	০৭-১১-২০২৫
৪৬	XXXXXXXXXX২৫৩১	শ্যামসুন্দর হালদার	৭৪,১২৯.৯৯	০৭-১১-২০২৫
৪৭	XXXXXXXXXX৯৬৯	সুমন জৈন	৮,৫৩,৯৪০.১৬	০৭-১১-২০২৫
৪৮	XXXXXXXXXX১৪৭৭	চন্দন সাহা	৭৪,১৭৯.৯৯	০৭-১১-২০২৫
৪৯	XXXXXXXXXX৭৮৪৮	সুমিতা রায়	১৮,২১০.৩০	০৭-১১-২০২৫
৫০	XXXXXXXXXX৬০২৮	অমিত কুমার সাহু	৩,২২,৫৪৫.০৩	০৭-১১-২০২৫
৫১	XXXXXXXXXX৩২৮০	চন্দন প্রসাদ বাড়ি	৫৮,৮৩৬.৯৪	০৭-১১-২০২৫
৫২	XXXXXXXXXX১৯৪২	মহম্মদ ওবায়দুর রহমান	১০,০৯,৬৮৬.০০	০৭-১১-২০২৫
৫৩	XXXXXXXXXX৮৮০০	শান্তিদেবী যাদব	৪,৫৮,৫৫৭.৩৩	০৭-১১-২০২৫
৫৪	XXXXXXXXXX৮১৪৮	শোভন চ্যাটার্জি হালদার	১,৪২,৪৭৪.১৪	০৭-১১-২০২৫
৫৫	XXXXXXXXXX৬৫৪৯	বিভা শ্রীবাস্তব	১৯,১১,০২৮.৯৯	০৭-১১-২০২৫
৫৬	XXXXXXXXXX৯৭১৮	প্রবীর দে	৯,৯১,৯৫৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৫৭	XXXXXXXXXX৪০২৪	বরুণ ঘোষ	৩৯,৩৫৫.০০	০৭-১১-২০২৫
৫৮	XXXXXXXXXX৭১৪৪	বিনা জোধানি	৬,৭২,৪০১.০০	০৭-১১-২০২৫
৫৯	XXXXXXXXXX৮২২৮	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৩,৯৬,১৬৭.৮১	০৭-১১-২০২৫
৬০	XXXXXXXXXX৮৩৮২	রবীন্দ্র নাথ শর্মা	৬,২১,৬১৭.০৯	০৭-১১-২০২৫
৬১	XXXXXXXXXX১৮৬১	শ্যামলাল রামেশ্বর শর্মা	৪৪,৪৯,৫৬৪.০০	০৭-১১-২০২৫
৬২	XXXXXXXXXX৯১৪৪	প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য	৬,০৩,৩৭১.২৩	০৭-১১-২০২৫
৬৩	XXXXXXXXXX৪৩২২	স্বরাজ বন্ধু হাজরা	৬,০১,৭৬৯.২১	০৭-১১-২০২৫
৬৪	XXXXXXXXXX১২৯৬	রামগোপাল জোধানি	১১,২২,১৮৭.৬০	০৭-১১-২০২৫
৬৫	XXXXXXXXXX২০৩০	শান্তি দেবী জোধনী	১৪,৯১,৬৩৯.৬০	০৭-১১-২০২৫
৬৬	XXXXXXXXXX৫২৫৬	প্রসন্ত দত্ত	১,৭৪,৬২২.৭৮	০৭-১১-২০২৫
৬৭	XXXXXXXXXX৩৬৬৪	দেবরাজ রায়	৯,৭৯,১৫২.০৯	০৭-১১-২০২৫
৬৮	XXXXXXXXXX৮৮৯৭	চিরন্তন ঘোষ	৫৯,৫৪৯.০০	০৭-১১-২০২৫
৬৯	XXXXXXXXXX২৪৬২	মিহির রঞ্জন সেন	২০,১৭,৭৩৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৭০	XXXXXXXXXX২২৬০	নন্দলাল ভারদ্বাজ	৪,৯৯,৭১৮.৭৪	০৭-১১-২০২৫
৭১	XXXXXXXXXX৩৪৪২	সঞ্জীব মিত্র	৩,২১,০৯৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৭২	XXXXXXXXXX৫৯৭০	সায়ন্তন কোনার	৪,৪৮,৭৯৭.২০	০৭-১১-২০২৫
৭৩	XXXXXXXXXX০১৬৮	লুক্সমি রয়	১৬,৩৬,৪৬১.৬০	০৭-১১-২০২৫
৭৪	XXXXXXXXXX০২১৫	অর্ধেন্দ সেন	২০,১৭,১৩৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৭৫	XXXXXXXXXX৬৯৫১	অনুপ্রিয়া	৩,৩৬,৭৫৭.৫৮	০৭-১১-২০২৫
৭৬	XXXXXXXXXX৫২৪৯	পুনম কালানাউরিয়া	৯,৯৭,৭৭১.৮৮	০৭-১১-২০২৫
৭৭	XXXXXXXXXX৬৩১২	কমলা পাঠক	১০,০৪,৯০৮.৪৫	০৭-১১-২০২৫
৭৮	XXXXXXXXXX৭৮০০	সমরেন্দ্র নারায়ণ বসাক	১৯,৫৩,০৪৩.৫৪	০৭-১১-২০২৫
৭৯	XXXXXXXXXX৯১৭০	নীতেশ সরফ	৩৬,১৫,৬৫৫.০০	০৭-১১-২০২৫
৮০	XXXXXXXXXX১৯০২	রাধা দেবী পোদ্দার	২,৪৭,১৯৬.৭২	০৭-১১-২০২৫
৮১	XXXXXXXXXX৪৭৭০	সীমা সারাওয়াগী	৩,৫১,৫১১.৮০	০৭-১১-২০২৫
৮২	XXXXXXXXXX৪২১৩	মহঃ নওশাদ আলম	৭২,৫৮৩.০২	০৭-১১-২০২৫
৮৩	XXXXXXXXXX৮৬১৮	মীরা দে	১০,০৭,৪৯৯.২২	০৭-১১-২০২৫
৮৪	XXXXXXXXXX৮৬৩৯	দিলীপ সরদার	৬,৬৮,৫১৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৮৫	XXXXXXXXXX৯৮৩১	মঞ্জু সরফ	১৯,৯৪,৬৫০.৬০	০৭-১১-২০২৫
৮৬	XXXXXXXXXX৩৯৪৪	অর্ণব কুন্ডু	১,০৩,০৭৬.৯৭	০৭-১১-২০২৫
৮৭	XXXXXXXXXX১৪৮১	লুক্সমি রায়	৯,৫৮,৯৭৫.৪২	০৭-১১-২০২৫
৮৮	XXXXXXXXXX২৭৬২	সিমা মৃধা	৯,৬৮,৭০৯.৪২	০৭-১১-২০২৫
৮৯	XXXXXXXXXX৪৯০৯	পিংকি সিং	২,২০,৮১৮.৬২	০৭-১১-২০২৫
৯০	XXXXXXXXXX৭১৯৩	বিবেকানন্দ ঘোষ	১,৭১,০৯৮.৬০	০৭-১১-২০২৫
৯১	XXXXXXXXXX৭৭৬১	প্রতিমা পাল	১০,১৫৮.০০	০৭-১১-২০২৫
৯২	XXXXXXXXXX৪৬৭৩	প্রদীপ বড়ুয়া	৭,৩৫,১১২.৮২	০৭-১১-২০২৫
৯৩	XXXXXXXXXX৫৩৭২	সুধীর কোনার	১,৩৯,২০৭.৪৯	০৭-১১-২০২৫
৯৪	XXXXXXXXXX৫০১০	দেবযুতি মুখোপাধ্যায়	৩,৩৮,৪৮৪.৯৫	০৭-১১-২০২৫
৯৫	XXXXXXXXXX৬৯৫৫	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৩,৩০,৬২৫.১১	০৭-১১-২০২৫
৯৬	XXXXXXXXXX৩৫১২	অনিরুদ্ধ সাহা	৬,৮১২.৮২	০৭-১১-২০২৫
৯৭	XXXXXXXXXX০১৩১	মহম্মদ পারবীজ আলম	৮২,৯৬৩.০০	০৭-১১-২০২৫
৯৮	XXXXXXXXXX২৩২১	সুজয় গুহ	৯,৯২,০৫৫.৯০	০৭-১১-২০২৫
৯৯	XXXXXXXXXX৫৬৭০	জয়রাজ নারায়ণ সিং	৩,২১,৮৩৬.০০	০৭-১১-২০২৫
১০০	XXXXXXXXXX৭১৮৮	শ্রী লাল সারদা	৪,৯৬,২৫৬.৮২	০৭-১১-২০২৫
১০১	XXXXXXXXXX৬২৬২	আনুশকা রায়	৬,৫২,১২৯.৬০	০৭-১১-২০২৫
১০২	XXXXXXXXXX১২১২	চন্দ্র শেখর পাল	৯১,৭৬১.০০	০৭-১১-২০২৫
১০৩	XXXXXXXXXX৫৬৮০	অলোকে কুমার দাস	১,৬৫৯.৬৫	০৭-১১-২০২৫
১০৪	XXXXXXXXXX৬২৬২	ফারহাত মাহজাবীন	২,৮০,৩০৪.৮৫	০৭-১১-২০২৫
১০৫	XXXXXXXXXX০৩৩৫	সেমা মন্ত্রি	১,২৪,৭৮৬.৮২	০৭-১১-২০২৫
১০৬	XXXXXXXXXX৪২৪১	জয়ন্ত কুমার মন্ডল	৮,২৪,০৫৮.৪০	০৭-১১-২০২৫
১০৭	XXXXXXXXXX০৯৬১	অঙ্কিত শর্মা	১,৫৩,১৬০.০৪	০৭-১১-২০২৫
১০৮	XXXXXXXXXX৫৭৯৫	নবনীতা সান্যাল	৯,৯৯,১৩১.৮২	০৭-১১-২০২৫
১০৯	XXXXXXXXXX০৫৬৩	টুম্পা সাহা	১,৯০,৬৩৪.৪২	০৭-১১-২০২৫
১১০	XXXXXXXXXX৭৫২৪	অভয় কুমার সেন	১০,০৭,৩৯৫.২৪	০৭-১১-২০২৫
১১১	XXXXXXXXXX৬৪৩১	বর্নালী সেন	১০,০৭,৯২২.৯২	০৭-১১-২০২৫
১১২	XXXXXXXXXX২৬২০	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	২,২৫,৯০৬.৮২	০৭-১১-২০২৫
১১৩	XXXXXXXXXX১২৯০	সরস্বতী দেবী সোমানি	২০,০৭,০৭৬.৮২	০৭-১১-২০২৫
১১৪	XXXXXXXXXX৬৮৪৪	সমীর রঞ্জন সেন	২০,১৬,৮২৯.৫২	০৭-১১-২০২৫
১১৫	XXXXXXXXXX৫৯২৭	অনিন্দ্য সেনগুপ্ত	৯,৮৪,৮৯৬.৭১	০৭-১১-২০২৫
১১৬	XXXXXXXXXX২৫২৪	সোমা সামন্ত	৯,১৭,১৭০.৮২	০৭-১১-২০২৫
১১৭	XXXXXXXXXX৪৩১১	অভিজিৎ হোর	২,৫৩,৪৯০.৯০	০৭-১১-২০২৫
১১৮	XXXXXXXXXX৪৭২২	সেখ মতিউর রহমান	৩৫,২০১.১০	০৭-১১-২০২৫
১১৯	XXXXXXXXXX৫৪৩৩	নীলম পণ্ডিত	৮,০২,৪৩১.৮২	০৭-১১-২০২৫
১২০	XXXXXXXXXX৪৬৬৪	অরিজিৎ বিশ্বাস	৭,৪২,১৪৫.০০	০৭-১১-২০২৫
১২১	XXXXXXXXXX৩৫৬১	অশোক আগরওয়াল	৮,০৪,৮৬৬.০০	০৭-১১-২০২৫
১২২	XXXXXXXXXX৪৫৯১	শম্পা দত্ত	২,৮৯,৩৩৬.৮২	০৭-১১-২০২৫
১২৩	XXXXXXXXXX৩৪৭৭	সাফদার হোসেন	৭,১৮,৪০০.৮২	০৭-১১-২০২৫

তারিখঃ ০৯.১১.২০২৫ স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি)ভারতের সমবায় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বরঃ মূল তথ্যসমূহ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এনসিডিসি ৪৯,৭৯৯.০৬ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।২০২৪-২৫ অর্থবছরে এনসিডিসি ৯৫,১৮২.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৫,৭৩৫.৫১ কোটি টাকার তুলনায় এই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত তিন বছরে শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও শ্রেণীবদ্ধ উপজাতি সমবায় গুলিকে ৫৭.৭৮ কোটি টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে।২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত মহিলাদের সমবায় সংগঠনগুলির মধ্যে ৪,৮২৩.৬৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এতে সমবায় ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আরও শক্তিশালী হয়েছে।২০২২-২০২৫ এ বিভিন্ন পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য বিশেষভাবে মহিলা সমবায়গুলিকে ২.৩৭ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত এনসিডিসি সমবায় চিনিকলগুলিকে মোট ৩৩,৩১১.৭৯ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। পরিচিতিগুজরাটের গুজকমাসোল (গুজরাট স্টেট কোঅপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড), হিমাচল প্রদেশের লাহৌল পোটাটো গ্রোয়ার্স কোঅপারেটিভ সোসাইটি, ঝাড়খণ্ডের উইমেন'স সেল্ফ-সাপোর্টিং পোল্ট্রি কোঅপারেটিভ ফেডারেশন, এবং মহারাষ্ট্রের বিত্তলরাও শিন্ডে সহকারী সাখার কারখানাঃ এই সফল সমবায় মডেলগুলি ভারতের সমবায় আন্দোলনের শক্তি ও প্রসারকে প্রতিফলিত করে।এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ন্যাশনাল কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এনসিডিসি)। এটি ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত একটি সংস্থা।এনসিডিসির মূল উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিকৃষি উৎপাদন ও উপাদনোত্তর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কৃষক সমবায় সংগঠনগুলিকে উৎসাহিত ও বলিষ্ঠ করা। কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, শীতল শৃঙ্খল, বিপণন এবং বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। কৃষির বাইরেও দুগ্ধ, পশুপালন, হ্যান্ডলুম, রেশমচাষ, পোল্ট্রি, মৎস্যচাষ, শ্রেণীবদ্ধ জাতি, শ্রেণীবদ্ধ উপজাতি ও মহিলা সমবায়ের মতো আয়বর্ধক ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান। এনসিডিসি প্রণীত বিভিন্ন প্রকল্প ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সমবায় ক্ষেত্রের আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান। বিগত বছরগুলিতে এনসিডিসি ধারাবাহিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ভারতের সমবায় ব্যবস্থাকে বলিষ্ঠ করতে গভীর প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেছে। এনসিডিসির অর্থ বিতরণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫,৭৩৫.৫১ কোটি টাকা থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯৫,১৮২.৮৮ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ইতিমধ্যে ৪৯,৭৯৯.০৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এটি চলতি অর্থবছরের অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে এনসিডিসি গত চার বছরে (২০২১-২২ থেকে ২০২৪-২৫) শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও উপজাতি সমবায়গুলিকে ৫৭.৭৮ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে। এর ফলে, সমাজের প্রতিটি অংশ সমবায় উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। ক্রমশ বেড়ে চলা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এনসিডিসি তার উন্নয়নমূলক কর্মাবলি আরও বিস্তৃত

করেছে। সমবায় সংগঠনগুলি পরিকাঠামো উন্নয়ন, মূল্য শৃঙ্খল ক্ষমতায়ন এবং নতুন সমৃদ্ধ ক্ষেত্রগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারছে। অর্থ বিতরণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সমবায় ভিত্তিক উন্নয়নের চাহিদা এবং এনসিডিসির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার প্রতিফলন।এই ধারাবাহিক উদ্যোগগুলি এনসিডিসিকে ভারতের অন্তর্ভুক্তিমূলক, বাজার-সংবেদনশীল এবং আত্মনির্ভর সমবায় ব্যবস্থার অগ্রগতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ভারতের সমবায় ক্ষেত্রঃ অর্থনীতির শক্তিশালী স্তম্ভসমবায় ক্ষেত্র ভারতীয় অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, এবং এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রামীণ পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঋণ ও ব্যাংকিং, সার, চিনি, দুগ্ধ, বিপণন, পণ্য, হ্যান্ডলুম, হস্তশিল্প, মৎস্যচাষ এবং আবাসন-সহ নানা ক্ষেত্রে সমবায় সংস্থাগুলি সক্রিয়। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮.৪৪ লক্ষ সমবায় সংস্থা রয়েছে। সদস্য সংখ্যা ৩০ কোটিরও বেশি। ভারতের প্রায় ৯৪ কৃষক কোনো না কোনো সমবায় ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। গ্রামীণ জীবিকার উন্নয়নে তাদের ভূমিকা বিবেচনায় নিয়ে, দুগ্ধ, পোল্ট্রি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, চিনি, বস্ত্র, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও শ্রমক্ষেত্রে সমবায় সংস্থাগুলিকে আরও সক্ষম করা জরুরি। এসব সমবায়কে দীর্ঘমেয়াদী ও কার্যকরী মূলধনের ঋণ প্রদান করলে তারা তাদের কার্যক্রম প্রসারিত করতে পারবে, আয় বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে সুস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এনসিডিসির নিবেদিত প্রচেষ্টা এনসিডিসি সমবায় ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশকে শক্তিশালী করার জন্য একাধিক লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্প চালু করেছে।এই প্রকল্পগুলির মূল লক্ষ্যঃ উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা,অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি নিশ্চিত করা, এবংসমবায় ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণকে গতিশীল করা। এনসিডিসির এই উদ্যোগগুলি ভারতের সমবায ব্যবস্থাকে আরও দৃঢ়, আধুনিক ও আত্মনির্ভর করে তুলছে। যুব সহায়কার- সমবায় উদ্যোগ সমর্থন ও উদ্ভাবন প্রকল্পপরিচয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে চালু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমবায় স্টার্টআপকে উৎসাহিত করা। নতুনভাবে গঠিত এবং উদ্ভাবনী ধারণাসম্পন্ন সমবায় সংস্থাগুলিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য তরুণ উদ্যোক্তা সমবায় সংস্থাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে আসা। সংস্থাটিকে কমপক্ষে তিন মাস ধরে কার্যকর থাকতে হবে। প্রকল্পটি এনসিডিসির সমবায় স্টার্টআপ ও উদ্ভাবন ফান্ডের সঙ্গে যুক্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমবায় সংস্থা, নীতি আয়োগের নির্ধারিত জেলাগুলির কার্যরত সংস্থা, এবং শুধুমাত্র মহিলা, শ্রেণীবদ্ধ জাতি ও জনজাতি বা প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমবায় সংস্থাগুলিকে সহায়তায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যোগ্যতার শর্তাবলি- নতুন, উদ্ভাবনী ও মূল্য শৃঙ্খল বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত যে কোনো ধরনের সমবায় সংস্থা এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য।- সংস্থাটি ন্যূনতম তিন মাস ধরে কার্যকর থাকতে হবে।- সংস্থার মোট সম্পদ ইতিবাচক হতে হবে।- সংস্থাগুলির পূর্ববর্তী অর্থবছরে কোনো নগদ ক্ষতি ইতিহাস থাকলে হবে না। তিন বছরের বেশি সময় ধরে কার্যকর সংস্থার ক্ষেত্রে, গত তিন বছরে কোনো নগদ ক্ষতি না থাকা আবশ্যক। আয়ুষ্মান সহায়কার ২০২০-২১ অর্থবছরে চালু হওয়া আয়ুষ্মান সহায়কার প্রকল্পের লক্ষ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও সক্ষম করা। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমবায় সংস্থাগুলিকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সহায়তা করাঃ- সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাশ্রয়ী ও পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে।- সমবায় পদ্ধতিতে আয়ুষ কেন্দ্র প্রচারে।- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে।- জাতীয় ডিজিটাল স্বাস্থ্য মিশনে অংশগ্রহণে।- শিক্ষা, সেবা, বীমা এবং সম্পর্কিত কার্যক্রমসহ সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে।যোগ্যতা ঃ যে কোনো সমবায় সংস্থা, যা ভারতের যে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং যার বিধিতে হাসপাতাল, স্বাস্থ্যসেবা বা স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কিত পরিষেবা পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। দুগ্ধ সহায়কার২০২১-২২ অর্থবছরে চালু হওয়া দুগ্ধ সহায়কার প্রকল্পের উদ্দেশ্য দুধ সমবায় সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের সক্ষম করা। এটি নতুন প্রকল্পের পাশাপাশি বিদ্যমান পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণেও সহায়তা করে।এই প্রকল্প দুগ্ধ ক্ষেত্রের সমস্ত স্তরে সমর্থন করেঃগবাদি পশুর উন্নয়ন, দুধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ, গুণমান নিশ্চিত করা, মূল্য সংযোজন, ব্র্যান্ডিং, প্যাকেজিং, বিপণন, পরিবহন, সংরক্ষণ এবং রপ্তানি। এছাড়াও, এনসিডিসি নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার, তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগ, পশুখাদ্য প্রস্তুত, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্যাকেজিং উপকরণ তৈরি, দুগ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদন, পশুচিকিৎসা সেবা, এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে। যোগ্যতাভারতের যে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সমবায় আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত কোনো সমবায় সংস্থা যার বিধিতে এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে। ডিজিটাল সহায়কার ২০২১-২২ থেকে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটি ডিজিটালভাবে সক্ষম সমবায় সংস্থা গঠনের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে। এর মাধ্যমে সহজে ঋণপ্রাপ্তি, সরকারি অনুদান, ভর্তুকি এবং প্রণোদনার সঙ্গে সংযোগ সহজ হয়। যোগ্যতাভারতের যে কোনো রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সমবায আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত সমবায সংস্থা। এছাড়াও, কৃষক উপাদন সংস্থা, বনজ উৎপাদন সংস্থা এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সমবায় সংস্থাগুলিও এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত। সহায়তা সরাসরি এনসিডিসি বা রাজ্য সরকারকেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের মাধ্যমে প্রদান করা হয।দীর্ঘমেয়াদি কৃষক পুঁজি সহায়কার যোজনা২০২২-২৩ অর্থবছরে চালু হওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য কৃষি ঋণ সমবায় সংস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক সহায়তা প্রদান। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা কৃষি কার্যক্রম, উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও পরিষেবার জন্য ঋণ দিতে সক্ষম হয।মূল লক্ষ্যসমূহসমবায় সংস্থা ও তাদের সদস্যদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা। কৃষি ও সম্পর্কিত ক্ষেত্রে পুঁজি বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।অ-কৃষি কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করে গ্রামীণ ও শহরতলি অঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। যোগ্যতা এই প্রকল্পের অধীনে নিম্নলিখিত কৃষি ঋণ সমবায় সংস্থাগুলি এনসিডিসি থেকে ঋণ নিতে পারবে প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায় সংস্থাজেলা কেন্দ্রীয় সমবায. ব্যাংকরাজ্য সমবায. ব্যাংকপ্রাথমিক সমবায. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংকরাজ্য সমবায. কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাংকমহিলা সমবায. সংস্থার জন্য সহায়তাএনসিডিসি মহিলা সমবায. সংস্থাগুলির জন্য দুটি বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে -- স্বযং শক্তি সহাযকার যোজনা- নঃিদনী সহাযকারএই দুটি প্রকল্প মহিলাদের ক্ষমতাযনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের অবদানকে উন্নত করছে।স্বযং শক্তি সহাযকার যোজনা২০২২-২৩ অর্থবছরে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সমবায. সংস্থাগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয. যাতে তারা মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ ও অগ্রিম অর্থ প্রদান করতে পারে।এই প্রকল্পের আওতায. প্রাথমিক কৃষি ঋণ সমবায, জেলা কেঃদ্রীয. সমবায. ব্যাংক, রাজ্য সমবায.ব্যাংক এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংযুক্ত সমবায. সংস্থাসমবায. ফেডারেশন এনসিডিসি থেকে ঋণ নিতে পারে।এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের আর্থিক প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পায. এবং তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে আরও সক্রিযভাবে অংশ নিতে পারে।নঃিদনী সহাযকারএই প্রকল্পের উদ্দেশ্য মহিলাদের সমবায. সংস্থায. অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে তাদের সক্ষম করা।এটি মহিলা-নেতৃত্বাধীন সমবায. সংস্থাগুলিকে ব্যবসা পরিকল্পনা, উদ্যোগ উন্নযন, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ ও সরকারি ভর্তুকির মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।এই প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে কার্যকর।যোগ্যতা ভারতের যে কোনো রাজ্য বা কেঃদ্রীয. সমবায. আইন অনুযাযী. নিবন্ধিত যে কোনো মহিলা সমবায. সংস্থা এই প্রকল্পের অধীনে সহাযতার জন্য যোগ্য।প্রাথমিক স্তরে অন্তত ৫০ শতাংশ সদস্য মহিলা, এমন যেকোনো সমবায. সংস্থাও যোগ্য।নতুন বা উদ্ভাবনী কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, যে মহিলা সমবায. সংস্থা অন্তত তিন মাস ধরে কার্যকর রযেছে, তারাও সহাযতা পেতে পারে।পূর্বতন কেঃদ্রীয. প্রকল্প এনসিডিসি কে অনুদানসমবায. চিনি কলগুলিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এনসিডিসি কে অনুদান প্রকল্পের আওতায. সরকার ২০২২-২৩ এবং ২০২৪-২৫.

মুনিরের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সংবিধান বদলাচ্ছে পাকিস্তান!

৮ নভেম্ববর ঃ পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তৎপর পাকিস্তান সরকার। এর জন্য তারা শীঘ্রই ২৭তম সংবিধান সংশোধনী বিল আনতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ওই বিলে পাক সেনার পাশাপাশি বিশেষ করে সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথা বলা হয়ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই বিল সংসদে পাস হয়, তাহলে ধীরে ধীরে গোটা দেশটি ফের সেনার শাসনে চলে যাবে। পাকিস্তানের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান বিলাওয়াল ভুট্টো সমাজমাধ্যমে প্রথম খবরটি প্রকাশ্যে আনেন। তিনি জানান, ২৭তম সংবিধান সংশোধনী বিলে সমর্থনের জন্য শাহবাজ সরকার তাঁর কাছে আর্জি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, মঙ্গলবার পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসাক দার সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

একাধিক পাক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে সাংবিধানিক আদালত গঠন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ, বিচারপতিদের বদলি-সহ একাধিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হযেছে। কিন্তু তাপর্যপূর্ণভাবে এগুলি ছাড়াও প্রস্তাবিত ওই বিলে সংবিধানের ২৪৩ অনুচ্ছেদে বদল আনার কথা বলা হযেছে। আর এই অনুচ্ছেদেই পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের নিয়োগ এবং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি লেখা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই অনুচ্ছেদে পরিবর্তন করে পাক সেনাবাহিনী এবং সেনাপ্রধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চাইছে শাহবাজ সরকার।

এখানে বলে রাখা ভালো, পাকিস্তানে সেনার শাসন নতুন নয়। ১৯৯৯ সালে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশের শাসনভার হাতে নিয়েছিলেন তকালীন সেনাপ্রধান পারভেজ মুশারফ। উল্লেখ্য, অপারেশন সিঁদুরের পর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় মুনিরের। তাঁর পদোন্নতি করে তাঁকে ফিল্ড মার্শাল করা হয়। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বিষয়গুলির মধ্যেও তাঁকে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কয়েকমাস আগেই আমেরিকা সফরে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন মুনির। ট্রাম্পও বারবার তাঁকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মুনিরের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পারে বলে জল্পনা ছড়াল।

হুগলির শেওড়াফুলিতে আত্মঘাতী এক যৌনকর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, শেওড়াফুলি, ৮ নভেম্বর ঃ ঘটনাস্থলে পৌঁছন এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর। তাঁর যদিও অভিযোগ, ২০০2 সালের ভোটার তালিকায় ছিল না নাম, সেই কারণেই ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। হুগলির শেওড়াফুলিতে আত্মঘাতী এক যৌনকর্মী। ঘর থেকে উদ্ধার তাঁর ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। উদ্ধার করা হয় দেহ। জানা গিয়েছে, শেওড়াফুলি স্টেশন লাগোয়া গড়বাগান এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা। শুক্রবার তাঁরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার সকাল থেকেই ওই মহিলার কোনও রকম সাড়া-শব্দ না পেয়ে লোকজন খবর দেন পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন শেওড়াফুলি ফাঁড়ির পুলিশ। দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে তাঁরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান চাঁপদানীর বিধাযক তথা হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি অরিন্দম গুঁই, বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাতো, এবং স্থানীয় সাত নম্বর ওয়ার্ডের কংগ্রেসের কাউন্সিলর। অরিন্দম গুঁই এর দাবি, ২০০2 সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল না মহিলার। নাম বাদ যাওয়ার আতঙ্কে ছিলেন।তাই

Name Change

I, TAHER ALI MOLLA (OLD NAME) S/O MAOLA BOKSH MOLLA, RESIDING AT, VILL – GHUNIMEGHI , P.O – B.NARAYANPUR , P.S – BHANGAR , S.24.PGS. - 743502, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHER MOLLA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 7/11/2025 , TAHER MOLLA (NEW NAME) AND TAHER ALI MOLLA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,

Name Change

I, TAHER ALI MOLLA (OLD NAME) S/O MAOLA BOKSH MOLLA, RESIDING AT, VILL – GHUNIMEGHI , P.O – B.NARAYANPUR , P.S – BHANGAR , S.24.PGS. - 743502, W. B, INDIA , HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAHER MOLLA (NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 7/11/2025 , TAHER MOLLA (NEW NAME) AND TAHER ALI MOLLA (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON,5.

Name Change

I, Pratnu Pal S/o Kesto Pal Residing at P.O-Dafarpur(Panchanantala) P.S.-Domjur,Dist-Howrah(W.B),Pin-711405.My father name wrongly recorded in my mark sheet as Keshto Pal (Old name) and also my mother name wrongly recorded as Poli Pal(old name) but actual name both is Kesto Pal(New name) and Pali Pal(New Name) vide an affidavit before the Ld. 1st class Judicial magistrate at Howrah. Dated-06.11.2025.That Keshto Pal (Old name) Kesto Pal (New name) and Poli Pal(old name) Pali Pal(New name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Modhumita wife of Md. Arifullah Sepai, residing at Vill: Uttar Bishnupur, P.O –Baneswarpur, P.S – Usthi, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743375, West Bengal, declare that my actual and correct name is Modhumita but inadvertently my name has been recorded in my son's (Junayet Sepai) Birth Certificate as Modhumita Begom instead of Modhumita. Modhumita and Modhumita Begom both are same and one identical person as sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore vide affidavit No. 52343 dated 05/08/2025.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

সম্পদ পুনরুদ্ধার শাখা

আর. ও. কলকাতা মেট্রো, ১৪/১বি, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
কর্মস্থলঃ যমুনা ভবন, ১ম তলা, ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
মোবাইলঃ ৮৩৬৯৬৫৪৭৩০, ইমেলঃ ubin0554731@unionbankofindia.bank

ঋণগ্রহীতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত করার নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৬ (২)/৮ (৬)

নং. ১ তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫

প্রতি,
মেসার্স ইকবাল জারি হাউস, মালিকঃ মি. সেখ মুকেন্দর, গ্রামঃ মাঝি ও মুসলিমপাড়া, পোঃ- নোদাখালী, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩১৮।
মি. সেখ মুকেন্দর, গ্রামঃ মাঝি ও মুসলিমপাড়া, পোঃ- নোদাখালী, জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন -৭৪৩৩১৮।
মিসেস ববিতা, গ্রামঃ মাঝি ও মুসলিমপাড়া, পোঃ নোদাখালী, জেলাঝঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩৩১৮।
স্যার/ম্যাডাম,
২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি সুদের প্রযোগে আইনের অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য পরিমাণ আদায়ের জন্য মেসার্স ইকবাল জারি হাউসের সম্পত্তির উপ-বিক্রয়।
ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, এআরবি কলকাতা, ১৪ /১বি, এজরা স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০০১ **(ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা প্রধান শাখা থেকে অ্যাকাউন্ট স্থানান্তরিত হওয়ার পর),** সুরক্ষিত পাওনাদার, ২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্টের ১৩(২) ধারার অধীনে **২৫.১১.২০১৯ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন,** যাতে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হযেছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, ২০০২ সালের ২০০২ সালের ২০.০২.২০২০ ৬ নং নিয়ম / নিয়ম ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৩০ দিন পরে** অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।
অতএব, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যদি আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ

"বাকরাহাট প্যারাডাইজ কমপ্লেক্স "(স্থানীয়ভাবে হাজি মার্কেট নামে পরিচিত) এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ২ বিএইচকে আবাসিক ফ্ল্যাটের সমস্ত সম্পত্তি ৮৬০ বর্গফুট। মৌজা - কীর্তনকোলা, পরগনা - মোগুরা, জে.এল. নং ৪৭, তৌজি নং ৩৯৭, দাগ নং ২৫৯ এর অংশ, এল.আর. খতিয়ান নং ৪১৩, এসআরও - বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে, মি. শেখ মুকেন্দর এবং মিসেস ববিতা বিবির মালিকানাধীন। এটি নিম্নরূপে বেষ্টিত এবং সীমানাযুক্ত - উত্তর- নিবারণ দত্ত রোড, দক্ষিণ- দাগ নং ২৫৯ এর অংশের অধীনে, পূর্ব- দাগ নং ২৫৯ এর অংশের অধীনে, পশ্চিম- বোরহান মীর এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি দ্বারা।

তারিখঃ ০৩.১১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নং. ২ তারিখঃ ০৭.১১.২০২৫

প্রতি,
ঋণগ্রহীতাঃ
মিঃ আনন্দ কুমার গুপ্ত, ১১, এস. পি. মুখার্জি রোড, বাই লেন ৩, মুর্গাসোল, আসানসোল পৌর কর্পোরেশন, আসানসোল দক্ষিণ, জেলা - বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৩০৩।
স্যার/ম্যাডাম,
২০০২ সালের আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট্যাক্টের অধীনে ব্যাংকের প্রাপ্য পরিমাণ আদায়ের জন্য শ্রী আনন্দ কুমার গুপ্তের সম্পত্তির উপ-বিক্রয়।
ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, চৌরঙ্গী শাখা (e-AB) (এখন সম্পত্তি পুনরুদ্ধার শাখা, কলকাতায় স্থানান্তরিত), সুরক্ষিত পাওনাদার, ০৩.১১.২০১৭ তারিখে আর্থিক সম্পদের পুনর্গঠন এবং সুরক্ষা সুদের প্রযোগে আইন ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে, যাতে আপনাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ করতে বলা হয়েছে। যেহেতু আপনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশটি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই অনুমোদিত কর্মকর্তা, ১৫.০২.২০১৮ তারিখে সুরক্ষা সুদ (প্রয়োগ) বিধি, ২০০২ এর বিধি ৬ / বিধি ৮ এর সাথে পঠিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার পরেও, আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পরে অনলাইন মোডের মাধ্যমে পাবলিক ই-নিলামের মাধ্যমে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ এবং সময়, সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাকে আলাদাভাবে জানানো হবে।
অতএব, বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখের আগে যদি আপনি ব্যাংকের কাছে বকেয়া অর্থ, পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংক কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করেন, তাহলে সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না এবং আইনের ধারা ১৩ (৮) অনুসারে আপনি আপনার সম্পত্তি খালাস করতে পারবেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির বর্ণনাঃ

৫ম তলায় ৫ বি এবং ৫সি আবাসিক ফ্ল্যাট, এস.পি. মুখার্জি রোড, শ্যাম টাওয়ার, ১৯ নং ওয়ার্ড, আসানসোল পৌরসভা, আসানসোল, বর্ধমান - ৭১৩৩০৩। আনুমানিক - ২০২২ বর্গফুট। **শ্রী আনন্দ কুমার গুপ্তের** মালিকানাধীন। সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব - ৩০ ফুট প্রশস্ত প্রধান সড়ক, পশ্চিম - শ্রীমতী রেণু বসাকের বাড়ি, উত্তর - শ্রীমতী রীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, দক্ষিণ - ডঃ প্রবীর সেনগুপ্তার বাড়ি।

তারিখঃ ০৭.১১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থানঃ কলকাতা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

চলুন বেড়াতে যাই

সিকিমে পর্যটনের জন্য খুলছে নতুন তিনটি গ্রাম

পর্যটক টানতে নেপাল-ভুটান-সিকিম সার্কিটে গ্রামীণ উৎসব

শীত এসে গেল। পর্যটকরা উত্তরে ভিড় করছেন। পর্যটনের মরশুমে আরও বেশি পর্যটকদের ভিড় করার আশা করছেন ব্যবসায়ীরা। এছাড়াও সিকিমে গ্রামীণ পর্যটনের জন্য তিনটি নতুন গ্রাম চালু করা হবে। যার মধ্যে দুটি উপজাতীয় গ্রাম গাংচুং এবং বেন রয়েছে। প্রায় সাড়ে ৯ হাজার ফুট উঁচু তেন্ডু পাহাড়ে একটি নতুন ট্রেক চালু করা হবে। সিকিমের জন্য চালমথাং মডেল গ্রামীণ পর্যটন গ্রাম হিসেবে রয়েছে। উসবের মাধ্যমে সিকিমে প্রথমবারের মতো রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা থাকবে। পর্যটক টানতে নেপাল, সিকিম ও ভুটানে শুরু হয়েছে অভিনব পর্যটন উৎসব। ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ে পাচু ফসল উৎসব দিয়ে শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার নেপালে ছিল ধানকুটায় ফসল উৎসব। রবিবার দক্ষিণ সিকিমে শুরু হবে চেরি ব্লসম উৎসব। সৌজন্যে অ্যাসোসিযেশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের ক কর্তা জানালেন, সিকিমে চেরি ব্লসম উৎসবের হাত ধরে চালু হচ্ছে গ্রামীণ পর্যটন। এজন্য তিনটি নতুন গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে দুটি উপজাতীয়

গ্রাম, গাংচুং এবং বেন। ৯,৫০০ ফুট উঁচু তেন্ডু পাহাড়ে একটি নতুন ট্রেক চালু হতে চলেছে। এছাড়াও সিকিমে প্রথম রাতের আকাশ দেখার জন্য জ্যোতির্বিদ্যা প্রদর্শনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের জন্য বসানো হচ্ছে টেলিস্কোপ। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের কর্ণধার রাজ বসু জানান, দক্ষিণ সিকিমের টেমি-নামথিং নির্বাচনী এলাকায় ৯ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর পায়ুতোর হিসেবে চেরি ব্লসম উসব শুরু হবে। চেরি দক্ষিণ সিকিমের বাসিন্দাদের কাছে পায়ু গাছ নামে পরিচিত। চেরি ফুল ফোটার সময় থেকে সেখানে ধান কাটা শুরু হয়ে যায়। ওই ফুল ১৫ থেকে ২০ দিন থাকে। সাম্প্রতিক অতীতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা গিয়েছে সিকিমে। তবে মরশুমে পর্যটনরা সিকিমে ভি। করবেন। এমনই আশা পর্যটনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের। শীতকাল জুড়েই ঘোরার মরশুম থাকে। তবে ডিসেম্বর মানেই পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়ার একটা আলাদা টান তৈরি হয়। বাঙালি হলে তো কোনও কথাই নেই। এই ডিসেম্বরে পাহাড় যাওয়ার পরিকল্পনা করলে যেতে পারেন সিকিম। বরফ দেখার পাশাপাশি সিকিমে ডিসেম্বর মাসে শুরু হয় এইসময় নতুন বছর শুরুর আনন্দ উদযাপন। আর সেই উদযাপনকে ঘিরে চলে লোসুং উসব। বৌদ্ধ সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত এই উৎসবে গেলে আপনি কী কী চাক্ষুষ করতে পারবেন জেনে নিন।এই বছর সিকিমে এই অনুষ্ঠান শুরু হবে ২০ ডিসেম্বর। যা চলবে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। লোসুং উৎসব মূলত বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। আর সেই নিয়ম অনুযায়ী সিকিমে এই সময় হয় নতুন বছর। তারই উদযাপনে সারা সিকিম জু।ে নানা প্রান্তে পালিত হয় সোলুং উৎসব।

তবে গ্যাংটকের বুকে ফোডং ও রুমটেক মনেস্ট্রিতে রাজকীয়ভাবে পালিত হয় এই উসব। তাই সিকিমের

ভয়াবহ বিস্ফোরণ!

৮ নভেম্বর ঃ ভয়াবহ বিস্ফোরণ স্কুল চত্তরে। ইন্দোনেশিয়ায় স্কুলের মসজিদের বিস্ফোরণে আহত ৫৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে রাজধানী জাকার্তায়। বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা যায়নি।

SHENTRACON CHEMICALS LIMITED

CIN: L24299WB1993PLC059449
Regd. Office: 6A, Kiran Sankar Roy Road, 3rd Floor, Kolkata- 700 001
Phone: 2248-9731, Fax 2248 4000 **Email:** investor@shentracon.com, **Website:** www.shentracon.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE) FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2025.

The Board of Directors of the Company, at the meeting held on November 08, 2025, approved the unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2025. ("**Financial Results**")

The Financial Results along with the Limited Review Report, have been uploaded on the Company's website at https://www.shentracon.com and can be accessed through the given QR code.

For and on behalf of Board of Directors
Shentracon Chemicals Limited
SD/-
Amit Lalit Jain
Managing Director
DIN: 05263766

Date: 8th November, 2025
Place: Kolkata

শীতের শুরুতে খেজুর গাছের রস সংগ্রহে ব্যস্ত গাছিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ নভেম্বর ঃ হিমেল হাওয়া ও হালকা কুয়াশায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এখন শীতের আমেজ চলছে।

শীত মরশুম শুরুর সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ। শুরু হয়েছে শীতের মধু- খেজুর রস আহরণ। এই রস আহরণে গাছিরা এখন যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ মরশুমে আবহমান বাংলায় খেজুর রস আহরণ, খেজুর গুড় আর নবান্নের উৎসব একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। আর খেজুর রসের পিঠা- পায়েস বাংলার উপাদেয় খাদ্য তালিকায় এখনও জনপ্রিয়। গাছিরা জানান, বছরজুড়ে অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকলেও শীতকালে চাষিদের কাছে খেজুর গাছের কদর বেড়ে যায়। কারণ এ গাছ থেকেই আহরিত হয় সুমিষ্ট রস। আর এ রস জ্বালিয়ে ঝোলা গুড়, দানা গুড় ও পাটালি তৈরি করা হয়। খেজুরের গুড় থেকে এক সময় বাদামি চিনিও তৈরি করা হতো। যার মৌতাতে স্বাদ ও ঘ্রাণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। খেজুর গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- যত বেশি শীত পড়বে তত বেশি মিষ্টি রস দেবে। শীতের সকালে খেজুর রস পান শরীর ও মনে প্রশান্তি এনে দেয়। খেজুর রস আহরণ আর তার থেকে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য তৈরি আবহমান বাংলার সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। খেজুরের নলেন গুড় ছাড়া শীত মরশুমে পিঠা খাওয়া জমে না। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কৃষকরা নতুন ধান সংগ্রহের পাশাপাশি খেজুর রস আহরণের প্রস্তুতি শুরু করেছে। এখন চলছে খেজুর গাছের ডগা চাছার কাজ। এরপর চাছা ডগায় বাঁশের তৈরি বিশেষ নল লাগিয়ে সংগ্রহ করা হবে ফোটায় ফোটায় রস। মাটির হাড়িতে খেজুর রস সংগ্রহ করা হয়। তবে আজকাল প্লাস্টিকের বোতলেও খেজুর রস আহরণ করে চাষিরা। শীতের পুরো মরশুম জুড়ে চলবে রস, গুড়, পিঠা-পুলি, পায়েসে খাওয়ার পালা। আর কিছুদিন পর নতুন গুড়ের মিষ্টি গন্ধে ধীরে ধীরে আমোদিত হয়ে উঠবে গ্রাম-বাংলা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাউল এলাকার গাছি মিন্টু বসাক জানান, গাছের ডগা চেছে বাঁশের খিল লাগানোর কাজ চলছে। অল্পদিনের মধ্যেই রস আহরণ শুরু হবে। খেজুর গাছ আমাদের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এর পরিকল্পিত আবাদ তেমন নেই। উপরন্তু নির্বিচারে খেজুর গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। যা পল্লী বাংলার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। খেজুর গাছ থেকে শুধু সুমিষ্ট রস ও গুড়ই হচ্ছে না, প্রকৃতির ভারসাম্য সুরক্ষায় খেজুর গাছের আবাদ সম্প্রসারণ জরুরি। প্রকৃতিতে শীতের আগমনী বার্তা সমাগত। বাঙালির এই সময়ের অন্যতম আকর্ষণ খেজুর গুড়ের পিঠা-পায়েস। প্রাচীনকাল থেকেই খেজুর গুড়ের জন্য গ্রাম বাংলা বিখ্যাত। দিন বদলের সঙ্গে মানুষের জীবন-যাত্রায় অনেক কিছু বদলে গেলেও বদলায়নি খেজুরের রস সংগ্রহ এবং গুড়-পাটালি তৈরির পদ্ধতি। তাই শীতের আগমনী বার্তা জানান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এখানকার 'গাছিরা' প্রস্তুতি নেন খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহে। এ জন্য প্রথমেই খেজুর গাছ কেটে পরিষ্কার করেন তারা। এরপর শুরু হয় রস সংগ্রহ। চিরাচরিত সনাতন পদ্ধতিতে মাটির ভাঁড়ে (কলসি) রাতভর রস সংগ্রহ করা হয়। সূর্য ওঠার আগেই তা আবার গাছ থেকে নামিয়ে আনে তারা। পরে এই রস মাটির হাড়িতে কিংবা টিনের তৈরি কড়াইয়ে জ্বালিয়ে তৈরি করে গুড়-পাটালি। ইতিমধ্যে জেলার নানান জায়গায় শুরু হয়েছে গুড়-পাটালি তৈরির সেই প্রক্রিয়া। গাছিরা এখন কাজের ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। অল্প দিনের মধ্যেই বাজারে পাওয়া যাবে নতুন খেজুর গুড়। গ্রামে গ্রামে পড়ে যাবে খেজুরের রস দিয়ে পিঠা, পায়েসসহ নানা মুখরোচক খাবার তৈরির ধুম। শীতের আগমনী বার্তা গ্রামবাংলায় নিয়ে আসে নানা রকম সুস্বাদু খাবারের সমাহার। বিভিন্ন রকমের খাবারের মধ্যে গ্রামবাংলায় শীতের প্রধান অনুষঙ্গ সুস্বাদু খেজুরের রস।সেই রসে তৈরি পাটালি গুড় আর শীতের রকমারি পিঠাপুলি সবার মন ভরিয়ে দেয়। লোভনীয় খেজুর রসের জোগান দিতে এখন থেকেই ব্যস্ত গাছিরা। চলছে খেজুর গাছ চাছা-ছোলার কাজ। সেসব গ্রামে গিয়ে দেখা গেছে, দল বেঁধে গাছিরা খেজুর গাছ পরিষ্কারের কাজ করছেন। মরশুমের শুরুতেই বাজারে পাটালি গুড় ও খেজুর রস ওঠে গাছিদের আগাম গাছ ঝোড়ার কারণে। বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, কোমরে মোটা রশি বেঁধে ঝুলে ঝুলে খেজুর গাছ ঝুড়ে মাথায় চাঁচ দিচ্ছেন। এ গ্রামের পেশাদার গাছিদের পাশাপাশি গৃহস্থরাও বসে নেই, নিজের গাছ তৈরি করছেন তারা, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর ও গঙ্গারামপুরের যথাক্রমে বড়াইল, শেরপুর, শিববাড়ি ও সর্বমঙ্গলা গ্রামের কয়েকজন গাছিরা জানান, কার্তিক মাসের শুরু থেকেই খেজুর গাছের পরিচর্যা চলছে। গাছের বাইগা (ডাল) ঝোড়া, গাছের মাথা ছেনি অথবা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কয়েক দফা চাঁচ দেওয়ার কাজ চলছে। রস জ্বালানো ভাটি, জ্বালানি ও রসের ঘটি সংগ্রহের কাজ শেষের দিকে। আরেক গাছি নীরদ সরকার বলেন, এই গ্রামের খেজুর রস ও পাটালির সুনাম আছে। তাই আমরা আগাম কাজ করি। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এখানকার গুড় বিক্রি হয়।জেলার গ্রামীণ মেঠোপথের ধারেই রয়েছে সারি সারি খেজুর গাছ। শীতে এ অগ্রহায়ণের বিকেলের দিকে গ্রামের যে পথেই হাঁটা যাক না কেন, চোখে পড়বে খেজুর গাছ ঝোড়ার অপূর্ব দৃশ্যটি অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহেই গ্রামের ঘরে ঘরে খেজুর রস আর গুড় দিয়ে নতুন আমন ধানের পিঠা-পুলি ও পায়েস তৈরির ধুম পড়বে। আসন্ন পৌষপার্বন-পুষনা বা পীঠেপুলির উৎসবে এই খেজুর গুড় ও রস নতুন মাত্রা আনবে গ্রামের গৃহস্থদের রসুইখানায়।

অচ্যুত সামন্তকে এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ৬৯তম সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান

ভুবনেশ্বর, ৮ নভেম্বর ঃ শিক্ষা, সামাজিক রূপান্তর এবং মানবিক সেবার ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আরেকটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি হিসেবে, KIIT, KISS এবং KIMS- এর প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর অচ্যুত সামন্তকে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সমাবর্তনে SRM বিশ্ববিদ্যালয়, সোনেপত কর্তৃক সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করা হয়েছে। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণণ প্রধান অতিথি হিসেবে SRMIST-এর প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলর ডক্টর টি. আর. পারিভেন্দ্র SRM বিশ্ববিদ্যালয়, সোনেপত হরিয়ানার উপাচার্য অধ্যাপক পরমজি এস. জয়সওয়াল এবং রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ভি. স্যামুয়েল রাজের উপস্থিতিতে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করেন। এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা SRM এবং বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর সামন্তকে প্রদত্ত ৬৯ তম সম্মানসূচক ডক্টরেট, যা শিক্ষার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়নে তাঁর অতুলনীয় অবদানের পুনর্ব্যক্ত করে। এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রশংসাপত্রে ডঃ সামন্তকে সীমানাহীন সেবা, বৈষম্যহীন শিক্ষা এবং আপসহীন মানবতার পতাকাবাহী হিসেবে প্রশংসা করেছে, এবং উড়িষ্যার দরিদ্রতম মানুষের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য প্রশংসা করেছে। ডঃ সামন্ত তাকে 'অনারিস কজা' প্রদানের জন্য এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয়, একাডেমিক কাউন্সিল এবং এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সোনা হাতিয়ে গ্রেপ্তার স্বর্ণ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৮ নভেম্বর ঃ সোনার অলঙ্কার তৈরির নাম করে দোকান থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন এক স্বর্ণ কর্মী। বর্ধমান শহরের ৩ নম্বর ভবানী ঠাকুর লেনে অবস্থিত একটি স্বর্ণ বিপনী থেকে প্রায় ১৪.৫৪০ গ্রাম সোনা নিয়ে উধাও হন সুব্রত কর্মকার নামে ওই স্বর্ণ কর্মী। সোনার বাজারমূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, স্বর্ণ বিপনীর মালিক সঞ্জিত পাল তাঁর দোকানে সুব্রতকে স্বর্ণকার হিসেবে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অলঙ্কার তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সঞ্জিতবাবুর কাছ থেকে সোনা নিয়ে যায় সুব্রত, এরপর আর দোকানে ফেরে না। দীর্ঘ সময় যোগাযোগ না পেয়ে ও সোনা ফেরত না আসায় সঞ্জিত পাল বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্তে নামে। শুক্রবার বর্ধমান শহরের আমরাতলা গলির একটি দোকান থেকে সুব্রত কর্মকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে বর্ধমান জেলা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হলে বিচারক এক দিনের হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

Office of the Suti-I Panchayat Samity Ahiran : Murshidabad

Tender Notice

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: **1. NIT No:- 16/SSM/PS**. under Sarasari Mukhya Mantry (SSM), vide Memo No: 707(39)/SSM/Suti-I/PS., Dated: 04.11.2025, Total No. of Scheme 01 (One) no. Last date of Application : **26.11.2025 upto 500 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

Sd/-
Executive Officer
Suti-I Panchayat Samity
Ahiran : Murshidabad

রবিবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু, সমস্যায় যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ৮ নভেম্বর ঃ আবার বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু! এবার আরও লম্বা সময় বন্ধ থাকছে যান চলাচল। ৯.১১.২০২৫ তারিখ রবিবার ভোর ৪.০০ টা থেকে রাত ৯.৩০ টা পর্যন্ত। ব্রিজ মেরামতি কাজের জন্য টানা প্রায় ১৬.৩০ ঘণ্টা। কেবল এবং বিয়ারিংয়ের কাজের কারণে ব্রিজে যান চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ হাওড়া সিটি পুলিশের। দ্বিতীয় সেতু হয়ে কলকাতা গামী যানবাহন বিকল্প পথে চলবে। কোন পথে কীভাবে যান কলকাতা পৌঁছাবে, পরিবর্তনগুলি করা হচ্ছে- বিদ্যাসাগর সেতু ব্যবহার করে কলকাতার দিকে যেতে ইচ্ছুক পণ্যবাহী যানবাহন ছাড়া অন্য সমস্ত যান হাওড়া সেতু (রবীন্দ্র সেতু) / নিবেদিতা সেতু / ওল্ড বালি সেতু (বিবেকানন্দ সেতু) দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। এনএইচ ১৬ বরাবর কোলাঘাটের দিক থেকে আসা পণ্যবাহী যান যারা কলকাতা যাওয়ার জন্য কোনা এক্সপ্রেসওয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতু ব্যবহার করতে চান তারা ধুলাগড়- নিবড়া -সলপ-পাকুরিয়া - সিসিআর সেতু হয়ে নিবেদিতা সেতুতে যেতে পারেন। ডানকুনি দিক থেকে আসা পণ্যবাহী যান, যারা কলকাতার দিকে যাওয়ার জন্য কোনা এক্সপ্রেসওয়ে ২য় হুগলি সেতু ব্যবহার করতে চান, তারা নিবেদিতা সেতুতে যেতে পারেন। কলকাতা থেকে হাওড়াগামী যানবাহন যারা দ্বিতীয় হুগলি সেতু পেতে চান, তারা হাওড়া সেতু বা নিবেদিতা সেতুতে যেতে পারেন। পণ্যবাহী যানবাহন ব্যতীত কোলাঘাটগামী যানবাহন কাজীপাড়া- জিটি রোড- ব্যাতাইতলা - আন্দুল রোড - আলমপুর- এন এইচ ১৬- ধুলাগড়- রানিহাটি বা হ্যাং সাং ক্রসিং - কোনা এক্সপ্রেসওয়ে - নিবড়া- বাম মোড় - এন এইচ ১৬- অঙ্কুরহাটি - ধুলাগড়- কোলাঘাটের দিকে যাওয়ার জন্য রানিহাটি। পণ্যবাহী যানবাহন ছাড়া ডানকুনিগামী যানবাহনগুলি হ্যাং সাং ক্রসিং- কোনা এক্সপ্রেসওয়ে- এনএইচ ১৬- পাকুরিয়া- সিসিআর ব্রিজ- মাইতপাড়া- ডানকুনি বা হ্যাং সাং ক্রসিং-ডান মোড়- শৈলেন মান্না সরণি- শানপুর মোড়- বাম মোড়- হাওড়া আমতা রোড- সলোপ- এনএইচ ১৬- পাকুরিয়া- সিসিআর ব্রিজ- মাইতিপাড়া- ডানকুনি বা কাজীপাড়া- জিটি রোড ফোরশোর রোড- সালকিয়া- বালি- জিরো পয়েন্ট- মাইতপাড়া। যান চলাচলে এই নিয়ম জারি থাকবে শুধু মাত্র ৯.১১.২৫ তারিখে ভোর ৪.০০ থেকে রাত্রি ৯.৩০ পর্যন্ত।

খড়গ্রামে দুই গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ! দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গ্রাম, ৮ নভেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে দুটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু একটি ট্রাক চালক ও খালাসির। শনিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে খড়গ্রাম বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, খড়গ্রাম থেকে নগরের দিকে যাচ্ছিল একটি চিনি বোঝাই ট্রাক। অপরদিক থেকে আসছিল আলু বোঝাই একটি ট্রাক। হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দু'টি ট্রাকেরই গতি অতিরিক্ত থাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আলু বোঝাই ট্রাকটি রাস্তার ধারে একটি দোকানে ঢুকে পড়ে হুড়মুড়িয়ে। ঘটনায় আলু বোঝাই ট্রাকের চালক ও খালাসির ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম জামির সেখ (৩৪) এবং শামিম সেখ (২২)। মৃত দু'জনের বাড়ি সামশেরগঞ্জের জালেদিপুর গ্রামে। অপরদিকে ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ যদিও ঘাতক গাড়ির চালক বা খালাসির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টা আগে খড়গ্রাম থানা এলাকায় নগরের কাছে কালভার্টের উপরেই দুর্ঘটনায় পড়ে একটি পণ্য বোঝাই লরি। আর তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরেই আবারও দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এবার চালক ও খালাসির। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম ব্যস্ততম সড়ক ফরাক্কা হলদিয়া এই বাদশাহি সড়ক। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম বিকল্প সড়ক পথ। এই দুর্ঘটনার কারণে বেশ কয়েকঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। যদিও পরে খড়গ্রাম থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

বেআইনি টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে পথে নামল ট্রাফিক গার্ড!

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ৮ নভেম্বর ঃ বৈধ কাগজপত্র ছাড়াই শহরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টোটো। যার জেরে বাড়ছে দুর্ঘটনার বহর। এবার সেই অবৈধ টোটোর দাপট রুখতে পথে নামল দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ। টোটো দুর্ঘটনায় রাশ টানতে এবং বেআইনি টোটোর দাপট রুখতে এবার কোমর বেঁধে পথে নামল দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ড। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগের তরফে নেওয়া হয়েছে এক দুর্দান্ত অভিযান। সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের গান্ধী মোড়ে একের পর এক টোটো দাঁড় করানো হল। চালকদের কাছে গাড়ির বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলেন ট্রাফিকের আধিকারিকরা। তারপরেই তাদের সচেতন করা হয় এবং সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের পুলিশের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখের পর থেকে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া রাস্তায় টোটো চালালে গুনতে হবে জরিমানা। শুধু তাই নয় কড়া আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ট্রাফিক গার্ডের তরফে। এই প্রসঙ্গে, দুর্গাপুর ট্রাফিক গার্ডের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সন্দীপ সোম বলেন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ সদা তৎপর। টোটো দুর্ঘটনা রুখতে এবং রুট পারমিট ছাড়া টোটো চলাচল রুখতে আমাদের এই অভিযান চলছে। শুক্রবার শুধু সচেতন করা হয়েছে। চালকদের ৩০ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

বিয়ের মরশুমে গরদ-সহ গাদোয়াল শাড়ির চাহিদা তুঙ্গে, চলছে জোরকদমে তৈরির কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৮ নভেম্বর ঃ বিয়ের মরশুমে গরদ শাড়ি-সহ গাদোয়াল শা।রি চাহিদা তুঙ্গে। চলছে জোরকদমে শাড়ি তৈরির কাজ। মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের মির্জাপুরে তৈরি হয় এই শাড়ি। সামনেই অগ্রহায়ণ মাসের আগে বিয়ের মরশুমের আগেই তৈরি চলছে জোরকদমে। ৪২০০ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এই শাড়ি। মূলতঃ সাদা সিল্কের সুতোকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তা দিয়েই তৈরি হচ্ছে রঙিন জাকার্ড শাড়ি, যা গরদ শাড়ি নামেই পরিচিত। একটি রঙের সিঙ্গল জাকার্ড যেমন কিনছেন, একই ভাবে ডবল রঙের জাকার্ডও কিনছেন ক্রেতারা। তার সঙ্গে এখন আবার যুক্ত হয়েছে থার্ড জাকার্ড। অর্থাৎ জাকার্ডের উপর তাঁতের ছোঁয়া। একটায় কাজ করা থাকছে পায়ের দিকে। আবার দ্বিতীয়টায় বডি এবং তৃতীয়টা মিনা। এই ত্রিমুখী নকশার অভিনবত্ব নজরে ধরেছে আধুনিকাদেরও। তানা ও ভরণা এই দুই সুতোর মানের উপরই নির্ভর করে জাকার্ড শাড়ির দাম। তানার ভাল সুতো আসে বেঙ্গালুরু থেকে। কোরিয়ালে সাদা শরীরের দুই দিকে ৫ থেকে ৭ ইঞ্চির পাড়। বুনতে দিন সাতেক লাগে। রঙিন জাকার্ডেও দিন ৭-৮ দিন। ফলে দামও বেশি। কিন্তু চাহিদা থাকলেও মির্জাপুরে এই শাড়ি বাজারে সীমিত। কারণ জাকার্ডের কারিগর হাতে গোনা কয়েকজন। একটা জাকার্ড শাড়ি বুনতে কম করে আট দিন সময় লাগে। সেই কারণে চাহিদার সঙ্গে জোগানের তাল মেলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে তাঁত শিল্পীদের। উন্নতমানের মেশিনে তৈরি করছে

এই শাড়ি। ৪২০০ টাকা দামে বিক্রি হচ্ছে এই শাড়ি। শুধু তাই নয় ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত শাড়ি বিক্রি করা হয়ে থাকে। একটি শাড়ি তৈরি করে মজুরি মেলে ১৭০০ থেকে ১৮০০ টাকা। তবে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের মির্জাপুরে এই গ্রামের গরদ শাড়ি তৈরি করে চলেছেন শিল্পীরা। আর এখন বিয়ের মরশুমে আগে এখন কদর বাড়ছে বেনারসী শাড়ির পাশাপাশি এই শাড়ির।

সোনারপুরের সত্যজিত রায় ইনস্টিটিউটে আরএমবিকেএস-প্রোটেন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাজ্য-স্তরের সম্মেলনের আয়োজন করে

সোনারপুর, ৮ নভেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে RMBKS-PROTAN-এর প্রথম রাজ্য-স্তরের সম্মেলন আজ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের সত্যজিত রায় ইনস্টিটিউটে সফলভাবে অনুষ্ঠিত

হয়েছে। এই সম্মেলনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ২০০ জনেরও বেশি শিক্ষক, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং SC, ST, OBC এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের উৎসাহী অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। RMBKS (রাষ্ট্রীয় মুলনিবাসী বহুজন কর্মচারী সংঘ) হল একটি নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন যা অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু কর্মচারী সম্প্রদায় ফেডারেশন (BAMCEF) এর নির্দেশনায় কাজ করে। একইভাবে, প্রোটান (অধ্যাপক, শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক সমিতি) হল আরেকটি অনুমোদিত সংস্থা যা BAMCEF-এর পরিকল্পিত সামাজিক ন্যায়বিচারের বৃহত্তর লক্ষ্যের অধীনে শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক কর্মচারীদের সংগঠিত করার জন্য কাজ করে। এই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল আদিবাসী (মূলনীবাসী) এবং বহুজন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আর্থ-সামাজিক অধিকার সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা। আলোচনাগুলি পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক কর্মচারী এবং শিক্ষকদের মধ্যে সম্মিলিত পদক্ষেপ এবং সচেতনতা জোরদার করার কৌশলগুলিকে ঘিরে ছিল। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন BAMCEF-এর জাতীয় সভাপতি শ্রী ওয়ামন মেশরাম, যিনি প্রধান অতিথি এবং সভাপতিত্বকারী (অধিক্ষ্য) ছিলেন। তার মূল ভাষণে মেশরাম তুলে ধরেন যে ভারতে প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় এবং মিডিয়া ব্যবস্থা এখনও উচ্চবর্ণের অভিজাতদের দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করছে, যার ফলে SC, ST, OBC এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি কর্তৃত্ব এবং প্রভাবের পদ থেকে পদ্ধতিগতভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। তিনি সতর্ক করে বলেন যে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের চলমান বেসরকারীকরণ বৈষম্যকে আরও গভীর করছে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের তাদের ন্যায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছে। তিনি ইভিএম-সম্পর্কিত নির্বাচনী অনিয়মের উপরও জোর দিয়ে বলেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক অখণ্ডতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তিগুলিকে ক্ষমতা দখল এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম করেছে, যার ফলে ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের কল্পনা করা সাংবিধানিক গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বক্তারা নতুন শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০ নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এটিকে সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের নীতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা বহুজন এবং সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে। প্রতিনিধিরা নতুন পেনশন প্রকল্পের (এনপিএস) নেতিবাচক প্রভাব নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা এবং মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য পুরাতন পেনশন প্রকল্প (ওপিএস) পুনরুদ্ধারের দাবি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন, তাদের জনসংখ্যার অংশ অনুসারে, প্রকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের উপায় হিসেবে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে RMBKS এবং PROTAN-এর সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং সমতা, ন্যায়বিচার এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে অধিবেশনটি শেষ হয়। নেতৃবৃন্দ সকল প্রান্তিক কর্মচারী, শিক্ষক এবং শ্রমিকদের BAMCEF এবং এর সহযোগী সংগঠনগুলির ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সাংবিধানিক ও সামাজিক অধিকার রক্ষা করা যায়।

রহস্যজনক মৃত্যু, উদ্ধার অজ্ঞাত যুবকের দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ির সূর্যসেন পার্কের পাশে উদ্ধার হলো এক অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বটগাছের নিচে দেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দেন শিলিগুড়ি থানায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃতদেহে কোনও স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন না পাওয়ায় মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। মৃত যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। স্থানীয় থানা এলাকায় সম্প্রতি কেউ নিখোঁজ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখছে পুলিশ, যাতে ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটন করা যায়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের মতে, সূর্যসেন পার্কের পাশে প্রতিদিন বহু মানুষের আনাগোনা থাকে, তাই এই ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত।

চোখের জলে বিদায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত বিএসএফ জওয়ানকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৮ নভেম্বর ঃ চোখের জলে জলপাইগুড়ির ডামডিমবাসী বিদায় জানাল তাঁদের প্রিয় সন্তান বিএসএফ জওয়ান বলিরাম ভারতীকে। ডামডিমের কদমতলা এলাকার বাসিন্দা, ৩৮ বছর বয়সী বলিরাম ভারতী কর্মরত ছিলেন রাঁচিতে। কর্তব্যরত অবস্থায় গত পরশুদিন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। শনিবার সকালে কফিনবন্দি দেহ পৌঁছায় তাঁর বাড়িতে। ওদলাবাড়ি থেকে ডামডিম পর্যন্ত স্থানীয় মানুষজন বাইক মিছিলের মাধ্যমে বলিরামের দেহ বাড়িতে আনেন। মুহূর্তের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে ডামডিমে। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা-বাবা, স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ আত্মীয়স্বজন। প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও অসংখ্য সাধারণ মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান তাঁর বাড়িতে। এরপর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ডামডিম রেলস্টেশনের ছটঘাটে, যেখানে সম্পন্ন হয় শেষকৃত্য। শেষযাত্রায় শামিল হন এলাকার শত শত মানুষ। ' ভারতী অমর রহে' ' ভারত মাতার জয়' ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে ডামডিমের আকাশ। চোখের জল আর করতালির মিশ্রণে শেষ বিদায় জানায় ডামডিমবাসী তাঁদের সাহসী সন্তানকে। এদিকে শেষকৃত্যের সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্তারা, পুলিশ আধিকারিকরা এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষ।

সিলিন্ডার ফেটে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

দেবশ্রী মজুমদার, নানুর, ৮ নভেম্বর ঃ চেন্নাইয়ে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ফের ভিন রাজ্যে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো। মৃত দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম ইউসুফ সেখ (২৭) ও বাবু সেখ (২৬)। দু'জনেরই বাড়ি নানুর বিধানসভার দাসকলগ্রাম-কড়েয়া ২ নং অঞ্চলের পাটনীল গ্রামে। ঘটনার জেরে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গেছে,পরিবারের আর্থিক দুরবস্থার কারণে কাজের খোঁজে চেন্নাই গিয়েছিলেন দুই পরিযায়ী। কয়েকদিন আগে রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন দু'জন। শুক্রবার অর্থাৎ গতকাল মৃত্যু হয় দুজনের। খবর পেয়েই মৃত পরিবারের পাশে দাঁড়ান বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ ও নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি সহ অন্যান্যরা। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেন কাজল শেখ। কাজল শেখ দু ঃখ প্রকাশ করে বলেন, অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক নথিভুক্তকরণ প্রকল্পে নাম তুলছেন না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলে পরিবার সরকারিভাবে সুযোগ- সুবিধা পায় না। তাই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের অনুরোধ, সরকারি নথিভুক্তিকরণ অবশ্যই করুন। মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখ। এছাড়াও গ্রামের নেতৃত্বদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন মৃত পরিবারের পাশে থাকার জন্য।

চা বাগানে বাস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালবাজার, ৮ নভেম্বর ঃ চা বাগানের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবশেষে চালু হচ্ছে বাস পরিষেবা। এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছিল, তারা বাস পরিষেবা দিচ্ছে না। যদিও কেন্দ্র অধিগৃহীত চা বাগানে বাস দেওয়ার কথা কেন্দ্রের। রাজ্য সরকার নিজ উদ্যোগে সমস্ত বাগানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বাস পরিষেবা দেবে। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেই এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে। আপাতত ১০ নয়া বাস আসছে। রাজ্য শ্রম দফতর, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার সহযোগিতায় এই বাস চালাবে। নাগরাকাটা ও মালবাজার থেকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানা যাচ্ছে। ধাপে ধাপে বাড়বে বাসের সংখ্যা। প্রায় ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা দিয়ে বাস কেনা হচ্ছে।

Block Development Officer Suti-I Development Block

Tender Notice

Block Development Officer, Suti-I Dev. Block invites sealed tender for: 1. NIT No:- 07/APAS/2025/ Dev.(2nd Call), Date: 04.11.2025 under Source of Fund – APAS, vide Memo No: 3952(40)/Eng./Dev., Dated: 04.11.2025, Total No. of Scheme **02 (Two) nos.** Last date of Application : **26.11.2025 upto 5.00 pm.** 2. NIT No:- 09/APAS/2025/Dev.(2nd Call), Date: 04.11.2025 under Source of Fund – APAS, vide Memo No: 3953(40)/Eng./Dev., Dated: 04.11.2025, Total No. of Scheme **16 (Sixteen) nos**. Last date of Application : **26.11.2025 upto 5.00 pm.** Details visit the web site **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Block Development Officer, Suti-I Dev. Block.

Sd/-
Block Development Officer
Suti-I Dev. Block,
Ahiran : Murshidabad

ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER

Block Development Officer, Sankrail Development Block & Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

Sl. No	Tender Reference No.	Tender ID	Last Date of Submission	Date of Opening
1.	eN.I.T -BDO/SNK/eNIT-31 (MAME-25-26)/ 2025-26, Sl. No.-01 to 02	2025_ZPHD_940610_1 2025_ZPHD_940610_2	27/11/2025	29/11/2025
2.	eN.I.T -EO/SNK/eNIT-32(SSM-25-26)/ 2025-26, Sl. No.-01 to 06	2025_ZPHD_941871_1 2025_ZPHD_941871_2 2025_ZPHD_941871_3 2025_ZPHD_941871_4 2025_ZPHD_941871_5 2025_ZPHD_941871_6	28/11/2025	01/12/2025

Intending bidders are requested to visit the website **https://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

Sd/-
BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SANKRAIL DEVELOPMENT BLOCK, HOWRAH
&
EXECUTIVE OFFICER
SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

নং.: সি/২৫/ই-অকশন/এনএফআর/কেআইআর/২০২৫ তারিখঃ-০৪/১১/২০২৫

কাটিহার স্টেশনে ই-নিলাম মডিউলে আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নতুন তৈরি পুকুর এলাকার আশেপাশে মডেল বুকিং অফিসের পাশে গেমিং জোন, প্রিমিয়াম স্টোর, ফুড ভ্যান, ফুড স্টল, পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন, ড্রিংকস ভেন্ডিং মেশিন, মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্সের জন্য ডিভিশন দ্বারা টেন্ডার আহ্বান করার প্রক্রিয়া চলছে।

চুক্তির পরিধি :- গেমিং জোন :- ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ৫ বছরের জন্য গেমিং জোনের জন্য টেন্ডার। বিনোদনের বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে রয়েছে ভিডিও গেম, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

▶ **প্রিমিয়াম স্টোর:-** ০৫ বছরের জন্য উচ্চমানের পণ্য (ফ্যাশন, ইলেকট্রনিক্স, বিলাসবহুল পণ্য ইত্যাদি) এর প্রিমিয়াম স্টোর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **ফুড ভ্যান/স্টল :-** ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের মাল্টি কুইজিন খাবার ও পানীয় (নন অ্যালকোহলিক) এর জন্য ফুড ভ্যান পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন :-** ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের খাঁটি, ব্র্যান্ডেড জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সুগন্ধির জন্য পারফিউম ভেন্ডিং মেশিন পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্স:-** ক্যাফে এরিয়া, কো-ওয়ার্কিং এরিয়া বা স্টাডি এরিয়া, লাউঞ্জ, আইসক্রিম পার্লার, ফুড কোর্ট ইত্যাদি সমন্বিত মাল্টি ফাংশনাল কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য ০৫ বছরের জন্য টেন্ডার।

▶ **ড্রিংকস ভেন্ডিং মেশিন:-** ০৫ বছরের জন্য বিভিন্ন ধরণের ঠান্ডা পানীয়, সফ্‌ট ড্রিঙ্কস, জুস এবং অন্যান্য পানীয় (নন অ্যালকোহলিক) ড্রিঙ্কস ভেন্ডিং মেশিন কিয়স্কের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য টেন্ডার।

▶ **পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা :-** পুকুরে নৌকাচালনা, লেজার লাইট এবং মিউজিক্যাল ফাউন্টেন প্রদর্শনের অধিকারের জন্য পুকুর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার টেন্ডার, এই চুক্তিটি এনআইএনএফআরআইএস -এর মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

▶ **ব্যবসায়িক সম্ভাবনা:** (i) যাত্রী এবং ব্যবহারকারীদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। (ii) খালি জায়গার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন। (iii) কোনও স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করা হবে না। (বিওটি মডেলে আগ্রহী পক্ষগুলি ছাড়া)। (iv) ব্যবসা তৈরি করা এবং রাজস্ব অর্জন করা।

শর্তাবলী: (i) আইআরইপিএস -এ ই-নিলামের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হবে। (ii) আবেদনকারীকে অবশ্যই নিবন্ধিত সত্তা হতে হবে। (iii) নথি:- টার্নওভার, লাভ ও ক্ষতির বিবরণী, প্যান, জিএসটিআইএন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি (যেমন এফএসএসএআই লাইসেন্স)। (iv) প্রথমে ব্যয়বহুল প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে। (v) রাইট অফ ফার্স্ট রেফুসল (আরওএফআর) প্রযোজ্য হবে।

▶ **জমা দেওয়ার নির্দেশিকা :-** আগ্রহী পক্ষগুলিকে তাদের ইওআই স্কেলড খামে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাতে কোম্পানির অফিসিয়াল লেটারহেডে আগ্রহ প্রকাশ করে একটি ইওআই লেখা থাকে। প্রতিষ্ঠান/ফার্মের বিবরণ, প্রধান ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, অভিজ্ঞতার প্রমাণ, স্ব-ঘোষণা যে ফার্মটিকে ব্ল্যাক লিস্টেড করা হয়নি।

▶ সম্ভাব্য দরদাতারা তাদের ব্যবসা সহজতর করার জন্য অন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা, পরামর্শ, প্রয়োজনীয়তাও নির্দেশ করতে পারেন।

▶ সম্ভাব্য দরদাতা/আগ্রহী ব্যক্তিদের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/কাটিহার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, জেলা: কাটিহার, বিহার - ৮৫৪১০৫ -এর অফিসের অধীনে চিফ অফিস সুপারিনটেনডেন্ট/ সিওএমএমএল./কাটিহার -এর অফিসে **২১ নভেম্বর ২০২৫** তারিখে বা তার আগে **১১:০০** টার মধ্যে তাদের পরামর্শ সহ (যদি থাকে) এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ইওআই খোলা হবে **২১-১১-২০২৫** তারিখের **১৬:০০** টায়।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পন্থকে নিয়ে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনাচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ ইংল্যান্ড সিরিজে চোটের ধাক্কা সারিয়ে সদ্য বাইশ গজে ফিরেছেন। কিন্তু তার মধ্যেই ফের চোটের আতঙ্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের এ দলের বেসরকারি টেস্টে ২০ মিনিটের মধ্যে তিনবার বিপজ্জনক ভাবে আহত হলেন ঋষভ পন্থ। যে কারণে মাঠ ছেড়ে বেরিয়েই যেতে হয়। ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে পন্থকে নিয়ে ফের আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনাচ্ছে।

বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট। যে দলের অধিনায়কের দায়িত্বও পন্থের কাঁধে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৪ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে পুরো ব্যাটই করতে পারলেন না। শনিবার সকালে একের পর এক আঘাত আছড়ে পড়ল তাঁর শরীরে। ২০ মিনিটের মধ্যে তিন-তিনটি আঘাতে সমস্যায় পড়লেন ভারতের উইকেটকিপার। শুরুতে নিজের খেলাটাই খেলছিলেন পন্থ। পরপর ৪, ৪ ও ৬ মারেন। তারপরই মিড উইকেটের দিকে শট মারতে গিয়ে শেপো মোরেকির বল হেলমেটে আছড়ে পড়ে। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যান না পন্থ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কনকাশন টেস্ট করা হয়। কিছুক্ষণ পর মোরেকির আরেকটি শর্ট বল সোজা এসে বাঁ হাতে লাগে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন তিনি। গ্লাভসও খুলে ফেলেন। ফিজিও এসে শুশ্রূষা করার পর ফের ব্যাট করেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের আঘাত। এবার তলপেটে এসে লাগে মোরেকির বল। এই নিয়ে ২০ মিনিটের মধ্যে তিনবার আঘাত। ফিজিও এসে শুশ্রূষা করার পর আর ঝুঁকি নেননি পন্থ। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে ড্রেসিংরুমে চলে যান। যদিও তাঁর চোট কতটা গুরুতর সেটা জানা যায়নি। তবে পন্থকে নিয়ে চিন্তা বাড়ছে। আদৌ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারবেন তো? উদ্বেগ বাড়ছে ভক্তদের মধ্যে। ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেনে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট।

আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়ামে বেটন কাপের লড়াই, কলকাতায় হকির নতুন দিগন্ত

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ কলকাতার বুকেই এখন আন্তর্জাতিক

মানের হকি স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে। শুধু স্টেডিয়াম নয়। আমরা অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন ঠিক যেমনটা দেখেছি, মাঠের বাইরে ঘাসের গ্যালারি ঢাল হয়ে নেমে এসেছে। যেখানে মাটিতে কেউ বসে, কেউ আধশোয়া অবস্থায় ম্যাচ দেখছেন। যার পোশাকি নাম, 'আর্দেন গ্যালারি।' ভারতের বুকে খোদ কলকাতায় এবার দেখা যাবে সেই আর্দেন গ্যালারি। আগেরদিনই কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভালের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন করেছিলেন যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামের। সেই হকি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো ঘুরিয়ে দেখালেন রাজ্যের ক্রড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। নীল টার্ফের মাঠের পাশে চারপাশে আর্দেন গ্যালারি। কংক্রিটের গ্যালারিও রয়েছে। মোট ২২ হাজার আসন বিশিষ্ট এই হকি স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো দেখলে সত্যিই চমকে যেতে হয়। একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক হকি স্টেডিয়ামে যা যা থাকা সম্ভব, সব রয়েছে এই হকি স্টেডিয়ামে। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস স্টেডিয়াম পরিদর্শনের মাঝে বলছিলেন, এখন আমরা কলকাতাতে যে কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ আয়োজন করার জায়গায় রয়েছি। তবে রাজনৈতিক কারণে কেউ ম্যাচ না দিলে আমাদের করার কিছু থাকবে না।

আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক এই স্টেডিয়ামটি গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের খরচ হয়েছে ২০ কোটি, ৫৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪২৮ টাকা। ঝকঝকে এই স্টেডিয়ামে দুটো বাতানুকূল প্লেয়ার্স চেঞ্জিং রুম সহ ব্রডকাস্টিং রুম, সেরেমোনিয়াল রুম, আম্পায়ার ম্যানেজার রুম, আম্পায়ার চেঞ্জিং রুম, ভিডিও আম্পায়ার রুম, ডোপ টেস্টিং রুম, ভিভিআইপি লাউঞ্জ, মিডিয়া জোন, দুটো ভিআইপি বক্স, প্রেসিডেন্সিয়াল বক্স, প্রেসকনফারেন্স রুম। সঙ্গে স্টেডিয়ামের কার পার্কিং এরিয়া। হকি স্টেডিয়ামে রাতে ম্যাচ অনুষ্ঠিত করতেও কোনও সমস্যা নেই। কারণ, রয়েছে নৈশালোকে ম্যাচের ব্যবস্থা। অরূপ বিশ্বাস জানালেন, আপাতত শুধুই ম্যাচ খেলার জন্য ব্যবহৃত হবে এই স্টেডিয়াম। পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের একটি হকি অ্যাকাডেমি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেই সময় এই মাঠ প্র্যাকটিসের জন্যও ব্যবহৃত হবে। এবার বেটন কাপের জন্য ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডানের মাঠ ব্যবহৃত হবে না। বেটন কাপের পুরো খেলাটাই হবে ডুমুরজোলা আর যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামে। আর এই মাঠেই হয় ঐতিহ্যশালী বেটন কাপে শুভ উদ্বোধন। যেখানে প্রচুর হকি তারকার পাশাপাশি ছিলেন অলিম্পিয়ান টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজও। ফাইনাল ১৬ নভেম্বর।

পরের মহিলা বিশ্বকাপে বাড়ছে দল, রিচা-স্মৃতিদের সাফল্যের পরই বড় সিদ্ধান্ত আইসিসি'র

৮ নভেম্বর ঃ সদ্যসমাপ্ত মহিলা বিশ্বকাপের সাফল্যের প্রভাব পড়ল আইসিসি'র সিদ্ধান্তেও। কারণ আগামী মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাড়ছে দল। এবছর বিশ্বকাপে ছিল আটটি দল। আইসিসি'র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৯-র ওয়ানডে বিশ্বকাপে ১০টি দশ খেলবে।শুধু সংখ্যার বিচারে নয়। আইসিসি'র এই সিদ্ধান্ত মহিলা ক্রিকেটকে আরও বহুদিক থেকে প্রভাবিত করবে। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা চাইছে নতুন দেশগুলিকে বড় মঞ্চ দিতে। যাতে দেশগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং আরও বেশি সংখ্যক দেশ মহিলা ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে। আরও দুটি দেশ বাড়লে অনেক প্রতিভা উঠে আসবে। আরও অনেক দেশ বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নও দেখবে। এবছর যেমন ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।আইসিসি'র তরফ থেকে জানানো হয়েছে, 'এই টুর্নামেন্টের সাফল্যের ভিত্তিতে পরের সংস্করণে দশটি দেশকে সুযোগ দিতে চায় আইসিসি। এবার সব মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ স্টেডিয়ামে এসে টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ম্যাচ দেখেছেন। যা মহিলাদের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এর পাশাপাশি দর্শক সংখ্যারও বিরাট উন্নতি হয়েছে। বিশ্বজুড়ে অনলাইনে দেখার হিসেবেও নতুন রেকর্ড গড়েছে।'উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারায় ভারত। গোটা টুর্নামেন্ট জড়েই স্মৃতি মন্ধানা, হরমনপ্রীত কৌর, রিচা ঘোষদের নিয়ে বিরাট উন্মাদনা ছিল। অনলাইনে মোট দর্শক সংখ্যা ছিল ৪৪৬ মিলিয়ন। সেখানে শুধু ফাইনাল একসঙ্গে ২ কোটি ১০ লক্ষ এবং সিটিভি-র নিরিখে ৯ কোটি ২০ লক্ষ দেখেছিলেন। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের দর্শক সংখ্যাটাও প্রায় একই রকম। সম্প্রচারকারী চ্যানেল জিওহটস্টারে ফাইনাল ম্যাচটি দেখেন ১৮৫ মিলিয়ন দর্শক। অর্থাৎ প্রায় ১৯ কোটি মানুষ। পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালও প্রায় এত সংখ্যক মানুষ দেখেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্বজয়ের মাঠেই 'গুরু-শিষ্য' দ্বৈরথের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ একজন ফুটবলবিশ্বের কিংবদন্তি। বিশ্বকাপ জয়ের পাশাপাশি জোড়া কোপা আমেরিকাও জিতেছেন লিওনেল মেসি। আরেকজন মাত্র ১৭ বছর বয়সেই জিতেছেন ইউরো। পরের বছর বিশ্বকাপে নিজের সেরাটা দিতে মরিয়া থাকবেন। দুজনের মধ্যে আছে আরও একটা মিল। দুজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাবের নাম।

যদিও মেসি আর ইয়ামালের কখনও একসঙ্গে খেলা হয়নি। ২০২৩-এ যখন স্পেনের কিশোরের গায়ে বার্সেলোনার জার্সি ওঠে, ততদিনে মেসি স্পেনের ক্লাবের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছেন। এবার কি দুজনকে একসঙ্গে দেখার প্রত্যাশা পূরণ হতে চলেছে? 'গুরু মেসির মুখোমুখি হবে 'শিষ্য ইয়ামাল। দুই মহাদেশের দুই সেরা দেশ মুখোমুখি হবে ফিনালিসিমায়।

স্পেনের সংবাদমাধ্যমের মতে, আগামী বছরের ২৭ মার্চ মুখোমুখি হতে পারেন মেসি ও ইয়ামাল। অর্থাৎ আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের ফিনালিসিমা। কোথায় হতে পারে এই ম্যাচ? মেসির জন্য 'পয়া স্টেডিয়ামে। কাতারের লুসেল স্টেডিয়ামে হতে পারে এই ম্যাচ। অর্থাৎ যে স্টেডিয়ামে ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল। আর সেই বিশ্বকাপ জিতেছিলেন মেসি।

এখনও দুই দেশ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে সব ঠিক থাকলে প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সাক্ষাৎ হবে গুরু-শিষ্যের। যদিও সরাসরি 'শিষ্য না বলে 'ভাবশিষ্য' বলাটাই ঠিক হবে। বার্সেলোনায় থাকাকালীন মেসির 'স্নেহস্পর্শ' পেয়েছিলেন ইয়ামাল। তার মধ্যে তো একেবারে ছোটবেলায় ইয়ামালকে মেসির স্নান করানোর ছবি তো খুবই জনপ্রিয়। পরের বছর জুন-জুলাইয়ে বিশ্বকাপ। তার আগে নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার মঞ্চও পাবে দুই দল।

রিচার ছক্কায় হতবাক হয়েছিলেন মিতালিও, ফাঁস করলেন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারের দুই কোচ

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ বেশ কয়েক বছর আগের কথা। রাজকোটে বাংলার সিনিয়র মহিলা টিম টি-টোয়েন্টি ফাইনাল খেলছে। প্রতিপক্ষ রেলওয়েজ। সদ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলে এসেই ফাইনালে চলে এসেছিলেন মিতালি রাজ। তিনি তখন ভারতীয় টিমের ক্যাপ্টেন। ওই ম্যাচেই মিতালি বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেটে এক ' আবির্ভাব ঘটতে চলেছে।

রাজকোট ওই ফাইনালে রিচা দু'টো এমন ছয় মেরেছিলেন, যা হতবাক করে দিয়েছিল ভারতীয় অধিনায়ককেও। মহিলা ক্রিকেটে অত ' ছয় খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সেদিনের সেই গল্প শোনাচ্ছিলেন রিচার দুই কোচ চরণজি সিং আর শিবশঙ্কর পাল। দু'জনেই তখন বাংলা সিনিয়র টিমের কোচ। চরণজি বলছিলেন, ওই ম্যাচেই মিতালির চোখে পড়ে গিয়েছিল রিচা। ঝুলন (গোস্বামী) হয়তো আগে থেকে ওর কথা বলে রেখেছিল। আমার এখনও মনে আছে, ম্যাচের পর রিচার সঙ্গে কথা বলেছিল মিতালি। আর একটা ম্যাচের কথাও বলব। সেটাই হয়তো রিচার কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। রাজকোটেই দিল্লির বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। প্রথম ছয় ওভারে সাত-আট মতো রান হয়েছিল। ব্যাটাররা সেভাবে কেউ রান করতে পারছিল না। সেখানে রিচা ২৬-২৭ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলে। তারপর ফাইনালের ওই দু'টো ছয়। শিবশঙ্কের কথায়, বাংলা নেটে প্রথমবার দেখার পরই বুঝে গিয়েছিলাম, ও অনেকদূর যাবে। অসম্ভব পাওয়ার। বিশ্বাস করুন, ক্রিজে দাঁড়িয়ে ওইভাবে ছয় মারতে মহিলা ক্রিকেটে তখন খুব একটা কাউকে দেখিনি।

চরণজিৎও তাই। রিচাকে দেখেই বুঝেছিলেন, একটা এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে। রিচার বয়স তখন তেরো। বাংলার অনূর্ধ্ব-১৯ টিমের ক্যাম্প চলছিল কল্যাণীতে। প্র্যাকটিসের মাঝে চরণজি একটা প্রশ্ন করেন রিচাকে। জিজ্ঞেস করেন- ' অফসাইডে সাতটা ফিল্ডার রয়েছে। তাই শট খেলছিস। আর সব বল ফিল্ডারের হাতে চলে যাচ্ছে। তখন

কী করবি?' একটুও না ভেবে রিচা বলে দেন, স্যর আমি সুইপ খেলব। কারণ ওখানে কোনও ফিল্ডার নেই। মাত্র তেরো বছরের একটা মেয়ের গেম-সেন্স মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। চরণজিৎ বলছিলেন, তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এই মেয়ের মধ্যে একটা এক্স ফ্যাক্টর রয়েছে। ওকে আমাদের ব্যাক করতে হবে। সেইবছর অনূর্ধ্ব উনিশের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্স। পরের বছরও তাই। তারপর চোট-আঘাত সমস্যা বেশকয়েক মাস ভোগায় রিচাকে। চোট সারিয়ে ফেরার পর রান করতে পারছিলেন না। রিচাকে নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু চরণজিৎ প্রত্যেক মুহূর্তে ব্যাক করে যান রিচাকে। তাঁর ম্যাচ জেতানো ক্ষমতার উপর আস্থা রেখেছিলেন। সেই বছরই বাংলা অনূর্ধ্ব-১৯, অনূর্ধ্ব-২৩ এবং সিনিয়র পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। শিবশঙ্কর আর চরণজিৎ- দু'জনে প্রচুর খাটাখাটনি করেছেন রিচাকে নিয়ে। জানতে চাইতেন, কোনও ভুল হচ্ছে কি না! ঘণ্টার পর ঘণ্টা নেটে পড়ে থাকতেন। রিচা কখনও চলে যেতেন এলআরএস ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে। কখনও আবার পাটুলিতে। ম্যাচের আগে নিয়ম করে নিজের দুই কোচের সঙ্গে কথা বলতেন রিচা। চরণজিৎ আবার ছাত্রীর ব্যাটিং স্টান্স থেকে শুরু করে ব্যাট-সুইং- এসব নিয়েও পড়ে থেকেছেন। কোথাও ভুল হলে শুধরে দিতেন। শিবশঙ্কর বলছিলেন, ওর সব থেকে বড় গুণ হল অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারে। আর নিজের ব্যাটিং নিয়ে প্রচণ্ড খুঁতখুঁতে। রিচার সঙ্গে আরও একজন রয়েছেন। দীপ্তি শর্মা। যিনি একটা সময় বাংলাতেই খেলে গিয়েছেন। এলআরএস এবং পাটুলির অ্যাকাডেমির তরফে দুই বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারকেই সংবর্ধিত করা হবে।

অলিম্পিকে যোগ্যতার মাপকাঠি ঠিক করে ফেলল আইসিসি, 'যোগ্য' ভারত, বাদের মুখে পাকিস্তান

৮ নভেম্বর ঃ ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরছে ক্রিকেট। তাতে পাকিস্তানের খেলার সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। আইসিসি'র তরফ থেকে অলিম্পিকে খেলার জন্য যে যোগ্যতামান ভাবা হয়েছে, তার কাছাকাছি নেই পাক বাহিনী। ফলে যেখানে ভারতের খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল, সেখানে পাকিস্তানকে দেখার আশা খুব কম। ২০২৮-র লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে পুরুষ ও মহিলাদের ক্রিকেট ম্যাচ চলবে ১৭ দিন ধরে। ১২ জুলাই থেকে শুরু হবে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক কমিটির তরফ থেকে আগেই জানানো হয়েছিল, লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ক্রিকেট হবে ৬ দলের। ৬টা পুরুষ দল। ৬টা মহিলা দল। কিন্তু যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি কী হবে? সেটাও ঠিক করে ফেলল আইসিসি। যাতে কার্যত বাদই পড়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মতে, প্রতিটি মহাদেশ থেকে একটি করে দেশ সুযোগ পাবে। এশিয়া, ইউরোপ, ওশিয়ানিয়া ও আফ্রিকার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা দলগুলো খেলবে। এখনও পর্যন্ত র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী ভারত (এশিয়া), দক্ষিণ আফ্রিকা (আফ্রিকা), অস্ট্রেলিয়া (ওশিয়ানিয়া) যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। ইউরোপ থেকে

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের মিলিত দল গ্রেট ব্রিটেনও আছে। আয়োজক দেশ হিসেবে আমেরিকা আছে। কিন্তু তাদের ক্রিকেটের উপর কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অগ্রাধিকার দেওয়া হতে পারে। রেইল বাকি একটি জায়গা। সেটা যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে আসতে হবে। সেখানে নিউজিল্যান্ডের মতো টিমও থাকবে। তবে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জনের সময় যত এগিয়ে আসবে, তত অঙ্ক বদলে যেতে পারে। বিশেষ করে যদি বর্তমান র‍্যাঙ্কিং বদলে যায়। এই পরিস্থিতিতে যদি পাকিস্তানের কপাল খুলেও যায়, তাহলে কি ভারতের মুখোমুখি হতে হবে? সম্ভবত ভারত-পাকিস্তানকে এক গ্রুপে ফেলা হবে না। বাকিটা তো সময়ই বলবে।

কুয়েত-নেপাল-আমিরশাহীদের কাছেও টানা হার ভারতের

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ পাকিস্তানকে হারিয়ে হংকং সিক্সে দারুণ শুরু করেছিল ভারত। তারপর কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেললেন দীনেশ কার্তিক, রবিন উথাপ্পারা। শনিবার হতশ্রী ক্রিকেটে হারের হ্যাটট্রিক করে অনেকটাই পিছিয়ে পড়ল ভারত। এদিন কুয়েত, আরব আমিরশাহী এবং নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ভারতের। দুর্ভাগ্যবশত তিন ম্যাচেই লজ্জার হার স্বীকার করতে হল কার্তিকদের। প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ ওভারে কুয়েত তোলে ১০৬ রান। অভিমন্যু মিঠুন ২টি উইকেট পান। স্টুয়ার্ট বিনি, শাহবাজ নাদিমরা একটি উইকেট পেলেও বেধড়ক মার খেলেন। এই ম্যাচে বল করলেন দীনেশ কার্তিক। একটি উইকেট শিকার করলেও ওভারে ২৩ রান বিলিয়ে দিলেন। সবচেয়ে করুণ অবস্থা হল প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চালের। ওভারে ৩২ রান দিলেন। ভারতের সামনে বড় লক্ষ্যমাত্রা রাখল কুয়েত। জবাবে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়ে ভারত। রানের খাতা না খুলেই সাজঘরে ফেরেন উথাপ্পা। ব্যর্থ হন কার্তিক (৮), বিনি (২)। প্রিয়াঙ্কও ১৭ রানের বেশি করতে পারলেন না। শেষের দিকে মিঠুন (২৬) এবং নাদিম (১৯) ভদ্রস্থ জায়গায় ভারতকে নিয়ে গেলেও ম্যাচ জেতাতে পারেননি। ভারতের ইনিংস শেষ হয় ৭৯ রানে। কুয়েত জেতে ২৭ রানে। ১৪ বলে ৫৮ রান এবং ৩ উইকেটে ২৩ রান দিয়ে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন কুয়েতের ইয়াসিন প্যাটেল। আরব আমিরশাহীর ম্যাচটি অবশ্য বেশ হাড্ডাহাড্ডি হয়। যদিও প্রথমে ব্যাটিং করতে নামা ভারতের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। ১২ রানে তিন উইকেট খুইয়ে চাপে পড়ে যায় ভারত। ভারত চিপলি (৪), প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল (০), স্টুয়ার্ট বিনি (০) ব্যর্থ। সেখান থেকে অভিমন্যু মিঠুন ১৬ বলে ৫০ রান করেন অবসৃত হন। দীনেশ কার্তিক অধিনায়কোচিত ইনিংস উপহার দেন। তাঁর নামের পাশে অপরাজিত ১৪ বলে ৪২ রান। ১০৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দাপুটে শুরু করেন আমিরশাহী ওপেনাররা। ১৪ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খালিদ শাহর। ১১ বলে ৩১ করেন শাঘির খান। ভারতের দেওয়ার লক্ষ্য ৫.৫ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে পূরণ করে নেয় আমিরশাহী। ১১ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন আরবের নীলাংশ কেশওয়ানি। এরপর নেপালের সঙ্গেও হেরে বসে ভারত। মেন ইন ব্লুর বোলারদের ব্যর্থতায় ৬ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে ১৩৭ রানের পাহা। গড়ে নেপাল। জবাবে ৩ ওভারে ৪৫ রান করে অলআউট হয়ে যায় ভারত। ব্যর্থ হয় গোটা ব্যাটিং ইউনিট। ১৭ বলে ৫৫ রান এবং ৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন নেপালের রশিদ খান।

ফাইনালের আগের রাতে হরমনপ্রীতকে শচীন স্যর তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক, ৮ নভেম্বর ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালের আগের রাতে হরমনপ্রীতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন শচীন। ১৪০ কোটি মানুষের প্রত্যাশার চাপ। অধরা স্বপ্নপূরণের হাতছানি। সব মিলিয়ে চাপ কম নয়। এই সময়ে একটা ফোন এল, যার নাম শচীন রমেশ তেণ্ডুলকর। দুটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছেন। একটি হেরেছেন, একটি জিতেছেন। তাঁর থেকে ভালো আর কে জানবে এই প্রত্যাশার চাপ কীভাবে সামলাতে হয়? সেই খবর ফাঁস করলেন খোদ ভারত অধিনায়কই। হরমনপ্রীত জানান, ফাইনালের আগের রাতে শচীন ফোন করেছিলেন। হরমন জানালেন, শচীন স্যর তাঁর অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, সব দিক থেকে ভারসাম্য বজায় রাখতে। যখন ম্যাচ খুব দ্রুত গতিতে চলবে, তখন সেটার গতি কমিয়ে দিতে। তখন ম্যাচটা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে। কারণ ওই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে হোঁচট খাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেটা যেভাবেই হোক এড়িয়ে চলতে হবে।বাকিটা তো ইতিহাস। ২০০৫

ও ২০১৭ সালের ফাইনালে হেরেছিল ভারতের মহিলা দল। অন্যদিকে পুরুষ দল হার মেনেছিল ২০০৩ সালে ও ২০২৩ সালে। যার মধ্যে ২০০৩-র দলে ছিলেন শচীন। তাঁর মতো আর কে জানবে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা কেমন হয়? আবার ২০১১-র বিশ্বজয়ের মূল কাণ্ডারিও ছিলেন তিনি। ফলে কীভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে হয় সেটাও ভালো করেই জানেন। মহিলা ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এতদিন বিশ্বকাপের মঞ্চে দাপট ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের। একবার বিশ্বকাপ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এই প্রথমবার এশিয়া মহাদেশে ট্রফি এল।ভারতের বিশ্বজয়ের পর ৫-৬ দিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও যেন মুহূর্তটা ভুলতে পারছেন না হরমনপ্রীত। তিনি বলছেন, যখনই আমরা একে অপরকে দেখি, আমরা কেবল বলি, 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন'। এটা অন্যরকম অনুভূতি। সত্যি বলতে, আমি এখনও বিষয়টা বুঝতে পারছি না। হয়তো কয়েক মাস পর আমি বুঝতে পারব যে আমরা আমাদের দেশকে কী দিয়েছি। এখনও মনে হচ্ছে আমরা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতে বাড়ি ফিরছি।

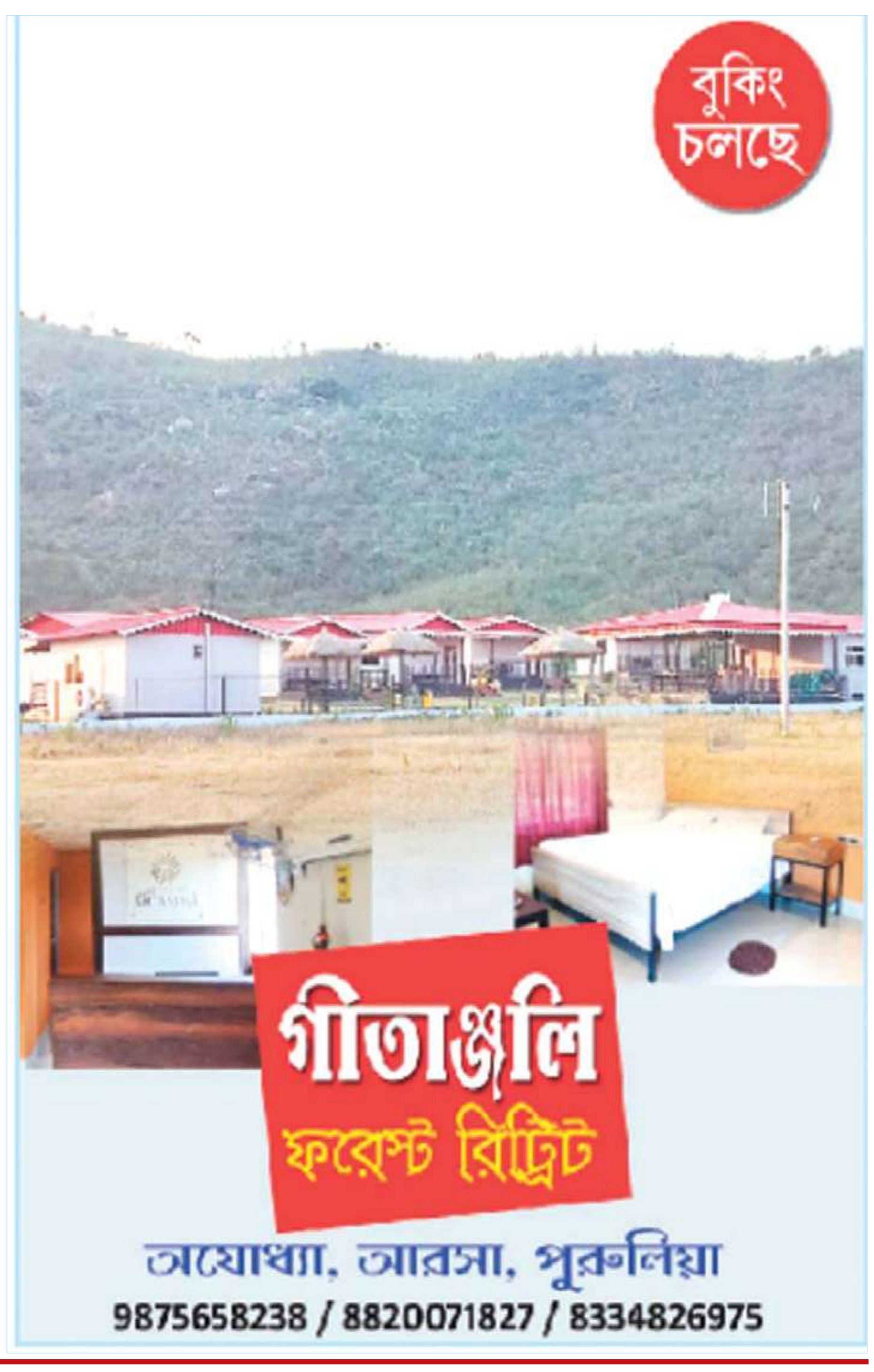

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com